পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 209 Monday, 30 June, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২০৯ সংখ্যা ✱ ১৫ আষাঢ়, ১৪৩২ সোমবার, ৩০ জুন, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে দিল্লিতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের প্রস্তুতি,
কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের সঙ্গে কথা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশন গৃহীত নেওয়া স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশনের সিদ্ধান্ত রুখতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল কংগ্রেস। এই রিভিশনের মাধ্যমে ঘুরপথে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেই অভিযোগ তৃণমূলের। এই অভিযোগকে সামনে রেখে এবার দিল্লিতে আক্রমণের ঝাঁজ বাড়াতে চলেছে তৃণমূল। বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করে এ নিয়ে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে রাজ্যের শাসকদল। ভোটার তালিকায় 'স্বচ্ছতা' আনার লক্ষ্যে সংশোধনের কাজ করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। যাকে বলা হচ্ছে স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন। সেই কারণে বিভিন্ন রাজ্যের কাছে পাঠানো হয়েছে একটি 'ডিক্লারেশন ফর্ম'। যার বেশ কিছু নিয়মাবলি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গের শাসকদলের অভিযোগ, বাংলায় নিজেদের ভরাডুবি বুঝতে পেরে নির্বাচন কমিশনকে তৃণমূলের ব্যবহার করছে বিজেপি। একদিন আগেই দিল্লি এবং কলকাতায় একযোগে সাংবাদিক বৈঠক করে কমিশনের সিদ্ধান্তকে তোপ দাগে তৃণমূল। অতীতে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটারদের নামও ঢোকানো হয়েছিল বলেও সরব হয়েছিল তৃণমূল। এই সমস্ত কিছুই বিজেপির ষড়যন্ত্র যা তারা কমিশনের মাধ্যমে কার্যকর করতে চাইছে বলেই মনে করছে তৃণমূল শিবির। তাই প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস-সহ জাতীয় স্তরের সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল তথা ইন্ডিয়া জোটকে একত্রিত করে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পথে নামাতে চাইছে তৃণমূল। অন্যদিকে রাজ্যের

ব্লক স্তর পর্যন্ত জনমত গঠন করে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় শীঘ্রই মাঠে নামতে চলেছে রাজ্যের শাসকদল। সূত্রের খবর, জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ২১ তারিখ থেকে সংসদের যে বাদল অধিবেশন শুরু হতে চলেছে, তাতে সংসদের অন্দরে এনিয়ে সরব হবে গোটা বিরোধী শিবির। এখানেই শেষ নয়, তার আগেই জুলাই মাসের মাঝামাঝি ঐক্যবদ্ধ বিরোধী শিবির এই ইস্যুতে জাতীয় স্তরে বড়সড় কর্মসূচি গ্রহণ করতে চলেছে। এনিয়ে ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য দলের সঙ্গে একপ্রস্ত আলোচনা সেরে ফেলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কর্মসূচির প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নতুন ভোটার তালিকার নিয়ম নিয়ে দিল্লিতে সরব তৃণমূল কংগ্রেস গতকালই।ভোটার তালিকায় 'স্বচ্ছতা' আনার লক্ষ্যে সংশোধনের কাজ করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।শনিবার রাজধানীর কনস্টিটিউশন ক্লাবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে কমিশনের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল।

নারীবিদ্বেষ নিয়ে বাদানুবাদ কল্যাণ ও মহুয়ার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুন ঃ আরও একবার দ্বন্দ্বে জড়ালেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহুয়া মৈত্র। এবার নারীবিদ্বেষ নিয়ে বাদানুবাদ তুঙ্গে দু'জনের। রবিবার সকালে যেন বোমা ফাটালেন শ্রীরামপুরের সাংসদ। আসলে বাকবিতণ্ডার সূত্রপাত কসবা কাণ্ড নিয়ে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথমে মুখ খোলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, সহপাঠী যদি সহপাঠিনীকে ধর্ষণ করে, তা হলে নিরাপত্তা দেবে কে? কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রও বিতর্কিত মন্তব্য করেন। দলের বিধায়ক কিংবা সাংসদের কারও নাম না করেই নারীবিদ্বেষ নিয়ে আবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মহুয়া। তিনি লেখেন, ভারতে নারীবিদ্বেষ দলের গণ্ডিতে আটকে নেই। কিন্তু তৃণমূলকে অন্যদের থেকে আলাদা করে একটাই বিষয়, আমরা এই ধরনের বিরক্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ করি, তা সে যে-ই করুন না কেন।

তবে তারপরেও দ্বন্দ্বে জড়িয়েছেন কল্যাণ ও মহুয়া। সাংসদ কল্যাণ বলেন, আমার প্রথম প্রশ্ন দেড়মাস মধুচন্দ্রিমা করে কি ফিরেছেন? আর এসেই কি পিছনে লাগা আরম্ভ করে করেছেন? আমি নারীবিদ্বেষী নই। আমি নারীদের জন্য সবচেয়ে বেশি কথা বলি। আর মহুয়া মৈত্র এতটাই নারীবিদ্বেষী যে কৃষ্ণনগরের কোনও মহিলা কর্মী, ভালো নেত্রীকে উঠতে দেয় না। আপনি আমাকে নারীবিদ্বেষী বলছেন? ৪০ বছরের বিয়ে ভাঙিয়ে বউকে রেখে দিয়ে আরেকটা বিয়ে করলেন। তা কোন নারীর বুকে নিজের স্বার্থের জন্য আঘাত করলেন? জানি আপনাকে কিছু মহিলা সমর্থন করবেন। সেই মহিলাদের ক্ষেত্রে যদি একই ঘটনা ঘটে? ৩০ বছর বিয়ে করার পর স্বামীরা ছেড়ে দিয়ে চলে যায়? ভাবতে পারেন ৪০ বছর বিয়ে হয়ে গিয়েছে, সে মহিলা কোথায় যাবেন? তাঁর ছেলেপুলে আছে। উনি লোভী মহিলা। আমি নারীদের সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি। আমি একটি নারীকে ঘৃণা করি। তিনি মহুয়া মৈত্র। আমি ঘৃণা করি তাঁকে। কল্যাণ আরও বলেন, কবে রাজনীতিতে এসেছেন? নিজেকে রাহুল গান্ধীর বান্ধবী বলে কৃষ্ণনগরে রাজনীতি করতেন। তারপর ২০১১ সালে চলে এল। একজন অভিজ্ঞ সাংসদ সেই সময় আমাদের বলেছিলেন, তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রে দিদি মহুয়ার নাম বলেছিলেন। ওই অভিজ্ঞ সাংসদ বলেছিলেন ওঁকে চলবে না। সেই সময় অন্য এক মহিলার নাম করেছিলেন। তাঁকে মেনে নেওয়া হয়েছিল। তিনি এখন মন্ত্রী। তৃণমূলের ভালো সময় সাংসদ হয়েছে। সাংসদ পদকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে। এর কাছে নারীবিদ্বেষ শিখব না। এমনকী কালীগঞ্জের উপনির্বাচনের সময় মহুয়ার ' সেখানে প্রচার করতে যেতে পারেননি বলেই দাবি শ্রীরামপুরের সাংসদের। যদিও পালটা মহুয়ার তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পুরীর পদপিষ্টের ঘটনায় শোকপ্রকাশ খাড়গের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন ঃ পুরীতে জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি গুন্ডিচা মন্দিরের সামনে পদপিষ্টের ঘটনায় কড়া নিন্দা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি এদিন জানান, পুরীতে পদপিষ্টের ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৫০ জন। শুক্রবারের পর রবিবার ফের এধরনের ঘটনা ঘটল। চরম অব্যবস্থার জন্যই এই ঘটেছে। এত বড় উৎসবে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সরকারকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করতে হবে। উল্লেখ্য, জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি, পুরীর গুণ্ডিচা মন্দিরের কাছে রবিবার ভোরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ভোর চারটে ২০ নাগাদ ওই পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদের শনাক্ত করা গিয়েছে। মৃত তিনজনের নাম বাসন্তী সাহু, প্রেমকান্ত মোহান্তি এবং প্রভাতী দাস। তাঁরা সকলেই ও।শির খুরদা জেলার বাসিন্দা।

কসবা কাণ্ডে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন জাতীয় মহিলা কমিশনের

কলকাতা, ২৯ জুন (হি.স.) ়কেঃদ্রীয ়সংস্থা জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফেও এক মহিলা প্রতিনিধি দল রবিবার সেখানে গেলে পুলিশের ভূমিকায ়কাজে বাধাদানের অভিযোগ রয়েছে। এই নিযে ়ফের শোরগোল বাধে। কাজেই পুলিশের ভূমিকা নিযে ়প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের অবস্থান দক্ষিণ কলকাতার কসবা থানা এলাকায। সেখানে রবিবার সকালের দিকে আইন কলেজ পরিদর্শনে জাতীয ়মহিলা কমিশনের দলের নেতৃত্বে ছিলেন চেয়ারপার্সন অর্চনা মজুমদার। তাঁর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট দলের প্রতিনিধিরা সশরীরে হাজির হয়েছেন। পুলিশের কড়া প্রহরা যদিও মোতাযেন ছিল। পরিদর্শনকালে ঘটনাস্থলে যেতে চান প্রতিনিধিরা। এতে আপত্তি জানান কর্তব্যরত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা। তাদের বক্তব্য 'ক্রাইম সিন' - অপরাধস্থলে কোনওমতেই যেতে দেওযা ়যাবে না। যদিও ইতিমধ্যেই ফরেন্সিক দল সেখানে পরিদর্শন করেছেন এবং অনুসন্ধানে যাবতীয় তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ করে।

নাগরিকদের বাড়ির তালিকা তৈরীর কাজ শুরু হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুন ঃ জনগণনার প্রথম পর্বের অংশ হিসেবে আগামী বছরের পয়লা এপ্রিল থেকে দেশজুড়ে নাগরিকদের যে বাড়ির তালিকা তৈরীর কাজ শুরু হবে। দেশের জনগণনা কমিশনার এবং রেজিস্টার জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ন অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এই রাজ্য সরকারকেও চিঠি দিয়েছেন। মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ কে লেখা চিঠিতে গৃহ গণনার কার্যক্রম এর জন্য আগামী বছরের পয়লা এপ্রিলের আগেই রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় তত্ত্বাবধায়ক ও গণনাকারী নিয়োগ করে তাদের মধ্যে কাজ বন্টন করার কথা জানানো হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই কাজের জন্য দেশজুড়ে ৩৪ লক্ষ গণনাকারী এবং সুপারভাইজার ও প্রা. দেড় লক্ষ আদমশুমারি কর্মী নিয়োগ করা হবে। উল্লেখ্য এই প্রথমবার জনগণনার সাথে জাতিগত জনগণনা করা হবে। এর আগে ২০১১ সালে দেশে শেষ বার জনগণনা হয়েছিল।

কসবা কাণ্ডে 'বির্তকিত মন্তব্য, মদনকে শোকজ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুন ঃ কসবার আইন কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে যখন তদন্ত ক্রমশ এগোচ্ছে, সেসময় 'বির্তকিত মন্তব্য করে বসেছিলেন শাসকদলের বিধায়ক মদন মিত্র। তাঁর সেই মন্তব্য দলের ভাবমূর্তি খারাপ করেছে - এই যুক্তি দেখিয়ে কামারহাটি বিধায়ককে শোকজ করল তৃণমূল। রবিবার তাঁকে শোকজের চিঠি পাঠিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। তিনদিনের মধ্যে তাঁকে কারণ দর্শাতে হবে।

আইন ছাত্রীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনার অভিযোগ পেয়ে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয়ভাবে পদক্ষেপ করেছে। ১২ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনি ধারায় মামলা চলছে। কলকাতা পুলিশের তরফে সিট তৈরি হয়েছে। এদিকে, ছাত্রীর নিরাপত্তায়ও বাড়তি নজর দিয়েছে পুলিশ। শাসকদলের একেক জন নেতানেত্রী থেকে শুরু করে ছাত্র সংগঠন রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। একইসঙ্গে দোষীদের

কঠোরতম শাস্তি এবং সুবিচারের কথা জানিয়েছেন তাঁরা।

এই পরিস্থিতি শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র একটি বেফাঁস মন্তব্য করে ফেলেন। নির্যাতিতা ছাত্রী সন্ধ্যার পর ক্যাম্পাসে কেন ছিল, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। স্বভাবতই এমন স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে এহেন মন্তব্য যথেষ্ট বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তা নজরে আসামাত্রই দলের তরফে বিধায়ককে শোকজ করা হল। শোকজের চিঠিতে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি স্পষ্ট লিখেছেন, আপনার অযাচিত, অপ্রয়োজনীয়, অসংবেদনশীল মন্তব্য দলের ভাবমূর্তিকে যারপরনাই আঘাত করেছে। একইসঙ্গে আপনার মন্তব্য দলের কঠোর অবস্থানের বিরুদ্ধাচরণ করছে।দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের এই আচরণের জন্য দল তিনদিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছে। উল্লেখ্য, কসবার ঘটনা দিয়ে তৃণমূলের দুই জনপ্রতিনিধি মদন মিত্র ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিতর্কিত মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে শুক্রবার রাতেই সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তার পাল্টাও দেন দু'জন। আর রবিবার দুপুরে শোকজের চিঠি পাঠানো হল মদন মিত্রকে।

বঙ্গোপসাগরে চোখ রাঙাচ্ছে নিম্নচাপ! রাজ্যে ভারী-অতিভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা

দুরন্ত বাতা, কলকাতা, ২৯ জুন ঃ ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গে। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ। বাংলাদেশ ও সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে অবস্থান। যা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে ওড়িশার দিকে এগোবে। তার প্রভাবেই প্রবল বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ভিজবে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গও।হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আজ রবিবার দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ ছিল। রবিবার থেকে মঙ্গলবারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। পাঁচ জেলায় অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় অতিভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। কিছু কিছু অংশে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, পুরুলিয়ায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টি হতে পারে ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুই এক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার পশ্চিমের জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই বাড়বে। পাঁচ জেলাতে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা। আজ কলকাতার আকাশ মূলত মেঘলা ছিল। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জার ছিল। আজ সোমবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আজ শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.৭ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৬ ডিগ্রি। গতকাল শহরে বৃষ্টি হয়েছে ১৮.৬ মিলিমিটার।দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি বৃষ্টিতে ভাসতে পারে উত্তরের জেলাগুলিও। রবিবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলাতেই ছিল। উপরের দিকে জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। কোথাও কোথাও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস বইতে পারে। সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার উপরের তিন জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। মঙ্গলবার দার্জিলিং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ইরানের বিদেশমন্ত্রীকে ফোন জয়শংকরের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন ঃ ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির পর শুক্রবার ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে কথা বললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। শুক্রবারই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একথা জানিয়েছেন জয়শংকর। ইরানের বিদেশমন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করতে আগামীদিনে কীভাবে অগ্রসর হবে দুই দেশ সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এছাড়া ইজরায়েলের সঙ্গে সাম্প্রতিক সংঘর্ষে ইহুদি দেশটির পাশাপাশি মার্কিন আগ্রাসনের কথাও জয়শংকরকে জানিয়েছেন আরাঘাচি। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, ইরানের বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরকে তেহরানের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের পাশাপাশি ইরানের উপর আক্রমণেরও নিন্দা জানিয়েছেন আরাঘাচি। এখানেই থেমে না থকে, বিশ্বমঞ্চে ইরানের উপর এই হামলা নিয়ে আলোচনা করারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, জয়শংকরও দু'দেশের যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। একইসঙ্গে ভারত-ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে তেহরানের প্রচেষ্টারও তিনি প্রশংসা করেছেন। অপারেশন সিন্ধু চলাকালীন ইরান যেভাবে নয়াদিল্লির পাশে থেকেছে, সেই বিষয়টিকেও কুর্নিশ জানিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। উল্লেখ্য, ইরান এবং ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইরানে আটকে থাকা ভারতীয় পড়ুয়াদের নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছিল। এরপরই যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধার করতে ' সিন্ধু' শুরু করে নয়াদিল্লি। বিদেশ মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২৭ জুন পর্যন্ত ৪ হাজার ৪১৫ জন ভারতীয় নাগরিককে ইরান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

রথযাত্রা

পুরীতে গুন্ডিচা মন্দিরের কাছে পদপিষ্ট হয়ে মৃত ৩

পুরী, ২৯ জুনঃ রথযাত্রার পুরীতে ফের চূড়ান্ত অব্যবস্থা। ভিড় সামলাতে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। যার জেরে ফের পদপিষ্টের ঘটনা। এবার জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি গুন্ডিচা মন্দিরের সামনে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৩ পুণ্যার্থীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আরও অন্তত ৫০ জন আহত।

স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন সূত্রে ওয়া খবরে জানা গিয়েছে, রবিবার ভোর সাড়ে চারটে থেকেই গুন্ডিচা মন্দিরের কাছে ভি।ড় জমানো শুরু করেন পুণ্যার্থীরা। রীতি অনুযায়ী, আজই প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথ থেকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। তার আগে প্রভু জগন্নাথদেবকে রথে আসীন অবস্থায় দেখার জন্যই হাজার হাজার মানুষ সংকীর্ণ পরিসরে জমায়েত করেন। ওই পরিস্থিতিতে মন্দিরের কাছে রীতি পালনের সামগ্রী ভর্তি গাড়ি এসে পৌছলে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। ভেঙে যায় ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি ব্যারিকেড। তৈরি হয় পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতি। পুলিশ জানিয়েছে, ভোর চারটে ২০ নাগাদ ওই পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদের সনাক্ত করা গিয়েছে। মৃত তিনজনের নাম বাসন্তী সাহু, প্রমকান্ত মোহান্তি এবং প্রভাতী দাস। সকলেই ওড়িশার খুরদা জেলার বাসিন্দা। স্থানীয়দের দাবি, ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করেনি প্রশাসন। পুলিশকর্মীর সংখ্যাও ছিল অপ্রতুল। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ওড়িশার আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন। তিনি জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণ জানতে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাদের গাফিলতিতে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, তাঁদের কড়া শাস্তি পেতে হবে।

এর আগে গত শুক্রবারও রথযাত্রার সময় পদপিষ্টের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এমনকী সময়মতো রথ পৌঁছতে না পারায় যাত্রা স্থগিতও করে দিতে হয়। রবিবার ভোরেই ফের পদপিষ্টের পরিস্থিতি। তাতে আবার ৩ জনের মৃত্যু। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সরকার অবশ্য পুরো বিষয়টির জন্য ভিড়কেই দায়ী করছে। ওড়িশার আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন দাবি করেছেন, ভালো আবহাওয়া থাকায় অন্যান্য বছরের থেকে দে।গুণ বেশি মানুষ এবার পুরীতে এসেছেন। তাই ভিড় নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা হয়েছে।

আজ রাজ্যের সমবায় মন্ত্রীদের মন্থন বৈঠক, সভাপতিত্ব করবেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের সমবায় মন্ত্রক সোমবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে রাজ্য,কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমবায় মন্ত্রীদের একটি মন্থন বৈঠক আয়োজন করেছে। এই মন্থন বৈঠক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে। এই কর্মসূচিতে সকল রাজ্যকেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমবায় মন্ত্রী এবং সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবপ্রধান সচিবসচিবরা অংশগ্রহণ করবেন। এই মঞ্চ সমবায় ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার জন্য অগ্রগতির সমীক্ষা, বিভিন্ন ভাবনার আদানপ্রদান ও ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি তৈরি করার সুযোগ গড়ে তুলবে। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)। পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, এই মন্থন বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য হল, সমবায় মন্ত্রককে এখনও পর্যন্ত যত উদ্যোগ এবং প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেগুলির সামগ্রিক সমীক্ষা। তাছাড়া, এখনও পর্যন্ত নেওয়া প্রকল্পগুলির অগ্রগতির মূল্যায়ন করা এবং রাজ্য,কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির অভিজ্ঞতা, শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ এবং সৃষ্টিশীল উপদেশের আদানপ্রদান সুনিশ্চিত করা। এই মন্থন বৈঠক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর 'সমবায় থেকে সমৃদ্ধি' - এই দৃষ্টিকোণকে সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মিলিত ধারণা এবং সমন্বিত রণকৌশল বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করবে। এই মন্থন বৈঠকে ২ লক্ষ নতুন বহু উদ্দেশ্যসাধক প্রাথমিক কৃষিঋণ সমিতি (প্যাকস), ডেয়ারি এবং মৎস্য সমবায় সমিতিগুলি স্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে, যা গ্রামীণ পরিষেবা বিতরণকে প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই মন্থন বৈঠকে সমবায় ক্ষেত্রে বিশ্বের সর্ববৃহ খাদ্যশস্য গুদামজাতকরণ প্রকল্প নিয়েও আলাপ-আলোচনা করা হবে। এর উদ্দেশ্য খাদ্য সুরক্ষা শক্তিশালী করা এবং কৃষকদের ক্ষমতায়ন। এর পাশাপাশি, 'সমবায়ের সহযোগিতা অভিযান' এবং 'আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ, ২০২৫'-এর অন্তর্গত রাজ্যগুলির অগ্রগতি, সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা হবে। তিনটি নতুন বহু রাজ্য জাতীয় সমবায় সংস্থা, জাতীয় সমবায় রপ্তানি লিমিটেড (এনসিইএল), জাতীয় সমবায় অর্গ্যানিক্স লিমিটেড (এনসিওএল) এবং ভারতীয় বীজ সমবায় সমিতি লিমিটেড (বিবিএসএসএল)-এ রাজ্যগুলির অংশীদারিত্ব নিয়ে সমীক্ষা করা হবে। পাশাপাশি, ' বিপ্লব ২.০' আর ভারতের ডেয়ারি ক্ষেত্রে 'সার্কুলারিটি অ্যান্ড সাসটেনেবিলিটি'-র ধারণাগুলি আত্মিকরণ ও আত্মনির্ভরতা অভিযানের অন্তর্গত ডালশস্য ও ভুট্টা উপাদক কৃষকদের জন্য সহায়ক মূল্য নিয়ে আলোচনা হবে। বহু উদ্দেশ্যসাধক প্রাথমিক কৃষিঋণ সমিতিগুলি এবং রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সমবায় সমিতিগুলিকে নিবন্ধীকৃত করার কার্যালয় (আরসিএস)-গুলিকে কম্পিউটারচালিত করার মতো ডিজিটাল পরিবর্তন সম্পর্কিত উদ্যোগগুলিকেও সমীক্ষা করা হবে। বিশেষভাবে, জাতীয় সমবায় ডেটাবেস এবং তার নীতি নির্মাণের উপযোগীতার ওপর আলোকপাত করা হবে। বিশেষ করে ত্রিভুবন সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নিরিখে এই মন্থন বৈঠকে সমবায় ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা হবে। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা সমবায় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সশক্তিকরণের জন্য গ্রহণ করা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হবে।

বিজেপির বি টিম তকমা ঘোচাতে মরিয়া! ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে যোগাযোগের কথা মানলেন ওয়েইসি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন ঃ বিজেপির বি টিম তকমা সরাতে মরিয়া আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। এই প্রথমবার হায়দরাবাদের সাংসদ সরাসরি ইন্ডিয়া জোটে শামিল হওয়ার আর্জি জানালেন। বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোটের ব্যানারে লড়াই করার ইচ্ছাপ্রকাশ করলে ওয়েইসির দল। সূত্রের দাবি, এআইএমআইএম-কে মহাজোটে শামিল করার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে আরজেডি। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওয়েইসি বলছেন, বিহারে এনডিএ ফের ক্ষমতায় আসুক সেটা আমরা চাই না। আমরা মহাজোটের কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বলেছি। আমার দলের রাজ্য সভাপতি আখতারুল ইমাম জোট নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জোট প্রস্তাব দিয়েছেন। যদিও কংগ্রেস ও আরজেডির উপর পরোক্ষে চাপ সৃষ্টিরও চেষ্টা করেছেন হায়দরাবাদের সাংসদ। ওয়েইসির বক্তব্য, এবার পুরো সিদ্ধান্ত সেই সব দলের যারা এনডিএ বিরোধী। ওরা যদি আমাদের হাত ধরতে রাজি থাকে তাহলে একসঙ্গে লড়াই হবে। নাহলে আমরা সব আসনে লড়তে রাজি আছি। ২০২০ বিধানসভায় বিহারে আচমকায় শক্তিশালী পক্ষ হিসাবে উঠে আসে এআইএমআইএম। সীমাঞ্চল এলাকায় ৫টি বিধানসভা আসনে জয়ী হয় ওয়েইসির দল। একাধিক আসনে তাঁদের প্রাপ্ত ভোটেই হারজিতের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যদিও পরে এআইএমআইএম-এর পাঁচ বিধায়কের চারজনই আরজেডিতে যোগ দেন। একমাত্র অবশিষ্ট বিধায়ক আখতারুল ইমামই এখন মিমের রাজ্য সভাপতি। তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন, আমরা আরজেডির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। বিহার বিধানসভায় একসঙ্গে লড়তে আমরা আগ্রহী।

সূত্রের দাবি, এআইএমআইএমকে ইন্ডিয়া জোটে নিলে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে সুবিধা হবে সেটা মানেন তেজস্বী যাদবও। কংগ্রেসও ওয়েইসির দলকে জোটে নিতে মোটামুটি রাজি। সমস্যা হল বাম দলগুলিকে নিয়ে। তারা আদর্শগত জায়গা থেকে কোনওভাবেই এআইএমআইএম-কে জোটে নিতে নারাজ। তাছাড়া আসন সমঝোতার ক্ষেত্রেও সমস্যার জায়গা আছে। এআইএমআইএম সীমাঞ্চলে মুসলিম অধ্যুষিত ২৪ আসনে লড়তে চায়, সেখানে আরজেডি ৮-৯টির বেশি আসন ছা।তে নারাজ। আবার যে আসনগুলিতে এআইএমআইএম লড়তে চাইছে, সেগুলি কংগ্রেসের আসন। তবে মতাদর্শগত সমস্যা মিটে গেলে আসন সমঝোতাটা সমস্যার কারণ হবে না বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

পাকিস্তানে আত্মঘাতী জঙ্গি হামালার ঘটনায় ভারতকে কাঠগড়ায় তুলল ইসলামাবাদ, পাল্টা জবাব নয়াদিল্লির

নয়াদিল্ল, জুন ঃ শনিবার জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত হয়েছে পাকিস্তান। এবার সেই ঘটনার জন্য ভারতকে দায়ী করল ইসলামাবাদ। পাকিস্তান জানিয়েছে, এই হামলার নেপথ্যে ভারতের হাত রয়েছে। যদিও ইসলামাবাদের এই দাবি খণ্ডন করে পাল্টা বিবৃতি দিয়েছে নয়াদিল্লি।

রবিবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক্স হ্যান্ডেলে ওই বিবৃতিতে লেখেন, '২৮ জুন ওয়াজিরিস্তান জেলায় যে জঙ্গি হামলা হয়েছে, সেই ঘটনায় পাকিস্তান সেনা ভারতকে দায়ী করেছে। ইসলামাবাদের এই দাবির আমরা কড়া নিন্দা জানাই এবং তা প্রত্যাখান করছি।' শনিববার পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের উত্তর ওয়াজিরিস্তান জেলায় একটি বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি সেনা কনভয়ে ধাক্কা মারে। মৃত্যু হয়েছে ১৬ জন জওয়ানের। সাধারণ বাসিন্দা-সহ আহত হয়েছেন ২৯ জন। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) শাখা সংগঠন হাফিজ গুল বাহাদুর। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের মাথাব্যাথার অন্যতম বড় কারণ এই আফগানিস্তানের মদতপুষ্ট টিটিপি জঙ্গি। খাইবার পাখতুনখোয়া, বালুচিস্তান-সহ পাক-আফগান সীমান্ত এই জঙ্গিদের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। সেখান থেকে প্রায়শই পাক সেনাবাহিনীর উপর চলে মারণ হামলা। এদিকে, এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে দিয়ে গিয়েছে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর বা সিপিইসি। সেখানেও চিনা আধিকারিকদের উপর বহুবার হামলা চালিয়েছে এই জঙ্গিরা। ওই অঞ্চলে লাগাতার জঙ্গি হামলায় ধাক্কা খেয়েছে পাকিস্তানের অর্থনীতিও।

উত্তরাখণ্ডে অতিবৃষ্টির আশঙ্কা, একদিনের জন্য বন্ধ চারধাম যাত্র

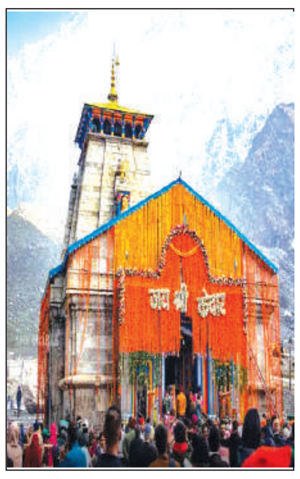

উত্তরকাশীঃপ্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ। আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল চারধাম তীর্থযাত্রা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। শনিবার গভীর রাতে উত্তরকাশীর বারকোটে মেঘভাঙা বৃষ্টির ফলে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত বলেই জানিয়েছেন গাড়োয়াল বিভাগের ডিভিশন কমিশনার।তিনি জানান, যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে হরিদ্বার, ঋষিকেশ, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, সোনপ্রয়াগ ও বিকাশনগর সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান থেকে আপাতত চারধাম যাত্রা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ ও প্রশাসনকে এই নির্দেশ দ্রুত কার্যকর করার জন্য বলা হয়েছে।উল্লেখ্য, শনিবার রাতেই যমুনোত্রী মন্দির সংলগ্ন বারকোট এলাকায় হঠা মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হ।পা বান নামে। ওই এলাকায় রাস্তার কাজ করছিলেন কিছু শ্রমিক, যাঁরা কাছেই তাঁবু খাটিয়ে ছিলেন। দুর্যোগের পর থেকে তাঁদের খোঁজ মেলেনি। এখন পর্যন্ত ৯ জন শ্রমিক নিখোঁজ বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হযেছে। তাদের হড়পা বানের জলে ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধারকাজে নেমেছে ষ্কত্বঙক্স ও অন্যান্য দল।এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে প্রশাসন চারধাম যাত্রার পথে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদেরও আপাতত নিরাপদ স্থানে থাকার অনুরোধ জানিয়েছে। স্থানীয় আবহাওযা বিভাগ জানিয়েছে, রবিবারও উত্তরকাশী, চামোলি, রুদ্রপ্রয়াগ, পিথোরাগ। এবং তেহরির মতো জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে।ঙ্কপর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের উদ্দেশে রাজ্য প্রশাসনের তরফে বারবার সতর্কতা জারি করে বলা হযেছে, প্রয়োজন ছাড়া যাত্রা স্থগিত রাখা হোক। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক ও বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থাগুলিকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। যাত্রা ফের শুরুর বিষয়ে পরবর্তী ঘোষণা আবহাওয়ার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেই নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।চারধাম যাত্রা-যা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষাধিক ভক্ত ও পর্যটকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে-এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে বারবার বিপদের মুখে পড়ে। এই কারণে প্রশাসন আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হচ্ছে।রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হযেছে, যাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনওভাবেই যাত্রা ফের চালু করা হবে না। প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে রাস্তা ধস বা নদী-ঝোরার জল বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা।ঙ্কতীর্থযাত্রীদের অনুরোধ করা হযেছে সরকারি নির্দেশ মেনে চলতে এবং কোনও গুজবে কান না দিতে। আবহাওয়া ও উদ্ধার কাজের উন্নতি হলে পুনরায় যাত্রা চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আপাতত একদিনের জন্য চারধাম যাত্রা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকছে।

সাঁতারু মাইকেল ফেলপসের জন্মদিন

কলকাতা, ২৯ জুন ঃ মাইকেল ফ্রেড ফেলপস, যিনি মাইকেল ফেলপস নামেই পরিচিত। তিনি একজন প্রাক্তন আমেরিকান সাঁতারু। তিনি অলিম্পিক ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পদক জিতেছেন, যার মধ্যে ২৩টি স্বর্ণপদক আছে। তিনি ২০০৪, ২০০৮, ২০১২ এবং ২০১৬ সালের অলিম্পিকে অংশ নিয়েছিলেন।তিনি ১৯৮৫ সালের ৩০ জুন বাল্টিমোর, মেরিল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর বাল্টিমোর অ্যাকোয়াটিক ক্লাবে যোগদানের পর তিনি সাঁতারের প্রতি আগ্রহী হন।তিনি মোট ২৮টি অলিম্পিক পদক জিতেছেন, যা অলিম্পিক

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নয়নের বার্তা নিয়ে উত্তরপ্রদেশ সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

উত্তরপ্রদেশঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আসন্ন উত্তরপ্রদেশ সফর রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে এক নতুন গতির সঞ্চার ঘটাতে চলেছে। , ৩০ জুন থেকে শুরু হচ্ছে তাঁর এই দুদিনের সরকারি সফর, যা ১ জুলাই পর্যন্ত চলবে। সফরসূচিতে রয়েছে বরে।লি ও গোরক্ষপুরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, যেখানে রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন করবেন বিভিন্ন অবকাঠামো ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রকল্প এবং সভাপতিত্ব করবেন দুটি উল্লেখযোগ্য সমাবর্তনে। এই সফর শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ভূমিকার পালন নয়, বরং দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারী ক্ষমতায়নের প্রতিও এক গভীর দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। রাষ্ট্রপতির সফরের সূচনা হবে ৩০ জুন, রবিবার। তিনি প্রথমে পৌঁছাবেন বরে।লিতে, যেখানে তিনি ভারতীয় পশুচিকিসা গবেষণা ইনস্টিটিউটের (IVRI) একাদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। দেশের পশু চিকিসা ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব অপরিসীম। রাষ্ট্রপতির উপস্থিতি সেখানে নিঃসন্দেহ শিক্ষার্থীদের কাছে অনুপ্রেরণার উস হবে এবং প্রতিষ্ঠানটির আন্তর্জাতিক মানোন্নয়নের যাত্রাপথে নতুন মাইলফলক স্থাপন করবে। বরেড়িল সফরের পর রাষ্ট্রপতি সরাসরি রওনা দেবেন পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শহর গোরক্ষপুরের উদ্দেশে। এখানেই অনুষ্ঠিত হবে গোরক্ষপুরের প্রথম সমাবর্তন। দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সমূহের গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। গোরক্ষপুরে -এর আত্মপ্রকাশ এবং এখন তার প্রথম ব্যাচের উত্তরণ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর মুখ থেকে এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের উদ্দেশে বার্তা নিঃসন্দেহে তাঁদের দায়িত্ববোধকে আরও তীব্র করবে। গোরক্ষপুর শুধু চিকিৎসা পরিষেবা নয়, পূর্ব ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ব। স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।সফরের দ্বিতীয় দিন, অর্থা ১ জুলাই রাষ্ট্রপতি আরও একটি ঐতিহাসিক উদ্যাপনে অংশ নেবেন- গোরক্ষপুরে মহাযোগী গুরু গোরক্ষনাথ আয়ুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন। আয়ুষ (আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধ এবং হোমিওপ্যাথি) চিকিসাব্যবস্থার গুরুত্ব বাড়ছে গোটা দেশে। প্রাচীন ভারতীয় চিকিসাশাস্ত্র এবং বিকল্প চিকিসা পদ্ধতির প্রতি মানুষের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে, এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় সেই চাহিদাকে সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক কাঠামো দিতে সহায়তা করবে।ঙ্করাষ্ট্রপতি শুধু বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধনেই থেমে থাকছেন না। তাঁর হাত দিয়েই গোরক্ষনাথ আয়ুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম, একাডেমিক ব্লক ও পঞ্চকর্ম কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং ছাত্রী হোস্টেলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সম্পন্ন হবে। এই সমস্ত প্রকল্প একদিকে যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে নারীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করবে, যা দীর্ঘমেয়াদে নারী ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করবে।উল্লেখযোগ্যভাবে, এই সফর শুধুই আনুষ্ঠানিকতায় আটকে নেই। এর মধ্যে রয়েছে স্পষ্ট একটি বার্তা-উন্নয়ন শুধু পরিকাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভবিষ্যতমুখী। নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিসেবা, বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থার স্বীকৃতি এবং পশু চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুণগত মানের উন্নয়ন, এই সবই রাষ্ট্রপতির সফরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জ।তি। দ্রৌপদী মুর্মু নিজে একজন আদিবাসী নারী হিসেবে বারবার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাকে মানুষের ক্ষমতায়নের সঙ্গে যুক্ত করে তুলে ধরেছেন, এবং এই সফর তারই প্রতিচ্ছবি।স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলেছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, বরে।লি ও গোরক্ষপুর-দু'জায়গাতেই নিরাপত্তার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রুটমার্চ, নিরাপত্তা মহ।া, ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে রাষ্ট্রপতির সফর নির্বিঘ্ন ও সুষ্ঠু হোক।এই সফরের মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশের পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ দুটি অঞ্চলে রাষ্ট্রপতির সরাসরি উপস্থিতি নিশ্চিত হচ্ছে, তেমনি রাজ্যের সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীসমাজ পাচ্ছেন এক দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়নের সাক্ষী হওয়ার সুযোগ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর এই সফর নিঃসন্দেহে উত্তরপ্রদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং আগামী দিনের জন্য রেখে যাবে এক শক্তিশালী বার্তা-উন্নয়ন তখনই সার্থক, যখন তা সকলের কাছে পৌঁছায় এবং সমাজের প্রতিটি স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে।এই সফর একাধারে রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন, অন্যদিকে দেশের ভবিষ্যতের প্রতিই এক আন্তরিক দায়বদ্ধতার প্রকাশ। নারী শিক্ষার উন্নয়ন, প্রাচীন চিকিসাশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিকীকরণ ও

উত্তরকাশীতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে নিখোঁজ ৯ শ্রমিক, হড়পা বানের আশঙ্কা

উত্তরকাশী,২৯জুনঃউত্তরাখণ্ডে ফের প্রাকৃতিক দুর্যোগের থাবা। উত্তরকাশীর বারকোট এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে হড়পা বান নেমে নিখোঁজ হয়ে গেলেন অন্তত ৯ জন শ্রমিক। শনিবার গভীর রাতে এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যমুনোত্রী মন্দিরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।স্থানীয় সূত্রে খবর, যমুনোত্রী যাওয়ার রাস্তার সম্প্রসারণের কাজ চলছিল সেই এলাকায। রাস্তার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বেশ কিছু শ্রমিক, যাঁরা কাজের জায়গার কাছেই তাঁবু খাটিয়ে অস্থায়ীভাবে বাস করছিলেন। শনিবার রাতের দিকে আচমকাই আকাশ ভেঙে নামে প্রবল বৃষ্টি।ঙ্কবৃষ্টির তীব্রতা এতটাই ছিল যে পাহাড়ি ঝোরাগুলি মুহূর্তে ফুলে-ফেঁপে ওঠে এবং হড়পা বান নামে। সেই বানেই ভেসে যেতে পারেন তাঁরা-এই আশঙ্কা থেকেই শুরু হয়েছে জোরদার তল্লাশি অভিযান। প্রশাসনের তরফে SDRF ও স্থানীয় পুলিশবাহিনী ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজে নেমেছে। রাত থেকেই তল্লাশি চালানো হলেও এখনও পর্যন্ত নিখোঁজদের কোনও খোঁজ মেলেনি।উত্তরকাশী প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিযেছেন, যেহেতু ঘটনাটি মধ্যরাতে ঘটেছে, তাই প্রত্যক্ষদর্শীর সংখ্যা খুব কম। তবে এলাকার ভূপ্রকৃতি এবং নদী-ঝোরা প্রবাহ অনুসারে আমরা আন্দাজ করছি, হড়পা বানে শ্রমিকদের তাঁবু ভেসে যেতে পারে।আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকেও আগাম সতর্কতা জারি করা হয়েছিল পাহাড়ি জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে। শনিবার রাতে সেই আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হয়েছে বারকোটে।নিখোঁজ শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই বাইরের রাজ্য থেকে আগত পরিযায়ী শ্রমিক বলে জানা গেছে। তাঁদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনার পর আতঙ্কে রয়েছে আশেপাশের অন্যান্য শ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দারা।উদ্ধারকর্মীরা জানাচ্ছেন, আবহাওয়া পরিস্থিতি এবং বিপজ্জনক ভূপ্রকৃতির কারণে উদ্ধারকাজে বিঘ্ন ঘটছে। তবে যত দ্রুত সম্ভব নিখোঁজদের সন্ধানে তৎপরতা চালানো হচ্ছে।ঙ্করাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শোকপ্রকাশ করেছেন এবং দ্রুত উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।এই দুর্ঘটনা ফের একবার তুলে ধরল পাহাড়ি অঞ্চলে কাজের সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি প্রশাসন ও নির্মাণকারী সংস্থার আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা। হড়পা বান ও মেঘভাঙা বৃষ্টির মত বিপদ আগাম সতর্কতা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, আবহাওয়া অনুকূল থাকলে রবিবার সকাল থেকে ড্রোন ব্যবহার করে তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে। নিখোঁজ শ্রমিকদের পরিবারকে দ্রুত সাহায্য ও সহানুভূতির আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে বলে খবর সূত্র থেকে মনে করা হয়।

কলকাতায় ফিরলেন রাজ্যের হজযাত্রীরা, বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা নিয়ে হাজির মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ২৯ জুন ঃ মক্কা ও মদিনা'তে ৪৪ দিন কাটিয়ে এবং হজ যাত্রা সম্পন্ন করে প্রথম পর্যায়ে কলকাতায় ফিরলেন এ রাজ্যের ৩২১ জন হজযাত্রী। শনিবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন বাংলার হাজিরা। এদিকে, হাজিদের শুভেচ্ছা জানাতে দমদম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে হাজির রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। কুশল বিনিময় করেন - পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান, রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান , সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা উন্নয়ন দপ্তরের সচিব পি বি সালিম, কমিশনার শাকিল আহমেদ, সচিব ওবাইদুর রহমান, কলকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম মাওলানা শফিক কাসেমী, রাজ্য হজ কমিটির সদস্য কুতুবুদ্দিন তরফদার, হুগলির জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ শামীম আহমেদ, এ কে এম ফারহাদ, কামরুল হুদা প্রমুখ। এদিন, হজ রাজ্য কমিটির পক্ষে জানানো হযেছে, চলতি বছরে সাড়ে ৮ হাজারের অধিক হজযাত্রী চলতি বছরের এই পর্বে হজ যাত্রার উদ্দেশ্যে সেখানে রওনা হন। ১৫ দিন ধরেই ফেরার পর্ব চলবে।

ল কলেজের ইউনিয়ন রুমের সামনে বসছে সিসিটিভি

কলকাতা, ২৮ জুন ঃসাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের ইউনিয়ন রুমের সামনে সিসিটিভি লাগানো হচ্ছে। মূলত ইউনিয়ন রুম এবং তারপরে নিরাপত্তা আধিকারিকদের ঘর, দুটি জায়গাকেই নিরাপদ করার জন্য এই সিসিটিভি লাগানো হচ্ছে।ইতিমধ্যেই এই দুটি ঘরকে সিল করেছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশের তরফেই সিসিটিভি লাগানো হচ্ছে। কলেজে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে পুলিশের তরফে। ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় ইতিমধ্যেই তোলপাড় প।ছে গোটা শহর। ইতিমধ্যেই চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নির্যাতিতার মেডিক্যাল টেস্টও করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, শুক্রবার থেকেই খাস দক্ষিণ কলকাতার আইন কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগে উত্তাল সারা রাজ্য। আর

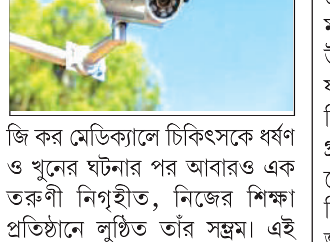

জি কর মেডিক্যালে চিকিৎসকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর আবারও এক তরুণী নিগৃহীত, নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লুণ্ঠিত তাঁর সম্ভ্রম। এই ঘটনায় শুক্রবারই কসবা থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় মূল অভিযুক্ত তৃণমূলকর্মী সহ ৩ জনকে। ধৃত তিন জনের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। শনিবার সেই মোবাইল ফোন থেকেই ওই গণধর্ষণের ভিডিও পাওয়া গিয়েছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে। ধৃত ১ জনের মোবাইল থেকে মিলেছে নির্যাতনের ভিডিও।

তিন ফরম্যাটেই শতরান করা ভারতের প্রথম মহিলা ক্রিকেটার

কলকাতাঃভারতীয় নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন স্মৃতি মান্ধানা। গত শনিবার ট্রেন্ট ব্রিজে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে মাত্র ৫১ বলে সেঞ্চুরি করে নজির গড়লেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৬২ বলে ১১২ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোরের রেকর্ড নিজের নামে করে নিলেন এই বাঁ-হাতি ওপেনার।এই সেঞ্চুরির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই শতরান করার বিরল কীর্তি অর্জন করলেন মান্ধানা। ভারতের প্রথম এবং বিশ্বের মাত্র পঞ্চম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে এই সম্মান অর্জন করলেন ২৮ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।এই ইনিংসে ছিল ১৫টি চতুষ্কোণ ও ৩টি দৃষ্টিনঃদন ছক্কা। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ইংল্যান্ডের বোলিং আক্রমণকে বিধ্বস্ত করে দেন তিনি। সতীর্থ ব্যাটারদের সহযোগিতায় ভারত গড়ে তোলে এক বিশাল স্কোর, যার নেতৃত্বে ছিলেন স্মৃতিই।তিন ফরম্যাটে শতরানের তালিকায় মান্ধানার নামটেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি -এই তিন ফরম্যাটেই শতরান করার কৃতিত্ব এতদিন পর্যন্ত ছিল কেবল চার জন মহিলার।ইংল্যান্ডের হিদার নাইটইংল্যান্ডের ট্যামি বাউমন্টদক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্টঅস্ট্রেলিয়ার বেথ মুনিএবার সেই তালিকায় যুক্ত হল ভারতের স্মৃতি মান্ধানার নাম।মান্ধানার শতরান সংখ্যাটেস্ট, ২টি শতরানওয়ানডেঃ১১টি শতরানটি-টোয়েন্টি ১টি (এই ম্যাচেই)এই শতরানটি মান্ধানার টি-টোয়েন্টি কেরিয়ারের প্রথম হলেও তা নিঃসন্দেহে স্মরণীয় হয়ে থাকল ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য।ভাঙলেন হারমানপ্রিতের রেকর্ডঙ্কটি-টোয়েন্টিতে ভারতীয় দলের হয়ে সর্বোচ্চ স্কোর এতদিন ছিল হারমানপ্রিত কৌরের দখলে। ২০১৮ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১০৩ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। এবার সেই রেকর্ডও অতিক্রম করলেন স্মৃতি মান্ধানা, করে ফেললেন ১১২ রান। ভারতীয় নারী দলে টি-টোয়েন্টিতে শতরানের ক্লাবে এখন কেবল দু'জন ক্রিকেটার-হারমানপ্রিত এবং মান্ধানা।ক্রিকেটবিশ্বে প্রশংসার জোয়ারএই ইনিংসের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে প্রশংসার বন্যা বয়ে গিয়েছে স্মৃতিকে ঘিরে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সাবেক ক্রিকেটার, ধারাভাষ্যকার ও সমর্থকরা তাঁর ব্যাটিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিসিসিআই-ও টুইট করে অভিনন্দন জানিয়েছে এই অনন্য কীর্তির জন্য।বিশ্বকাপের আগে বড় বার্তা২০২৪ সালের মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে মান্ধানার এই পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে। তাঁর ফর্মে থাকা মানেই ভারতের টপ অর্ডার আরও মজবুত এবং প্রতিপক্ষের জন্য ভয়ের কারণ।ঙ্কমান্ধানার প্রতিক্রিয়া ম্যাচের পর মান্ধানা বলেন,এই শতরানটি আমার কাছে বিশেষ। আগেও অনেকবার কাছাকাছি পৌঁছেছি, কিন্তু শতরান আসেনি। আজ দলের জন্য অবদান রাখতে পেরে খুব ভালো লাগছে। তিন ফরম্যাটে শতরানের তালিকায় নাম ওঠায় গর্ব হচ্ছে, তবে আমি সব সময় দলের জয়কেই প্রাধান্য দিই।এই ইনিংসের মাধ্যমে শুধু রানই নয়, ভারতীয় নারী ক্রিকেটের প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দুনিয়ার নজর আরও বাড়িয়ে দিলেন স্মৃতি মান্ধানা। তাঁর ব্যাটিং ভারতীয় তরুণীদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেই।

মন কি বাতে যোগ দিবসের উল্লেখ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন ঃ রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাত এ নিজের চিন্তাভাবনা দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন। এটি ছিল তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১২৩-তম পর্ব।এদিন তিনি বলেন, আপনারা সবাই এই সময় যোগের শক্তি এবং 'আন্তজার্তিক যোগ দিবস'-এর স্মৃতিতে পূর্ণ হয়ে রয়েছেন। এইবারও ২১ জুন দেশ ও বিশ্বের কোটি-কোটি মানুষ ' যোগ দিবস'-এর উদযাপনে অংশ নিয়েছেন। আপনাদের মনে থাকবে, দশ বছর আগে এটা শুরু হয়েছিল। এখন দশ বছরে এই প্রক্রিয়া প্রত্যেক বছর আগের থেকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠছে। এটা এই ব্যাপারেরও ইঙ্গিত যে আরও বেশি-বেশি মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে যোগকে গ্রহণ করছেন। আমরা এবার ' যোগ দিবস'-এর কতই না আকর্ষণীয় ছবি দেখেছি। বিশাখাপত্তনমের সমুদ্রতটে তিন লক্ষ মানুষ একসঙ্গে যোগাভ্যাস করেছেন। বিশাখাপত্তনম থেকেই আরও এক অদ্ভুত দৃশ্য সামনে এসেছে, দু' হাজারেরও বেশি আদিবাসী শিক্ষার্থী ১০৮ মিনিট ধরে ১০৮ বার সূর্য নমস্কার করেছে। ভেবে দেখুন, কতটা অনুশাসন আর কতটা সমর্পণ মিশে ছিল এর সঙ্গে। আমাদের নৌবাহিনীর জাহাজেও যোগাভ্যাসের চমকার দৃশ্য দেখা গিয়েছে। তেলেঙ্গানায় তিন হাজার দিব্যাঙ্গ সাথী একসঙ্গে যোগ শিবিরে অংশ নেয়। তাঁরা দেখিয়েছেন যে যোগ কীভাবে সশক্তিকরণের মাধ্যমও হয়ে উঠতে পারে। দিল্লির মানুষ যোগকে স্বচ্ছ যমুনা তৈরির সঙ্কল্পের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং যমুনার তীরে গিয়ে যোগাভ্যাস করেছেন। জম্মু-কাশ্মীরে চেনাব সেতু যা পৃথিবীর সবথেকে উঁচু রেলসেতু, সেখানেও মানুষ যোগাভ্যাস করেছেন। হিমালয়ের তুষারাবৃত শিখর সেখানেও আইটিবিপি-র জওয়ানদের যোগাভ্যাস দেখা গিয়েছে, সাহস আর সাধনা চলেছে একসঙ্গে। গুজরাতের মানুষও এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। ভডনগরে দু হাজার একশো একুশ জন মানুষ একসঙ্গে ভুজঙ্গাসন করেছেন এবং নতুন রেকর্ড তৈরি করেছেন। নিউইয়র্ক, লণ্ডন, টোকিও, প্যারিস - দুনিয়ার সব বড় শহর থেকে যোগাভ্যাসের ছবি এসেছে আর প্রত্যেকটি ছবিতে একটি বৈশিষ্ট ছিল- শান্তি, স্থিরতা আর ভারসাম্য। এবারের থিমও খুব বিশিষ্ট ছিল - যোগা ফর ওয়ান আর্থ, ওয়ান হেলথ অর্থা ' পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য'। এটা কেবল একটা স্লোগান নয়, এ একটা অভিমুখ যা আমাদের 'বসুবৈর্ধ কুটুম্বকম'-এর অনুভব এনে দেয়। আমার বিশ্বাস, এবারের যোগ দিবসের জাঁকজমক আরও বেশি-বেশি মানুষকে যোগকে গ্রহণ করার জন্য নিশ্চিতভাবে অনুপ্রাণিত করবে।

পাকিস্তানি সিম-আইডি সহ যুবক ও নাবালিকার দেহ উদ্ধার, জয়সলমের সীমান্তে রহস্য ও উত্তেজনা

জয়সলমেরঃ ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্তের নিরাপত্তা বলয়ে বড়সড় চাঞ্চল্য। রাজস্থানের জয়সলমের জেলার সাদেওয়ালা এলাকায় ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার ভিতরে এক যুবক ও এক নাবালিকার পচাগলা দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে জোরদার রহস্যের আবরণ ঘনীভূত হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া দেহগুলির পাশ থেকে মিলেছে পাকিস্তানের সিম কার্ড ও একটি পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড), যা গোটা ঘটনায় সন্দেহ আরও ঘনীভূত করেছে।কীভাবে ঘটনার হদিস মিলল?শনিবার বিএসএফের টহলদার বাহিনী জয়সলমের জেলার সাদেওয়ালা সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি পরিত্যক্ত অঞ্চলে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পায়। তক্ষণা স্থানীয় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। যৌথ তল্লাশিতে উদ্ধার হয় দুটি পচাগলা মৃতদেহ-এক যুবকের এবং এক কিশোরীর। দুজনের দেহই ইতিমধ্যেই বিকৃত, অনুমান করা হচ্ছে প্রায় এক সপ্তাহ আগে মৃত্যু হয়েছে।পাকিস্তানি সিম ও আইডি ঘিরে রহস্যঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া পাকিস্তানি মোবাইল সিম ও একটি পরিচয়পত্র ঘিরে তদন্ত আরও গভীর হয়েছে। পুলিশের সূত্র অনুযায়ী, সেই আইডি-তে যুবকের নাম লেখা রয়েছে রবিকুমার (বয়স ১৮ বছর)। যদিও এই নাম আদৌ আসল কিনা, কিংবা কার্ডটি ভুয়ো কিনা, তা এখনই নিশ্চিত নয়। সিম কার্ডটি পাকিস্তানের মোবাইল অপারেটর সংস্থার নামেই রেজিস্টার্ড বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।একাধিক সম্ভাবনার দিক খতিয়ে দেখছে গোয়েন্দারাএই ঘটনায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (BSF), রাজস্থান পুলিশ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাসংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমেছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে-এই দুই ব্যক্তি কি ভিসা নিয়ে বৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল?নাকি বেআইনিভাবে সীমান্ত পেরিয়ে প্রবেশ করে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে?দুজনের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল-পরিবারিক, প্রেমঘটিত, না অন্য কোনও উদ্দেশ্যপ্রসূত?তাদের মৃত্যুর পেছনে কি দুর্ঘটনা, না কি কোনও অপরাধমূলক ষ।যন্ত্র?গোটা ঘটনার সঙ্গে গুপ্তচরবৃত্তি, মাদক বা মানব পাচার চক্র জড়িত কি না?এই প্রশ্নগুলির উত্তর পেতে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে। সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন গোয়েঃদারা। কোনওভাবে এই দুজনের গতিবিধি নজরে পড়েছিল কি না, কেউ চিনত কি না-তা জানার চেষ্টা চলছে।ময়নাতদন্তে অপেক্ষাদেহদুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে স্থানীয় হাসপাতালে। মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট করতে ফরেনসিক বিশ্লেষণও করা হবে। দেহে আঘাতের চিহ্ন, বিষক্রিয়া, শ্বাসরোধ বা গুলির চিহ্ন রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থাঘটনার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় জয়সলমের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিএসএফের নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। নজরদারি ড্রোন ও অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে নিরাপত্তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।প্রশাসনের প্রতিক্রিয়াজস্থান পুলিশের এক আধিকারিক বলেন,এই

পুরুলিয়ায় বাজ পড়ে মৃত্যু, শোকস্তব্ধ কুচিয়া গ্রাম

পুরুলিয়া,২৯জুনঃপুরুলিয়ার বান্দোয়ান ব্লকের কুচিয়া গ্রামে মর্মান্তিক ঘটনা। বাজ পড়ে মৃত্যু হল দুই কিশোরের। গত শনিবার সন্ধ্যায় এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা গ্রামে। নিহত দুই কিশোর মাঠে গবাদি পশু চরাতে গিয়ে বজ্রাঘাতের শিকার হয বলে জানা গেছে।স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার বিকেলে কুচিয়া গ্রামের সিআরপিএফ ক্যাম্পের পাশে মাঠে গবাদি পশু চরাতে গিয়েছিল ওই দুই কিশোর। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও তারা বাড়ি না ফেরায় উদ্বেগে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। সন্ধ্যার পর শুরু হয় তল্লাশি। গভীর রাতে অবশেষে মাঠে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় দু'জনকে।পরিবারের দাবি, বজ্রাঘাতে গুরুতর আহত হয়েছিল দুই কিশোরই। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় আহত কিশোরদের নিয়ে যায় বান্দোয়ান ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।এই ঘটনার পর গোটা গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। একসঙ্গে দুই কিশোরের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। প্রতিবেশীরাও শোকস্তব্ধ। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করা হয়েছে এবং মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে এমন মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক। বর্ষাকালে বাজ পড়ার ঘটনা নতুন নয়, তবে একসঙ্গে দুই প্রাণহানির এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। বাজ পড়ার সময় খোলা মাঠ, জলাশয় বা গাছের নীচে না থাকার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।পরিবারের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের না হলেও, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং মৃতদেহ দু'টি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়েও ভাবনা-চিন্তা চলছে বলে সূত্রের খবর।প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই নির্মম পরিণতি নতুন করে সতর্ক করে দিল গ্রামীণ জনগণকে-বজ্রপাতের সময় সাবধানতাই বাঁচার একমাত্র উপায়।

রাশিফল

মেষঃ সপ্তাহটি আপনার জন্য মিশ্র অভিজ্ঞতা বয়ে আনতে পারে। পারিবারিক উত্তেজনা বাড়তে পারে, যা কিছু সমস্যা তৈরি করতে পারে।
বৃষঃএই সপ্তাহটি চিন্তাশীল পদক্ষেপ নেওযার সময়। সম্পর্কে থাকা লোকেদের তাদের সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলার সময় অহংকার এবং রাগ এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ তা সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
মিথুনঃ এই সপ্তাহটি গৃহস্থদের জন্য সুখ নিয়ে আসতে পারে, কারণ আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন, যা আপনার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে পারে। শুভ দিন হবে আজ।
কর্কটঃ এই সপ্তাহটি আপনার জন্য ইতিবাচক হতে পারে। গৃহস্থরা তাদের পারিবারিক কর্তব্য এবং তাদের জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন, যা তাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করতে পারে।
সিংহঃএই সপ্তাহটি সুখ এবং সম্প্রীতি নিয়ে আসতে পারে। প্রেমিকেরা যে কোনও ভুল বোঝাবুঝি কাটিয়ে উঠতে পারেন, ঘনিষ্ঠতা বাড়তে এবং তাদের বন্ধন দৃঢ় হতে পারে - তাদের সম্পর্কে কোনও দূরত্ব কমতে পারে।
কন্যাঃ এই সপ্তাহটি আপনার জন্য অনুকূল ফলাফল আনতে পারে। যারা সম্পর্কের মধ্যে আছেন তারা তাদের সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন এবং তাদের আবেগ বোঝার চেষ্টা কর্তে পারেন, যা তাদের বন্ধন বজায় রাখতে এবং দ্বন্দ্ব এড়াতে সাহায্য করতে পারে।
তুলাঃএই সপ্তাহটি আপনার পেশাগত জীবনে ইতিবাচক উন্নযনের সম্ভাবনা নিযে আসতে পারে। ব্যবসার মালিকদের সম্প্রসারণ বা নতুন সুযোগ সম্পর্কিত সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভবনা থাকতে পারে। তবে, প্রেমিকদের সতর্ক থাকা উচিত - অমীমাংসিত সমস্যাগুলি আবার সামনে আসতে পারে এবং যার থেকে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, যা শান্তভাবে সমাধান না করা হলে সম্পর্ককে ফাটল আসতে পারে বা ভেঙেও যেতে পারে। বিবাহিতদের কাছে পারিবারিক সমস্যা বোঝা বোধ হতে পারে, যার ফলে চাপ তৈরি হতে পারে। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলা যোগাযোগ চাপ কমাতে এবং আপনাকে গঠনমূলক সমাধানের দিকে পরিচালিত করতে সাহায্য করতে পারে। আর্থিকভাবে, বিচক্ষণ বিনিযোগে আপনার উপকার করতে পারে, তবে পারিবারিক খরচ বাড়তে পারে, যার জন্য সতর্ক বাজেটের প্রযোজন হতে পারে। কর্মচারীরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য স্বীকৃত হতে পারেন, সম্ভবত কোনও পুরস্কার বা বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে। ব্যবসায়ীরা কোনও নতুন উদ্যোগ বা কৌশল চালু করতে পারেন যা ভালো ফলাফল দিতে পারে।
বৃশ্চিকঃ এই সপ্তাহটি আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত উন্নতির জন্য আশাব্যঞ্জক হতে পারে।
ধনুঃ আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটতে পারে। ।।
মকরঃ আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কিছু মুহূর্ত কাটতে পারে।
কুম্ভঃ এই সপ্তাহটি স্বাভাবিকের চেযে ভালো হলেও কিছু সমস্যা নিযে আসতে পারে। গৃহস্থ জীবনে, পারিবারিক সমস্যা এবং সঙ্গীর আনঃদমূলক অভ্যাস আপনার সম্পর্ককে চাপে ফেলতে পারে।
মীনঃএই সপ্তাহটি সামগ্রিকভাবে ইতিবাচক ফলাফল আনতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে, দম্পতিরা আরও ভালো বোঝাপড়ার মাধ্যমে তাদের বন্ধনকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করতে পারে। পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন সঙ্গীর অতীতের ভুল

আবহাওয়া

বর্ষা সক্রিয়। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র সারা সপ্তাহ ধরেই বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের উপরে সক্রিয় হয়েছে অক্ষরেখা। নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের উপরে। ফলে বৃষ্টির দাপট বেশি থাকবে। উত্তাল থাকবে সমুদ্রও। শহরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং দুই বর্ধমানে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।সর্বোচ্চ তাপমাত্রা-২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্ব নিম্ম-২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রদা ৯৮ শতাংশ এবং ৯৮ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে-১৭,০ মিলিমিটার পর্যন্ত।

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-সকাল ১১টা ৫২মনিট এবং রাত ১১টা ৫১মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৮মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৫মিনিটে হবেই।

আরও একটি ধর্ষণের ঘটনায় সম্মিলিত ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন কিঞ্জলের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা ঘিরে ক্ষোভের মাত্র কয়েকদিন পরেই কলকাতায় যৌন সহিংসতার আরও একটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে। এই নতুন ঘটনাটি শহরজুড়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, জনরোষের আগুনে পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ক্রমাগত বিক্ষোভের কার্যকারিতা, আইনি ব্যবস্থা এবং সমাজের ভূমিকা নিয়ে বেদনাদায়ক প্রশ্ন তুলেছে। সর্বশেষ ঘটনার বিবরণে জানা গেছে যে গভীর রাতে একটি আবাসিক এলাকায় এক তরুণীকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ, যা বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং একজন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে, এই ঘটনাটি ভয় ও হতাশাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ন্যায়বিচারের লড়াইয়ের প্রথম সারিতে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে। আরজি কর ঘটনার পর ছাত্র আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট মুখ এবং সোচ্চার প্রতিবাদকারীদের একজন কিঞ্জল, সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়ে পরে সংবাদমাধ্যমে হৃদয়বিদারক ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন। 'আমাদের কতবার রাস্তায় চিৎকার করতে হবে? কত প্ল্যাকার্ড? কত মোমবাতি মিছিল? আমরা সবকিছু করেছি। তবুও, আরেকজন মহিলাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। আমরা কি ব্যর্থ হচ্ছি?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার কণ্ঠে ছিল ক্ষোভ এবং হতাশার মিশ্রণ। তার কথাগুলো দ্রুত সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলে প্রতিধ্বনিত হলো। অনেকের কাছেই, এটি সেই ক্লান্তির প্রতিধ্বনি, যা ধীরে ধীরে কর্মীদের মধ্যে প্রবেশ করছে যারা বারবার জবাবদিহিতা, শক্তিশালী পুলিশিং, লিঙ্গ-সংবেদনশীল শাসন ও পদ্ধতিগত সংস্কারের দাবি করে আসছেন - কিন্তু বাস্তবে তেমন কোনও পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন না। আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা, যা সম্প্রতি হাজার হাজার মানুষকে প্রতিবাদে রাস্তায় নামিয়ে এনেছে, ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা এবং সংকট মোকাবেলায় ত্রুটিগুলি প্রকাশ করে দিয়েছে। এটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলিতে, এমনকি নিরাপদ বলে মনে করা হয় এমন জায়গাগুলিতেও, মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। নতুন এই ঘটনাটি এখনও রক্তক্ষরণকারী ক্ষতে লবণ যোগ করেছে, অনেকেই এখন প্রশ্ন তুলছেন যে তখন করা দাবিগুলি কি সত্যিই সমাধান করা হয়েছিল নাকি কেবল আমলাতান্ত্রিক ফাইলে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। বেশ কয়েকটি প্রতিবাদী গোষ্ঠী, ছাত্র সংগঠন এবং নারী অধিকার সংগঠনগুলি সাম্প্রতিক ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে এবং এটিকে 'ব্যবস্থাগত ব্যর্থতার প্রত্যক্ষ পরিণতি' বলে অভিহিত করেছে। একাধিক সংগঠনের প্রকাশিত বিবৃতিতে জোর দেওয়া হয়েছে যে কেবল গ্রেপ্তার এবং এফআইআর যথেষ্ট নয় - দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন অপরিহার্য। অনেক কর্মী পুলিশ কর্মীদের জন্য লিঙ্গ সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ, যৌন নির্যাতনের মামলার জন্য দ্রুত ট্র্যাক আদালত, উন্নত রাস্তার আলো এবং সংবেদনশীল এলাকায় সম্প্রদায়ের নজরদারি সহ জরুরি পদক্ষেপের দাবি করেছেন। কিঞ্জলের কাঁচা ও আন্তরিক প্রতিক্রিয়া বিশেষ করে শহরের তরুণ কণ্ঠস্বরদের মধ্যে হৃদয় ছুঁয়েছে। 'আমরা মিছিল করেছি, চিৎকার করেছি, আমরা আঘাত পেয়েছি ও এখন আমরা আবার এক বর্গক্ষেত্রে ফিরে এসেছি। মনে হচ্ছে সমাজ নিজেই উদাসীন,দ তিনি একটি ভিডিও বার্তায় বলেছেন, এই ঘটনাটিকে কেবল আরেকটি পরিসংখ্যান হিসাবে ভুলে না যাওয়ার জন্য জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলগুলিও ক্ষমতাসীন প্রশাসনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে, অভিযোগ করেছে যে তারা মহিলাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এক সংবাদ সম্মেলনে, নেতারা উল্লেখ করেছেন যে ক্রমবর্ধমান অপরাধের হার, বিশেষ করে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ, তাদের দাবির সাথে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা হচ্ছে না। 'নারীরা তাদের বাড়িতে, হোস্টেলে, হাসপাতাল বা রাস্তায় নিরাপদ নন। সরকারের আর কী প্রমাণের প্রয়োজন?' প্রশ্ন তুলেছেন একজন জ্যেষ্ঠ বিরোধী বিধায়ক। জবাবে, কলকাতা পুলিশ জনসাধারণকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হবে ও বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্তের জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। তারা জনসাধারণকে মামলায় সহায়তা করতে পারে এমন যেকোনো তথ্য নিয়ে এগিয়ে আসার জন্যও আবেদন করেছেন। তবে, সমালোচকরা যুক্তি দেন যে প্রতিটি ঘটনার পরে প্রতিক্রিয়াশীল পুলিশিং এবং প্রতিশ্রুতি সক্রিয়, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার বিকল্প নয়। মহিলাদের জন্য একটি আইনি সহায়তা গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত একজন আইনজীবী জিজ্ঞাসা করেছেন, 'ব্যবস্থা জেগে উঠতে কেন সবসময় আরেকটি ট্র্যাজেডি লাগে?' কলকাতার অনেকেই ভাবছেন যে তাদের রাস্তাঘাট, প্রতিষ্ঠান ও বাড়িগুলিকে মহিলাদের জন্য নিরাপদ করার জন্য আসলে কী করা দরকার। কাঁচা, অপ্রকাশিত ও সৎ - কিঞ্জলের কথাগুলি এখন অসংখ্য হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে 'আমরা সবকিছু করেছি। কিন্তু হয়তো সেটাই যথেষ্ট ছিল না। অথবা হয়তো, আমাদের কখনও শোনা যায়নি।'

কলেজে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে বিজ্ঞান কৃষি স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ে রেডিও প্রশিক্ষন

দুরন্তবার্তা, অপরাজিতা ভট্টাচার্য ঃ বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ১৬ই জুন থেকে ১৫ দিন বাপি রেডিও প্রোডাকশনের উপর ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম চলছিলো। এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের রেডিওতে কিভাবে প্যানেল আলোচনা করতে হয় বা সাক্ষাৎকার নিতে হয় তা নিয়ে প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে ডাক্তার, বিজ্ঞানী বিজ্ঞানকর্মী, পরিবেশবিদ, কৃষি বিশেষজ্ঞ প্রমুখ সমাজের বিশিষ্ট মানুষকে কলেজ নিয়ে আসা হয়েছিলো একদিকে যেমন তাদেরকে রেডিও উপস্থাপকরা প্রশ্ন করেছেন অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীরা এই বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন করেছে, স্টুডিওতে ইন্টারভিউ নিয়ে হাতে কলমে রেডিওর জন্য প্রোগ্রাম তৈরি করেছে।এটা তাদের হাতে কলমে শেখা অভিজ্ঞতা। ইন্টার্নশিপে আসা বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র সৌমিক দাস জানালো তইন্টার্নশিপ করতে এসে আমি খুবই উপভোগ করেছি আবার এইধরণের সুযোগের অপেক্ষায় আছি।দ কে কে দাস কলেজের সঙ্গীতা নস্কর এর কথায় তফিল্ড রিপোর্টিং এর প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। বারুইপুর কলেজের বিদিশা মণ্ডল জানালো তইন্টার্নশিপে এসে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেলাম।দ এই প্রোগ্রাম এ সায়েন্স কমিউনিকেটর ফোরামের উদ্যোগে ভাগ্যের লিখন বনাম জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান শীর্ষক এক আলোচনায় ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বললেন সৈকত গাঙ্গুলি। ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে এই ধরণের আরো অনেক প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। রেডিও কোলকাতার অনুষ্ঠান স্বাস্থ্যের সাথী এই আঙ্গিকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে। এই অনুষ্ঠানে অ্যানাস্থেশিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিজয়গড় হাসপাতালের চিকিৎসক ডাক্তার সৌরজিতা নিয়োগী, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ সৌমেন দত্ত গুপ্ত বলেন ডায়বেটিস নিয়ে, ডাঃ সুচন্দনা দত্ত গুপ্ত বলেন গায়নাকোলজি বিষয়ে, ডাঃ অপরূপা ঘোষ গায়নাকোলজিস্ট বললেন সারভাইকাল ক্যান্সার নিয়ে, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ সমীর দাস গুপ্ত বললেন জ্বর নিয়ে , ই.এন.টি সার্জেন্ট ডাঃ প্রসেনজিৎ গাঙ্গুলি বললেন নাক ডাকা নিয়ে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রসেসর ডাঃ অমৃতা চক্রবর্তী গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য নিয়ে বললেন, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শতরূপা মণ্ডল চুল পড়া নিয়ে বললেন, মনোবিদ ডাঃ প্রশান্ত রায় শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বললেন, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সায়ন পাল বললেন ক্যান্সার নিয়ে। পরিবেশ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পরিবেশবিদ জয়ন্ত দাস এবং অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. তন্ময় দে। কৃষি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রাণী ও মৎস বিভাগের অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা ও ড. সৌরেন্দ্র নাথ দাস, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কৃষি বিভাগের অধ্যাপক। কৃষি বিষয়ক গান পরিবেশন করেন পূর্ণ চন্দ্র সামন্ত ও পূর্বাসা সামন্ত। ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিতে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক তাপাস পাল,অনিন্দ্য সিনহা চৌধুরী, পবিত্র কুমার মণ্ডল.রেডিও কলকাতার সদস্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন অর্পিতা সরদার, অম্বালিকা রায়,বেবী সরদার,নবীনা রায় মজুমদার,রাজ্যেশ্বর সাহা, শ্রুতি মজুমদার, সৌম্য দেব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ.সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রেডিও কলকাতার অধিকর্তা ড.অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়.বিজয় গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের এই অভিনব উদ্যোগে সামিল হতে পেরে খুশি বিশেষজ্ঞরা, আনন্দিত প্রশিক্ষণ নিতে আসা ছাত্র ছাত্রীরা.

ওভারব্রিজ থেকে ঝাঁপ এক ব্যক্তির

দুরনন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, ডানকুনি রোজকার দুপুরে মতই চেনা ব্যস্ততা ছিল ডানকুনিতে। হাওড়া, শিয়ালদহ সব শাখার ট্রেনই চলছে নিজস্ব ছন্দে। প্ল্যাটফর্ম থেকে ওভারব্রিজ, সর্বত্রই ভিড় ব্যস্ত যাত্রীদের। এর মধ্যে আচমকা ঘটে গেল ভয়ঙ্কর কাণ্ড। ওভারব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে দিল এক ব্যক্তি। হাইভোল্টেজ তারে লেগে গলে গেল দেহ। তারপর আটকে গেল ট্রেনের ছাদে। দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলেন যাত্রীরা। কিছুক্ষণ আগেও যে ব্যক্তি যাত্রীদের ভিড়ে মিশে ছিল মুহূর্তের মধ্যেই যে সে এই কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে তা ভাবতে পারেননি কেউই। খবর পেয়েই ছুটে আসে রেল পুলিশ। ততক্ষণে হইচই পড়ে গিয়েছে যাত্রীদের মধ্যে। মৃত ব্যক্তির নাম শেখ মারুফ। বাড়ি ডানকুনির মৃগালা ছাউনীপাড়া এলাকায়। যাত্রীদের অনেকেই বলছেন, দুপুর দেড়টা নাগাদ ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের উপর ফুট ওভারব্রিজে ঘোরাফেরা করছিল ওই ব্যক্তি। সেই সময়ই কর্ড লাইন দিয়ে ঢুকে আসে হাওড়া বর্ধমান লোকাল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, ঠিক তখনই ওভারব্রিজ থেকে ঝাঁপ দেন ওই ব্যক্তি। প্রথমে রেলের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুতের তারে আটকে যায় দেহ। তারপর ট্রেনের ছাদে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ডানকুনি থানা ও ঋট্রঞ্চ। দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়। তবে কেন ওই ব্যক্তি এই কাজ করতে গেলেন তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ। কথা বলা হচ্ছে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে। পরিবার সূত্রে খবর, বেশ কিছু দিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিল ওই ব্যক্তি। প্রতিবেশী, আত্মীয়দের সঙ্গেও অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছিল। তবে প্রাথমিক কারণ এটাই নাকি অন্য কিছু কারণ আছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত মেমারিঃ গ্রেফতার তিন

দুরন্তবার্তা, সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ২৯ জুন ঃ মেমারি কলেজের ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত হল পূর্ব বর্ধমানের মেমারি। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর বিবাদ চরমে পৌঁছায় শনিবার রাতে। পরিস্থিতি হাতাহাতি ও সংঘর্ষে গড়ালে পুলিশ গেফতার করে তিন জন ছাত্রনেতাকে। ধৃতদের রবিবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মধ্যে কে কলেজ নেতৃত্বে থাকবে, তা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই চাপানউতোর চলছিল। শনিবার রাতে মেমারি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকাশ্য রাস্তায় বচসা গড়ায় মারপিটে।পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গেফতার করা হয়েছে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই তিন জনের নাম রুদ্রকান্ত ঘোষাল (২৪), বাড়ি মেমারির গন্তার এলাকার বটতলায়, অর্ণব চৌধুরী (২২), বাড়ি দেভুরা এবং শেখ নায়েস আলি (২১) বাড়ি তালপাতা এলাকায়। উভয় পক্ষই মেমারি থানায় পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। একজন ছাত্রনেতাকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ঘিরে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। উল্লেখ্য, মেমারিতে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন নয়। অতীতেও একাধিকবার এ ধরনের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়েছে এলাকা। এবার কলেজ রাজনীতিই হয়ে উঠেছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের নতুন কেন্দ্র।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ২

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ গভীর রাতে রানীনগর থানার গোধনপাড়া এলাকায় রাণীনগর থানার পুলিশ অভিযান চালায় সেখানে অভিযান চালিয়ে দুই ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদ করে তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি ৭এমএম পিস্তল দুটি খালি ম্যাগাজিন ৪ রাউন্ড গুলি তারপরেই ধৃতদের গ্রেফতার করে রানীনগর থানার পুলিশ। গ্রেফতার করে আজ ৭ দিনে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠায় রানীনগর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে ধৃতদের নাম জানা যায় মিরাজুল শেখ তার বাড়ি রাণীনগর থানায় এলাকায়। বাবলু শেখ তার বাড়ি ডোমকল থানা এলাকায়। তবে ওই দুই ব্যক্তি কি কারণে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সীমান্ত লাগুয়া রাণীনগর থানা এলাকায় দাঁড়িয়েছিল তার ইতিমধ্যেই তদন্তে পুলিশ।

জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ বিতরণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর দীঘার জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ বিতরণে এবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন উঠে এলো জয়নগরে।রবিবার জয়নগর বিধানসভার জয়নগর দু'নম্বর ব্লকের গড়দেওয়ানি অঞ্চলের মোল্লার চক বামনের চক গ্রামে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কৌশিক সরদার, কাশীনাথ বর, অঞ্চল সভাপতি শাহাবুদ্দিন শেখ ও জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেলিম শেখের যৌথ উদ্যোগে মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের মহা প্রসাদ বিতরণ করা হলো।স্থানীয় হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ,বৃদ্ধা, মহিলা, মা,বোনেরা আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এদিন প্রসাদ গ্রহণ করলেন।সেই সাথে উদ্যোক্তারা এদিন প্রত্যেককে একটি করে জগন্নাথ মন্দিরের ছবি সহ ক্যালেন্ডার এবং খিচুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।এ ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের পক্ষে শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ বলেন,এই বাংলা সম্প্রীতির বাংলা, এই বাংলায় বিভেদের কোন জায়গা নেই। সবাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ এই প্রসাদ পাওয়ার জন্য।এদিন এই মহা প্রসাদ গ্রহণ করলেন এক দিকে যেমন পাঁচু ঘুঘু, কবিতা বাঘ চন্দনা বর, অঞ্জনি বর, মিনতি ঢালী, কৌশিক সর্দ্দার, কাশীনাথ বরেরা অন্যদিকে তেমনি সালাম ঢালী, সেলিম শেখ, জাকির খান, রুপজান সরদার, ফয়জুল সর্দার, আমিনুদ্দিন সরদার -রা ও প্রসাদ নেন।আর এই মহাপ্রসাদের মধ্যে দিয়ে জয়নগরে সাম্প্রদায়িক নজির তৈরি হলো বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে।

মৃত্যুর আগে অ্যান্টি-এজিং ইনজেকশন? শেফালির যৌবন রক্ষার শেষ প্রচেষ্টা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ নতুন তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে, তিনি তারুণ্য ধরে রাখার জন্য একটি প্রসাধনী ইনজেকশন নিয়েছিলেন। এই প্রকাশের ফলে সেলিব্রিটিদের উপর একটি নির্দিষ্ট ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপ নিয়ে তীব্র জল্পনা এবং উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, কখনও কখনও তাদের স্বাস্থ্যের বিনিময়ে। প্রয়াত অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্র অনুসারে, শেফালি তার মৃত্যুর দিন দুপুরের দিকে একটি ইনজেকশন নিয়েছিলেন বলে জানা গেছে - চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ব্যক্তিত্বদের মধ্যে জনপ্রিয় একটি বার্ধক্য বিরোধী চিকিৎসা। ইনজেকশনের সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ করা হয়নি, তবে বিষয়টির সাথে পরিচিত ব্যক্তিরা মনে করেন যে এটি তার ত্বক এবং চেহারা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সম্প্রতি গৃহীত একটি সৌন্দর্য ব্যবস্থার অংশ হতে পারে। তদন্তকারীরা এখন লক্ষ্য করছেন যে প্রদত্ত পদার্থটি কোনও প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে বা পূর্ব-বিদ্যমান কোনও শারীরিক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, যা অবশেষে তার অকাল মৃত্যু ঘটাতে পারে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং মৃত্যুর কারণ নির্ধারণের জন্য ময়নাতদন্ত এবং টক্সিকোলজি রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রাথমিক প্রতিবেদনে কোনও ভুলের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে কোনও মেডিকেল প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা এখনও তদন্তাধীন। বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীরা জানিয়েছেন যে শেফালি, যদিও সর্বদা জনসমক্ষে শান্ত থাকতেন, তবুও তিনি নীরবে তার চেহারা নিয়ে নিরাপত্তাহীনতার সাথে লড়াই করছিলেন, বিশেষ করে এমন একটি শিল্পে যেখানে তারুণ্য এবং সৌন্দর্যের উপর অবিরাম জোর দেওয়া হয়। 'তিনি অনেক চাপের মধ্যে ছিলেন,' একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী প্রকাশ করেছেন। 'তার মনে হয়েছিল যে তাকে ভূমিকার জন্য বাদ দেওয়া হচ্ছে কারণ তিনি কিছু নতুন অভিনেত্রীর মতো তরুণী ছিলেন না। এটি তাকে গভীরভাবে বিরক্ত করেছিল।' যে বিউটি ক্লিনিকে ইনজেকশনটি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে, সেই ক্লিনিকটিও তদন্তের আওতায় এসেছে। কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করছে যে চিকিৎসা মূল্যায়ন, অ্যালার্জি পরীক্ষা এবং ইনজেকশন-পরবর্তী পর্যবেক্ষণ সহ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা। যদি কোনও ত্রুটি পাওয়া যায়, তাহলে অবহেলার জন্য ক্লিনিকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এই মর্মান্তিক ঘটনা বিনোদন জগতে অবাস্তব সৌন্দর্যের মান এবং মেনে চলার চেষ্টা করা অনেক শিল্পীর নীরব যন্ত্রণা নিয়ে আলোচনাকে নতুন করে উস্কে দিয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদাররা সতর্ক করে দিয়েছেন যে জনসাধারণের ভাবমূর্তি বজায় রাখার মানসিক ক্ষতি ধ্বংসাত্মক হতে পারে, বিশেষ করে আলোচিত নারীদের জন্য। 'শেফালির মৃত্যু, যদি সৌন্দর্য চিকিৎসার সাথে যুক্ত হয়, তাহলে তা খ্যাতির সাথে যে অদৃশ্য বোঝা আসে তার একটি বেদনাদায়ক স্মারক,' অভিনেতা এবং জনসাধারণের ব্যক্তিত্বদের সাথে কাজ করা একজন মনোবিজ্ঞানী বলেছেন। 'যখন চেহারা পেশাদার মুদ্রা হয়ে ওঠে, তখন লোকেরা চরম পদক্ষেপ নিতে শুরু করে - কখনও কখনও এর সাথে জড়িত ঝুঁকিগুলি সম্পূর্ণরূপে না বুঝেই।' চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন শিল্প থেকে প্রতিক্রিয়া এসেছে, কেবল শেফালির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে না বরং চিত্র-সম্পর্কিত উদ্বেগের সাথে লড়াই করা অভিনেতাদের জন্য আরও সচেতনতা ও সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার যাচাই-বাছাইয়ের যুগে 'ক্যামেরা-প্রস্তুত' থাকার চাপ নিয়ে বেশ কয়েকজন অভিনেতা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে এগিয়ে এসেছেন। 'তিনি তরুণ থাকতে চেয়েছিলেন, অহংকারের জন্য নয়, বরং প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য,' সাম্প্রতিক একটি প্রকল্পে তার সাথে কাজ করা একজন সহ-অভিনেতা বলেছেন। 'সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হল যে তিনি এই শিল্পের তৈরি করা একটি ছাঁচে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে মারা গেছেন।' শেফালির স্বামী পরাগ গণমাধ্যমে বেশিরভাগ সময়ই নীরব থাকেন, তবে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা বলছেন যে তিনি তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। তিনি ক্লিনিকে তার আসার কথা জানতেন কিনা, নাকি বিকেলে তাকে যে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল তা তিনি জানতেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিনোদন জগৎ ও তার ভক্তদের মনে বেদনাদায়ক প্রশ্ন রয়েছে এই মৃত্যু কি প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল? এটি কি কোনও চিকিৎসাগত দুর্ঘটনা, নাকি একটি কঠোর এবং কঠিন পেশার দ্বারা লালিত গভীর নিরাপত্তাহীনতার ফলাফল?

২১শে জুলাইয়ের সমর্থনে মিছিলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি সায়নী ঘোষ

দুরন্তবার্তা, হাওড়া, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও নারী নিরাপত্তা নিয়ে বিজেপির কাছ থেকে পাঠ শিখতে হবে না। ২১শে জুলাইয়ের সমর্থনে সদর জেলা যুব তৃণমূলের মিছিলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্তব্য সায়নী ঘোষের। তিনি বলেন, দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া মনোভাব দেখিয়েছে প্রশাসন। তাদের উপর আস্থা রাখতে হবে। দল কাকে শোকজ করবে সেটা দলের অভ্যান্তরীণ বিষয়। রবিবার হাওড়ায় ২১শে জুলাইয়ের সমর্থনে সদর জেলা যুব তৃণমূলের মিছিলে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন রাজ্য যুব তৃণমূলের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। হাওড়া ময়দান থেকে পিলখানা পর্যন্ত এক বিশাল মিছিল হয় এদিন। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সায়নী ঘোষ, রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়, গৌতম চৌধুরী, মনোজ তিওয়ারি, নন্দিতা চৌধুরী, হাওড়া জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র সহ একাধিক নেতৃত্ব। সায়নী ঘোষ এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, বিজেপি কি বলছে তা নিয়ে বাংলার মানুষ ও তৃণমূল কংগ্রেস বিচলিত নয়। আইনশৃঙ্খলার পাঠ বিজেপির কাছ থেকে নিতে হবেনা। যাদের উঃ প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ যেখানে গড়ে প্রতিদিন ৯ থেকে ১৩ জন মহিলা নিখোঁজ হন তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনের পাঠ না দিলেই ভাল। সায়নী বলেন, তৃণমূলের স্ট্যান্ড জিরো টলারেন্স পলিসি। যারা এমন জঘন্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের কঠোরতম শাস্তি সকলেই চায়, আমরাও চাই। পুলিশের উপর ভরসা রাখতে হবে। পুলিশ নিজের কাজ করছে। যারা নেতা, রাজ্য নেতা, সাংসদ, বিধায়ক প্রত্যেকেই দলের জন্য কাজ করেন। দলের জন্য কর্মসূচি নেন। ব্যাক্তিগত আক্রমণ কাউকেই করা উচিৎ নয়। এতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে। সায়নী আরও বলেন, ধর্ষণ কোনও ক্ষেত্রেই মেনে নেওয়া যায়না। সেখানে রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক বলে কোনও ব্যাপার নেই। আমরা চাই ধর্ষণে দ্রুত মামলার নিস্পত্তি হোক। রাজ্য সরকার অপরাধীদের শাস্তির জন্য অপরাজিতা বিল নিয়ে গিয়েছে। সেটা রাষ্ট্রপতির কাছে আটকে রয়েছে।

২১শে জুলাই শহীদ দিবসের সমর্থনে মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে মহামিছিল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়াঃ আগামী ২১শে জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের শহীদ দিবস সমাবেশের সমর্থনে রবিবার সকালে মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে এক মহামিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ওই মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অরূপ রায়। মিছিলে পা মেলান হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাস মিশ্র, মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক চ্যাটার্জী, হাওড়া পৌরনিগমের মুখ্য প্রশাসক ডা সুজয় চক্রবর্তী, তৃণমূল নেতা শ্যামল মিত্র, সুশোভন চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শিবপুর ট্রামডিপো মোড় থেকে ওই মিছিল শুরু হয়। হাওড়া ময়দান মেট্রো চ্যানেলে গিয়ে মিছিল শেষ হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন দলীয় নেতৃবৃন্দ। এই মিছিল প্রসঙ্গে মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, '২১শে জুলাইকে সামনে রেখে প্রতি বছরই আমরা মিছিল, মিটিং করি। ২১শে জুলাই আমাদের কাছে একটা আবেগ। দলের সমস্ত কর্মীদের আবেদন করা হয় যাতে এই মিছিলে তাঁরা সামিল হন। আমরা ২১শের মিছিলের প্রস্তুতি শুরু করেছি। প্রতিবার আমরা আগের মিছিলের রেকর্ডকে ছাপিয়ে যাই। এবারেও আমরা আগের বছরের মিছিলকে ছাপিয়ে ঐতিহাসিক মিছিল নিয়েই ধর্মতলায় যাব।' কসবা'র আইন কলেজের ঘটনা প্রসঙ্গে এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অরূপ রায় বলেন, 'দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। কোনওরকম রেয়াত করা হবেনা। যারা এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে। একজনকেও রেয়াত করা হবেনা।'

স্বামীর উপস্থিতিতে ভাগ্নেকে স্বামী হিসেবে মান্যতা দিলেন মামী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ভাগ্নেকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করল মামী, চঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ত্রিপুরা ঊনকোটি জেলা কৈলাসহর জলাই গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামে। ওই গ্রামের বাসিন্দা শংকর রবি দাস বিগত পাঁচ বছর পূর্বে মূর্তিছড়া গ্রাম থেকে সরস্বতী রবি দাস নামে এক যুবতীকে ভালোবেসে বিবাহ করে। বর্তমানে তাদের সংসারে একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। শংকর রবি দাস আগরতলা আই জি এম হাসপাতালে বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীর কাজ করে। শংকর রবি দাসের দূর সম্পর্কের ভাগ্নে সঞ্জয় রবি দাস তার বাড়িতে প্রায়শই যাতায়াত করত। পরবর্তী সময় ভাগ্নে সঞ্জয় রবি দাসের সাথে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন হয় মামী সরস্বতী রবি দাসের। গত পরশুদিন বাপের বাড়িতে যাবার নাম করে সরস্বতী রবি দাস তার কন্যা সন্তানকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে যায়, কিন্তু, আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। এরপর শংকর রবি দাস জানতে পারে তার স্ত্রী ভাগ্নে সঞ্জয় রবি দাসের সাথে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। এরপর কৈলাসহর মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করে অসহায় স্বামী শংকর রবি দাস। পরবর্তী সময় সরস্বতী রবি দাস এবং তার প্রেমিক ভাগ্নে সঞ্জয় রবি দাস কৈলাসহর মহিলা থানায় এসে দ্বারস্থ হয়। আজ দুপুরে সরস্বতী রবি দাস কৈলাসহর মহিলা থানায় লিখিত আকারে জানায় যে সে আর তার স্বামী শংকর রবি দাসের সাথে সংসার করবে না এবং কন্যা সন্তানটি তার স্বামী শংকর রবি দাসের সাথে থাকবে, পাশাপাশি সরস্বতী রবি দাস নতুনভাবে সংসার করবে তার ভাগ্নে সঞ্জয় রবি বাসের সাথে। এতে অসহায় স্বামী শংকর রবি দাস ও স্বাক্ষর করে। কিন্তু, স্ত্রীর মায়ায় অসহায় স্বামী শংকর রবি দাস ও তাদের ছোট্ট মেয়েটি তার মায়ের জন্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। অন্যদিকে সরস্বতী রবি দাস জানিয়েছেন সে তার প্রেমিক তথা ভাগ্নে সঞ্জয় রবি দাসকে ছাড়া বাঁচবে না।

জেলায় প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীর খুঁটি পুজোর উদ্বোধনে মন্ত্রী

দুরন্তবার্তা, মধ্যমগ্রাম ঃ পেহেলগাওয়ে ২৬ জন ভারতীয় মৃত্যু, তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে ২৬ টি মোমবাতি জ্বালি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে এইদিন খুটি পুজো শুরু হয়,যেখানে ৮-৮০ সকলেই মোমবাতি জ্বালায়। এবার উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে দুর্গাপুজোয় আসছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী।তিনি পুজার মুখ্য উপদেষ্টা হিসাবে থাকবেন পুজোর সাথে। জেলার দুর্গাপুজোর ইতিহাসে এই প্রথম কোনও পুজো কমিটির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হলেন 'দাদা'। আর তাতেই পুজো ঘিরে উৎসাহ-উদ্দীপনার পারদ ছুঁয়েছে নতুন উচ্চতায়। রবিবার 'খুঁটি পুজো'-র মাধ্যমে ৭৫ তম বর্ষে পদার্পণ করল মধ্যমগ্রাম উদয়রাজপুর মধ্যপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি। এদিনের অনুষ্ঠানে কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, এবারের পুজোর বিশেষ আকর্ষণ থাকছে 'কমল গান্ধার' থিম; যেখানে কাচ ব্যবহার করে তৈরি হবে এক অভিনব মণ্ডপ সজ্জা। সবচেয়ে বড় চমক অবশ্য সৌরভ গাঙ্গুলীর আগমন। ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই পুজোর দিনগুলিতে উপস্থিত থাকার ইচ্ছাপ্রকাশ করে চিঠি পাঠিয়েছেন সৌরভ নিজেই। কমিটির সভাপতি প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি বলেন, এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। সৌরভ গাঙ্গুলীর উপস্থিতি শুধু আমাদের নয়, গোটা এলাকার জন্য এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। এই পুজোর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ক রথীন ঘোষ। তিনিও এদিনের খুঁটি পুজোয় উপস্থিত ছিলেন।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলা ক্রিকেটের জগতে অন্যতম দুই মুখ সম্বরন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবশংকর পাল, ছিলেন পুরপ্রধান নিমায় ঘোষ, উপ পুরপ্রধান প্রকাশ রাহা সহ বিশিষ্টজনেরা। পূজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় বিশেষ মন্ত্রপাঠ ও রীতির মাধ্যমে। প্রতি বছরই এই পুজো ঘিরে এলাকা জুড়ে থাকে জন জোয়ার। এবার সৌরভ গাঙ্গুলীর আগমনের খবরে সেই উত্তেজনা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। শুধু মধ্যমগ্রাম নয়, আশপাশের অঞ্চল থেকেও বহু মানুষ ইতিমধ্যেই খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন এই পুজো ঘিরে। সব মিলিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার পুজোর মানচিত্রে এবার অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে উদয়রাজপুর মধ্যপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপুজো; যার মুখ এবার সৌরভ গাঙ্গুলী।

কসবা থানা ও ঘটনাস্থলে জাতীয় মহিলা কমিশন, বাকবিতণ্ডা পুলিশের সঙ্গে

দুরন্তবার্তা, ২৯ জুন ঃ কসবা ল' কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। রবিবার কসবা থানায় পৌঁছে গিয়েছিল জাতীয় মহিলা কমিশন। তাঁরা কসবা থানা থেকে পৌঁছে গিয়েছেন মূল ঘটনাস্থলে। অর্থাৎ কসবা ল'কলেজে পৌঁছে গিয়েছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা। কসবা থানার পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা শুরু হয় অর্চনা মজুমদারের। ক্রাইম স্পটে ছবি তোলা নিয়ে শুরু হয় টানাপোড়েন। জানা গেছে, আজ তারা কথা বলতে পারিনি নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গেও। তবে, কসবা ল'কলেজে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা পৌঁছানোর পর, পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে গেটের সামনে কথাবার্তা বলতে দেখা যায় অর্চনা মজুমদারকে। ক্রাইম স্পটের ছবি তুলতে দিতে কোনমতেই নারাজ পুলিশ। তবে, ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখতে চায় ঞ্চ্ছ সদস্যরা। তাঁরা জানিয়েছেন, নিয়ম মেনে ঘটনা স্থলে ভিডিওগ্রাফি তারা করতে চান। ছবি তুলতে না পেরে ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে আসেন এন.সি.ডব্লু সদস্যরা। কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চলে বাকবিতন্ডা। অন্যদিকে পুলিশ সূত্রের খবর, ঘটনাস্থলে সিল থাকার কারণে সেখানে কোন রকম ছবি তুলতে দেওয়া যাবে না। অন্যদিকে জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফ থেকে বলা হয়, নিয়ম মেনেই তাঁরা কাজ করবেন। সিল জায়গায় না ঢুকে ভিতর থেকেই ভিডিয়াওগ্রাফি করা হবে। এখনও ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা। জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার ল'কলেজের বাইরে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ আধিকারিককে ফোন করছেন।

হঠাৎ করেই রূপনারায়ণ নদীতে ভেসে উঠছে প্রচুর মরা মাছ।

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ হাওড়া জেলার মানকুর, বাকসী ঘাট সংলগ্ন রূপনারায়ণ নদীতে প্রচুর মরা মাছ ভাসতে দেখেন পরিবেশ কর্মী রাজু কোটাল। তিনি বিষয়টি নিয়ে খবর দেন পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামানিক ও সুমন্ত দাসকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চিত্রক ও সুমন্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন প্রচুর মরা মাছ রূপনারায়ণ নদীতে ভাসছে এবং দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। চিত্রক, সুমন্ত ও রাজু নদীর তীরে ঘুরতে ঘুরতে দেখেন চেঙো মাছ সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় মারা গেছে। তার সাথে চিংড়ি, ছোটো পোনা মাছ ও মরে ভাসছে। কয়েকটি মাছের দেহ নমুনা হিসাবে সংগ্রহ করেন। স্থানীয় মানুষ এই বিষয়ে বাগনান ১নং ব্লকের মৎস্য অধিকর্তা স্বপন বোয়াল কে অভিযোগ জানালে, তিনি সেভাবে গুরুত্ব দেননি। পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামানিক বলেন, রূপনারায়ণ নদী জীববৈচিত্র্য ভরপুর। গাঙ্গেয় শুশুক থেকে ইলিশ মাছ সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, কচ্ছপ রূপনারায়ণ নদীতে থাকে। হঠাৎ করে এতো মাছ কেন মারা যাচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। কলকারখানার দূষিত জল বা কোনো বিষক্রিয়া থেকে এঘটনা ঘটতে পারে। অনেক সময় কিছু অসাধু লোক নদীতে বিষ মিশিয়ে মাছ ধরে। মৎস্য দফতরের উচিত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা। না হলে নদীর বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়বে। এভাবে মাছ মারা গেলে স্থানীয় জেলেদের জীবিকা নির্বাহে সমস্যা তৈরি হবে। এছাড়া গাঙ্গেয় শুশুক সহ বিভিন্ন পশুপাখি এই মরা মাছ খেয়ে মারা পড়বে।

এ.আই.ডি.ওয়াই ওর উদ্যোগে রাজনৈতিক যুব শিক্ষা শিবির

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ এ আই ডি ওয়াই ওর গৌরবময় সংগ্রামের ৬০ তম বর্ষের সূচনা পর্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে দেশ জুড়ে ভয়াবহ বেকারি,রাজ্যের নজির বিহীন দুর্নীতি, যোগ্য চাকরি হারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরি ফেরানোর দাবিতে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে, সংস্কৃতিতে উন্নত যুব চেতনা গড়ে তুলতে শনিবার ও রবিবার দুদিন ধরে জয়নগর টাউন হলে রাজনৈতিক যুব শিক্ষা শিবির হয়ে গেল। দুদিনের এই শিবিরে এস ইউ সি আই কমিউনিস্টের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক চন্ডীদাস ভট্টাচার্য রাজনৈতিক ক্লাস পরিচালনা করেন। তিনি মার্ক্সবাদের বুনিয়াদি আদর্শের কথা যুব সমাজের সামনে বিশদে তুলে ধরেন এবং তারই উপর ভিত্তি করে যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান রাখেন। রবিবার রাজনৈতিক শিক্ষা শিবিরের সমাপ্তি ভাষণ রাখেন এস ইউ সি আই কমিউনিস্টের সাধারণ সম্পাদক প্রবাদপ্রতিম সংগ্রামী বামপন্থী আন্দোলনের সুপরিচিত নেতা প্রভাস ঘোষ। তিনি দেহমন রচিত সংস্কৃতিতে উন্নতনৈতিকতার ভিত্তিতে বর্তমানে পচা গলা পুঁজিবাদী সমাজের অবসান ঘটিয়ে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেন। পাশাপাশি পরিপূরক যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। শেষ দিনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই এর রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য তথা জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ কান্তি নস্কর,এ আই ডি ওয়াই ওর সর্বভারতীয় সভাপতি নিরঞ্জন নস্কর, রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জি, বারুইপুর জেলা সম্পাদক দয়াল সরদার সহ আরো অনেকে। দুদিনের এই শিবিরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ৫ শতাধিক কর্মী সমর্থক অংশ নেন। এদিন শিক্ষা শিবিরের পরে কসবা আইন কলেজেরছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং দুস্কৃত কারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে জয়নগর মজিলপুর পৌর শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। এ দিন টাউন হলের সামনে থেকে এই মিছিল শুরু হয়ে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রম করে জয়নগর স্টেশন মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।এদিনই এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন এ আই ডি ওয়াই ওর রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জি ও বারুইপুর জেলা সম্পাদক দয়াল সরদার। এদিনের এই মিছিলে বহু যুব কর্মী সমর্থক পা মেলালেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২০৮ সংখ্যা, সোমবার ১৫ আষাঢ় ১৪৩২

তীর্থযাত্রার উজ্জ্বল আড়ালে শ্রমিকের নিঃশব্দ বিলয়

তীর্থ মানে পুণ্য, তীর্থ মানে মোক্ষের পথ। হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর পায়ে হেঁটে, বাসে-ট্রেনে বা কখনও পাহাড়-জঙ্গলের প্রতিকূলতা অতিক্রম করে পৌঁছান দেশের নানা তীর্থস্থানে। ধর্ম, বিশ্বাস ও আত্মিক পরিশুদ্ধির এই অভ্যন্তরীণ যাত্রায় লক্ষ মানুষের স্রোত যেখানে আস্থা, ভক্তি ও উৎসর্গের নিদর্শন হয়ে উঠে আসে, ঠিক সেই পবিত্রতার ছায়ায় লুকিয়ে থাকে আরেকটি নির্মম বাস্তবতা; তীর্থযাত্রার পরিকাঠামো গড়ে তোলা ও রক্ষণাবেক্ষণের পেছনে যাঁরা নীরবে কাজ করেন, সেই শ্রমিকদের উপেক্ষিত এবং অপমানিত জীবনের কাহিনি। এই সব নির্মাণশ্রমিক, ঠেলাগাড়ি চালক, খাবার রান্নার রন্ধনশিল্পী, সাফাইকর্মী কিংবা পাহাড়ে ওঠা-নামার রাস্তাগুলো সারিয়ে রাখা হেল্পাররা তীর্থের জৌলুসের অংশ নন, কিন্তু তাঁরা এই কাঠামোর ভাঙা ইট পাথর জোড়া দিয়ে তৈরি করেন 'পবিত্রতার' ভিত্তি। তাঁরা কাজ করেন, দুর্গম পরিবেশে নিজেদের শরীর বিলিয়ে দেন, রোগব্যাধি, নিরাপত্তাহীনতা বা অমানবিক আবাসন ও খাওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে দিন কাটান, আর শেষমেশ 'মরে' যান; নির্বাক, অস্বীকৃত ও অদৃশ্য হয়ে। চলতি বছরে উত্তরাখণ্ড, হিমাচল কিংবা ওড়িশার জগন্নাথপুরী, বা দক্ষিণে তিরুপতি, রামেশ্বরমের তীর্থযাত্রার ব্যস্ত মরসুমে দেখা যাচ্ছে; আকাশছোঁয়া সংখ্যায় দর্শনার্থী, আর তাঁদের নিরাপত্তা, বিশ্রাম, খাদ্য ও যাতায়াতের বন্দোবস্তে জড়িয়ে পড়া কয়েক হাজার নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবী মানুষ। তাঁদের কেউ কেউ চুক্তিভিত্তিক, কেউ আবার স্থানীয় দালালের মাধ্যমে নিযুক্ত। অধিকাংশেরই কোনও সামাজিক সুরক্ষা নেই; না আছে বীমা, না পিএফ, না সুরক্ষা সরঞ্জাম। উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ বা বদ্রীনাথে সাম্প্রতিক ধস ও দুর্ঘটনায় কয়েকজন তীর্থযাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু হয়েছে একাধিক শ্রমিকের; পাহাড়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ করতে গিয়ে, অতিরিক্ত ঠান্ডায় কাজ করতে করতে, বা খাদ্যবাহক হিসেবে অতিরিক্ত ওজন টেনে নিয়ে যেতে গিয়ে। অথচ এই মৃত্যুর কোনও খবর থাকে না মূলধারার খবরে। এমনকি স্থানীয় প্রশাসন অনেক সময় পরিবারকেও জানায় না মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। এই শ্রমিকেরা তীর্থযাত্রী নন। তাঁদের কোনও পুণ্য নেই, নেই ধর্মাচরণের মাহাত্ম্য। তাঁদের জীবনের একমাত্র ধর্মই হচ্ছে কাজ;কখনও ১৬ ঘণ্টা টানা, কখনও বা নিরাপত্তাহীনতায় দিনরাত খোলা আকাশের নীচে কাটানো। তাঁরা কাঁধে করে খাবার বা মালপত্র বহন করেন, গাধার পিঠে করে জল টেনে আনেন, অস্থায়ী ঘরে তন্দুরি বসিয়ে রান্না করেন, আবার কখনও ঠেলায় করে শত শত জলের বোতল নিয়ে যান পাহাড়ের চূড়ায়। আর তারপর? যেদিন তাঁদের শরীর শেষ হয়ে যায়, গিরিখাতে পড়ে যান, বা হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায় অতিরিক্ত পরিশ্রমে, তখন তাঁদের জন্য থাকে না কোনও শেষযাত্রা; থাকে না কোনও প্রার্থনা বা সংবাদ। তাঁদের পরিবারের কাছে পৌঁছয় না কোনও ক্ষতিপূরণ। যদি বা কিছু মেলে, সেটিও মধ্যস্বত্বভোগীদের ফাঁদে পড়ে পৌঁছয় না মূল প্রাপকের হাতে। প্রশাসনের দায়িত্ব এখানেই প্রশ্নের মুখে দাঁড়ায়। তীর্থকে কেন্দ্র করে যেভাবে সরকারি ও বেসরকারি আয় বাড়ছে, সেই তুলনায় তীর্থে যুক্ত শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করার কোনও প্রয়াস নেই বললেই চলে। একদিকে 'ধর্মীয় পর্যটন' কে কেন্দ্র করে রাজস্বের গঙ্গা বইছে, অন্যদিকে এই শ্রমিক শ্রেণির উপর চলছে নিঃশব্দ এক 'নরবলির' উৎসর্গ। শ্রমিকদের এই অদৃশ্য জীবন কেবল একটি শ্রেণিবৈষম্যের ছবি নয়, বরং এটি একটি নীতিগত ব্যর্থতা ও সামাজিক নির্লজ্জতার দৃষ্টান্ত। যে সমাজ হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিশাল তোরণ গড়ে তোলে, বহু মাইল রাস্তা আলোকিত করে, সে সমাজই কেন শ্রমিকের জন্য একটি নিরাপদ শৌচাগার বা বিশ্রামের স্থান রাখতে পারে না? আরও গভীর প্রশ্ন হলো, এই মৃত্যু ও নিপীড়নের সংস্কৃতিকে আমরা কতটা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছি? কেন কোনও তীর্থ যাত্রার উদ্বোধনী মঞ্চে বা নেতার ভাষণে 'শ্রমিকের বলিদান' নিয়ে একটি বাক্যও উচ্চারিত হয় না? তীর্থ তো শুধু আত্মিক পবিত্রতার উৎস নয়, এটি একটি সামাজিক কাঠামোরও প্রতিচ্ছবি। সেখানে যদি শ্রমের মর্যাদা না থাকে, তবে সেই পবিত্রতা নিছকই ভণ্ডামির পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। এই মুহূর্তে প্রয়োজন হল এমন একটি শ্রম-নীতি যা তীর্থকেন্দ্রিক সমস্ত নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করবে। চুক্তিভিত্তিক না হয়ে তাদের স্থায়ী বা অস্থায়ী অথচ নথিভুক্ত কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা আহত হলে তাৎক্ষণিক ক্ষতিপূরণ, পরিবারকে সহায়তা, এবং সরকারি বিমা বাধ্যতামূলক করতে হবে। তীর্থকে যদি সত্যিই আত্মশুদ্ধির যাত্রা হিসেবে দেখতে চাই, তাহলে এই পবিত্র পথে যাঁরা রক্ত ও ঘাম ঢেলে রাস্তা তৈরি করেন, তাঁরা যেন নিছক 'ভগ্নশেষ' হয়ে না থাকেন। তাঁদের কাজ হোক স্বীকৃত, তাঁদের মৃত্যু হোক সম্মানজনক, আর তাঁদের জীবিত অবস্থায় সরকার এবং সমাজের তরফে থাকুক সহানুভূতি, সুরক্ষা ও মর্যাদা। 'ওরা কাজ করে, আর মরে'; এই অভিশপ্ত বাক্য যেন ভবিষ্যতের কোনও শ্রমিকের জন্য আর প্রযোজ্য না হয়। যাঁরা তীর্থের অদৃশ্য ভিত্তি, তাঁদের মুখ হোক দৃশ্যমান, তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা যাক আমাদের উৎসবের মিছিলে, পুজোর প্রার্থনায়, আর নীতিনির্ধারকদের বিবেকের মঞ্চে। তবেই প্রকৃত অর্থে আমরা তীর্থযাত্রী হতে পারি; শুধু স্থানিক নয়, আত্মিকভাবেও।

ভারতের কৌশলগত তাৎপর্য পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক শৃঙ্খলায় নতুন জোট গড়ে তোলা

ভারত আজ ক্রমবর্ধমান জটিল এবং অস্থির বৈশ্বিক দৃশ্যপটের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধির সাথে সাথে, ঐতিহ্যবাহী জোটগুলি রূপান্তরিত হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক নির্ভরতা আরও জটিল হয়ে উঠছে, ভারতের কূটনৈতিক অংশীদারিত্বকে পুনর্নির্ধারণ এবং বৈচিত্র্যময় করার তাগিদ আগের চেয়ে বেশি জরুরি। জাতির সামনে প্রশ্ন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নতুন মিত্রদের সন্ধান করা এবং সুরক্ষিত করা - এমন অংশীদারদের সন্ধান করা যারা কেবল তার কৌশলগত অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে না বরং স্থিতিস্থাপকতা এবং নমনীয়তার মাধ্যমে তার বিশ্বব্যাপী আকাঙ্ক্ষাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। কয়েক দশক ধরে, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের নীতির উপর পরিচালিত হয়েছে, যা তার জোটনিরপেক্ষ অতীতের উত্তরাধিকার। এই পদ্ধতি ভারতকে তার আন্তর্জাতিক লেনদেনে স্বাধীনতার একটি পরিমাপ প্রদান করেছে, যা এটিকে প্রতিযোগী বিশ্ব শক্তির সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম করেছে। যাইহোক, একবিংশ শতাব্দী ক্রমবর্ধমানভাবে বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অর্থনৈতিক প্রভাবের অস্ত্রায়ন এবং বহুপাক্ষিক নিয়মের ক্ষয় দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে। এই ধরনের পরিবেশে, কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের অর্থ কৌশলগত একাকীত্ব হওয়া উচিত নয়। ভারতকে তার সম্পৃক্ততার মডেলগুলি পুনর্বিবেচনা করতে হবে, নতুন জোট তৈরি করতে হবে এবং নির্ভরযোগ্য অংশীদারদের বৃত্ত প্রসারিত করতে হবে। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এই জরুরিতাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে, যে অঞ্চলটি এখন ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে দেখা হচ্ছে। চীনের দৃঢ়তা তার প্রতিবেশীদের মধ্যে গভীর অস্বস্তি তৈরি করেছে। চীনের সাথে দীর্ঘ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সীমান্ত ভাগ করে নেওয়া ভারত নিজেকে একটি বিশেষভাবে সংবেদনশীল অবস্থানে খুঁজে পেয়েছে। কূটনৈতিক অচলাবস্থা, সামরিক সংঘর্ষ এবং অবকাঠামোগত দখলদারিত্ব এই বাস্তবতাকে আরও জোরদার করেছে যে ভারতের কৌশলগত প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এই প্রতিরোধ কেবল সামরিক ক্ষমতা বা অভ্যন্তরীণ স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে না; এর জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা ব্যবস্থা প্রয়োজন - জোট যা রাজনৈতিক সমর্থন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং নিরাপত্তা সমন্বয় প্রদান করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মাঝে মাঝে নিজস্ব অভ্যন্তরীণ প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও, একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার হিসেবে রয়ে গেছে। প্রতিরক্ষা চুক্তি, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা এবং ভাগ করা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ভারত-মার্কিন সম্পর্ক বৃহত্তর সারিবদ্ধতার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। তবে, ভারতকে অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার বিরুদ্ধেও সতর্ক থাকতে হবে। নির্বাচনী পরিবর্তন এবং অভ্যন্তরীণ চাপের সাপেক্ষে আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতির অনির্দেশ্যতা, এটি অপরিহার্য করে তোলে যে ভারত তার সমস্ত বাজি একক বৈশ্বিক শক্তির উপর না রাখুক।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

—ঃ সেবা ঃ—

তোমার প্রীতি ও সেবা ঈপ্সিতেই কেন্দ্রায়িত হোক; উপ্‌চে, তা' সব সম্পদ নিয়ে — বিস্তারেই বিস্তীর্ণ হবে। তোমার সেবা প্রথমেই যেন যা'কে সেবা করছ ; কথায় ও ব্যবহারে তা'র মনকে সুস্থ ও দীপ্ত ক'রে তোলে; আর সাথে-সাথে তা'র পরিরক্ষণে, পরিপোষণে ও পরিপূরণে সচেষ্ট হ'য়ে চলে, সন্দীপ্ত হবে আত্মপ্রসাদে, অভিজিৎ হ'বে সুফলে। জুড়িয়ে দেওয়া আর প্রসন্ন করাই হ'চ্ছে সেবার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। দক্ষ সেবাই দক্ষতা প্রসব করে; যে-সেবা ঈপ্সিতের পরিরক্ষণ, পরিপোষণ ও পরিপূরণে উদগ্র। যাঁ'র সেবায় আত্মনিয়োগ করেছ তাঁর চাহিদা কী, স্বার্থই বা কী; তাই-ই যদি না জান, কিসে তাঁকে পরিরক্ষণ করা যায়, কিসে তাঁকে পরিপোষণ করা যায়।

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের নেপথ্যে এনআরসি-র ছায়া? ভোটের মুখে রাজনীতির নয়া সমীকরণ

ভোটের ঠিক মুখে বিহারে হঠাৎ করে ভোটার তালিকা সংশোধনের উদ্যোগ ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক। নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপকে অনেকেই স্বাগত জানালেও বিরোধী দলগুলি ইতিমধ্যেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, এর আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি-র মতো কোনও পদক্ষেপের প্রস্তুতি। প্রশ্ন উঠেছে, বিহারের মতো একটি রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল রাজ্যে আদৌ কি শুধুই প্রশাসনিক স্বচ্ছতা লক্ষ্য, নাকি এর মধ্যে আছে গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য? বর্তমান পরিস্থিতিতে বিহার একটি জটিল রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই ভোট-ব্যাঙ্ককে ঘিরে বাড়ছে চাপানউতোর। ঠিক সেই সময়ে ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তালিকায় 'অবৈধ' নাম, মৃত ব্যক্তি বা একাধিকবার নাম থাকা, কিংবা ভুল তথ্য সংশোধনের জন্যই এই উদ্যোগ। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কিন্তু সময়কাল এবং পদ্ধতি ঘিরে যেভাবে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যাচ্ছে। প্রথমত, সংশোধনের প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট এলাকা বা সম্প্রদায়কে টার্গেট করে হচ্ছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। মুসলিমপ্রধান অঞ্চল, সীমান্তবর্তী জেলা, অথবা অভিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে বিরোধী দলগুলির অভিযোগ অনুযায়ী, যেভাবে নাম যাচাই বা নথি চাওয়া হচ্ছে, তাতে স্পষ্ট বিভাজনের ইঙ্গিত মিলছে। দ্বিতীয়ত, বিগত কয়েক বছর ধরেই এনআরসি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন-কে ঘিরে দেশজুড়ে বিতর্কের আবহে বিহারে ভোটার যাচাই প্রক্রিয়া এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করছে। অসমে এনআরসি অভিজ্ঞতা এখনো জনমানসে তাজা। সেখানে বহু প্রকৃত নাগরিকও প্রমাণের অভাবে তালিকা থেকে বাদ পড়েছিলেন। বিহারের ক্ষেত্রে যদি এই সংশোধন একটি ভবিষ্যৎ এনআরসি-র ভিত্তিপ্রস্তর হয়, তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক। তৃতীয়ত, প্রশ্ন উঠছে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও। রাজ্য নির্বাচন কমিশন যদি শাসক পক্ষের চাপ বা প্রভাবের অধীনে থেকে কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে টার্গেট করে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কাজ করে, তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতই দুর্বল হয়ে পড়বে। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, ভোটের আগে 'ফিল্টারিং' প্রকল্পের নামে একপ্রকার গোপন এনআরসি চালু করার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে, শাসক গোষ্ঠী এই সংশোধনকে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক স্বচ্ছতা রক্ষার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবেই তুলে ধরছে। তাঁদের মতে, বিহারে বহুদিন ধরেই ভোটার তালিকা অব্যবস্থাপূর্ণ। বহু মৃত ব্যক্তি এখনও ভোটার তালিকায় রয়েছেন, আবার বহু লোক একাধিক কেন্দ্রে নাম রেজিস্টার করিয়ে রেখেছেন। এই অস্বচ্ছতা দূর করতেই উদ্যোগ। তাঁদের মতে, এতে প্রকৃত ভোটাররা উপকৃত হবেন এবং নির্বাচনী ব্যবস্থায় জনআস্থা ফিরে আসবে। তবে প্রশ্ন হলো;এই প্রক্রিয়া যদি সত্যিই শুধুমাত্র প্রশাসনিক হয়, তাহলে সেটি আরও আগে কেন শুরু করা হল না? কেনই বা ঠিক নির্বাচনের প্রাক্কালে তাড়াহুড়ো করে এমন উদ্যোগ? এর পেছনে রাজনৈতিক কৌশল নেই;এ দাবি করাও কঠিন। ভোটার তালিকা সংশোধনের সাথে সাথে আধার লিঙ্কিং, জন্মসনদ যাচাই, বাসস্থান সংক্রান্ত নথিপত্রের যাচাই;এই ধরণের তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে অনেকেই এনআরসি-র প্রাথমিক রূপ হিসেবে দেখছেন। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এখনো এনআরসি কার্যকর করার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেনি, কিন্তু রাজ্যস্তরে এই ধরনের তথ্যসংগ্রহ ও যাচাই ভবিষ্যতের বড় প্রকল্পের ভিত্তি গঠনের আশঙ্কা উসকে দিচ্ছে। বিহার এক বহুভাষিক, বহু-ধর্মীয়, সামাজিকভাবে বৈচিত্র্যময় রাজ্য। এই রাজ্যে যে কোনও জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায় ভিত্তিক আলাদা করে তথ্য সংগ্রহ রাজনৈতিক সংঘর্ষের কারণ হতে পারে। বিগত দিনগুলোতে দেখা গিয়েছে, এনআরসি বা সিএএ-র মতো উদ্যোগগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়েছে, এবং সেই আতঙ্ককে ব্যবহার করেছে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে ভোটাধিকার কেবল একটি সাংবিধানিক অধিকার নয়, এটি নাগরিকত্বের স্বীকৃতিরও প্রতীক। সেই অধিকার নিয়েই যদি প্রশ্ন ওঠে, যদি সন্দেহের ছায়া পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে, তাহলে নির্বাচন প্রক্রিয়া তার নৈতিক মর্যাদা হারাতে বসে। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের উচিত হবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে তালিকা সংশোধনের কাজ পরিচালনা করা। যে কোনও নাম বাদ যাওয়ার আগে যথাযথ প্রমাণ এবং পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে সংশ্লিষ্ট নাগরিককে। একই সঙ্গে, তালিকা সংশোধনের কাজকে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এড়াতে হবে প্রশাসনকে। পরিশেষে, বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে যদি এনআরসি-র 'ড্রাই রান' করা হয়ে থাকে, তবে তা কেবল প্রশাসনিক অবিচার নয়, রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতারও শামিল। গণতন্ত্রে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া সবচেয়ে বড় অপমান;সেই অপমান যদি কোনও সম্প্রদায়কে টার্গেট করে করা হয়, তবে তার ফল সুদূরপ্রসারী এবং অশুভ হতে বাধ্য। জবাবদিহি মূলক নির্বাচন কমিশন এবং সচেতন নাগরিক সমাজ মিলেই পারে এই ধরনের অপচেষ্টা প্রতিহত করতে। গণতন্ত্র কেবল ভোটের দিন ভোট দেওয়া নয়, এটি ন্যায়, সমতা ও অন্তর্ভুক্তির নীতিতে গঠিত একটি পরিকাঠামো। সেই কাঠামোর ভিত কাঁপালে কেবল ভোট নয়, কেঁপে উঠবে পুরো দেশ।

'বিচার ছিল পুতুল, রাষ্ট্র ছিল স্বৈরতন্ত্রে বন্দি'— জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে বিঁধলেন মোদী

ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে ২৫ জুন মানেই একটি স্মরণীয় এবং বিতর্কিত দিন। ১৯৭৫ সালে এই দিনে দেশে জারি হয়েছিল জরুরি অবস্থা। এই কালো অধ্যায়কে কেন্দ্র করে প্রত্যেক বছরই রাজনৈতিক উত্তাপ দেখা যায়; স্মরণ, দোষারোপ, আত্মসমালোচনা কিংবা প্রতিশোধ মূলক বক্তৃতায় মুখর হয়ে ওঠে শাসক ও বিরোধীরা। চলতি বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবার নাম না করে কংগ্রেসের দিকেই কটাক্ষের তীর ছুঁড়েছেন, ও বলছেন; জরুরি অবস্থায় বিচারব্যবস্থাকে 'পুতুলে' পরিণত করে দিয়েছিল তৎকালীন শাসক দল। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য রাজনৈতিক দিক থেকে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনই ঐতিহাসিক স্মৃতির পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রেও এক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশেষ করে যখন দেশে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা, সংবিধান-নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির নিরপেক্ষতা ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ রক্ষার প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে; তখন মোদীর এই বক্তব্য একদিকে ইতিহাসকে সামনে টেনে এনে বর্তমান রাজনীতিতে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা, অন্যদিকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক অতীতের বিরুদ্ধে এক পুনর্বার প্রচারকৌশল। মোদী তাঁর বক্তব্যে সরাসরি কংগ্রেসের নাম নেননি, কিন্তু তাঁর বাক্যের ধার ছিল স্পষ্ট; 'দেশে এমন এক সময় ছিল, যখন সংবাদমাধ্যম স্তব্ধ ছিল, বিচারব্যবস্থা ছিল সরকারের হাতের পুতুল, সংবিধানের মর্যাদা ছিল পদদলিত, আর সাধারণ নাগরিক ছিল ভীতসন্ত্রস্ত।' এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি কেবল অতীতের দিকে আঙুল তোলেননি, বর্তমানের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতের দিশাও দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর বার্তা ছিল সুস্পষ্ট; বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার সংবিধান ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা অতীতে কংগ্রেস রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে প্রশ্ন ওঠে; এই মন্তব্য শুধুই কি অতীতের খতিয়ান, নাকি বর্তমান বাস্তবতার নিরিখেও কিছু চাপা ক্ষোভের প্রতিফলন? কারণ, বিগত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিচারবিভাগের স্বচ্ছতা, মামলার বাছ-বিচার, বা রাজনৈতিক সংবেদনশীল মামলার নিষ্পত্তি নিয়ে নানা বিতর্ক দেখা গেছে। বহু বিরোধী দল অভিযোগ করেছে, শাসকের চাপেই কখনও কখনও 'নিরপেক্ষ' আদালতও পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে উঠছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী যখন অতীতের বিচারব্যবস্থার 'পুতুল' হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, তখন বিরোধীরা পাল্টা প্রশ্ন তোলার সুযোগ খুঁজে পায়;আজকের দিনে কি বিচারব্যবস্থা আদৌ সম্পূর্ণ স্বাধীন? এর পাশাপাশি জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আবারও নাগরিক অধিকার, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার হরণ নিয়ে স্মরণ করান। ১৯৭৫ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে যে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল, তাতে গোটা দেশ কার্যত এক দলনীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী, লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সংবাদপত্রে জারি হয়েছিল সেন্সরশিপ। সেই স্মৃতি এখনও অনেকের মনে দগদগে। কিন্তু মোদীর এই বক্তব্য একপাক্ষিক বলেই মনে করছেন অনেকে। কারণ, বর্তমান সময়েও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ। বহু গণমাধ্যমকে 'সরকারপন্থী' বলে অভিযোগ উঠেছে। সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ, আইনের অপব্যবহার, তদন্ত সংস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে বিরোধীরা প্রতিনিয়ত অভিযোগ করছে। তাই মোদীর বক্তব্যকে অনেকেই দেখছেন একপ্রকার নির্বাচনী কৌশল বা নৈতিক উচ্চতা অর্জনের প্রচেষ্টা হিসেবে। তবে এটাও মানতেই হবে, জরুরি অবস্থার স্মৃতি ভারতীয় রাজনীতিতে এক অনিবার্য সত্য। ১৯৭৫ সালের সেই ঘটনা শুধুই রাজনৈতিক রেকর্ড নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠও বটে;যেখানে বুঝতে হয়, গণতন্ত্রের বাহ্যিক চেহারা বজায় থাকলেও, যদি মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত নড়ে যায়, তবে গণতন্ত্র কার্যত মুছে যেতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী যখন 'বিচারব্যবস্থা ছিল পুতুল'; এই বাক্যে অতীতের কালো অধ্যায়কে তুলে আনেন, তখন সেই বক্তব্যের একমাত্র লক্ষ্য কংগ্রেস হলেও, আসলে তা গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থারই একটা সতর্কবার্তা। কারণ, যেকোনও রাজনৈতিক দল যদি ক্ষমতায় এসে বিচারব্যবস্থা বা সংবাদমাধ্যমকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে, তবে সেই দলীয় নাম যতই আলাদা হোক, কাজের দিক থেকে তারা জরুরি অবস্থার চেতনার পুনরাবৃত্তি করে ফেলবে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে বিজেপি রাজনৈতিকভাবে কংগ্রেসকে যে কোণঠাসা করতে চাইছে, তা স্পষ্ট। কিন্তু একই সঙ্গে এই বক্তব্য থেকে উদ্ভূত হয় একটি মৌলিক প্রশ্ন; আজকের ভারত কি এই ধরনের রাজনৈতিক আত্মসমালোচনা গ্রহণের মতো পরিপক্ক? এবং সরকার কি নিজের ভূমিকাকেও সেই একই মানদণ্ডে বিচার করতে প্রস্তুত? দেশের গণতন্ত্রকে শুধুমাত্র অতীতের 'দোষগাথা' দিয়ে বিচার করলেই চলবে না। অতীতের শিক্ষা নিয়ে বর্তমানকে আরও স্বচ্ছ, সংবেদনশীল ও ন্যায়নিষ্ঠ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক ব্যর্থতা মনে করানো প্রয়োজন, তবে তার থেকেও বেশি প্রয়োজন বর্তমান দায়িত্ব সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণ। জরুরি অবস্থার মতো ঘটনা বারবার না ঘটে, তার জন্য সরকার, বিচার ব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যম, ও নাগরিক সমাজ; সবার সম্মিলিত দায়িত্ব আছে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আরও মজবুত হয়, তবেই জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার না হয়ে, গণতন্ত্রের সংরক্ষণের পাঠ হয়ে উঠবে। মোদীর বক্তব্যে অতীতের কংগ্রেসের দোষ স্পষ্ট হলেও, সেই সঙ্গে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রতি এটি একটি বার্তা হিসেবেই দেখা উচিত;গণতন্ত্রে কোনও প্রতিষ্ঠান যেন আর কখনও পুতুলে পরিণত না হয়। কারণ, তখন কেবল রাজনীতি নয়, হারাবে রাষ্ট্রের আত্মাও।

জাতি গঠনের স্তম্ভ হিসেবে বিজ্ঞান উদ্ভাবনের বাইরে দায়িত্ববোধ

বিজ্ঞানের তাৎপর্য ল্যাবরেটরি, পাঠ্যপুস্তক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূরে বিস্তৃত। এটি একটি জাতির অগ্রগতির গতিপথ গঠনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। যখন দৃষ্টিভঙ্গি এবং দায়িত্বশীলতার সাথে পরিচালিত হয়, তখন বিজ্ঞান একটি রূপান্তরকারী শক্তিতে পরিণত হয় - জননীতি পরিচালনা, অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা, স্বাস্থ্য ফলাফল উন্নত করা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। এই আলোকে, বিজ্ঞানের দায়িত্ব কেবল অন্বেষণ এবং আবিষ্কার করা নয় বরং জাতি গঠনের স্থাপত্যের একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ হিসেবে কাজ করা। একটি জাতির উন্নয়ন কেবল আদর্শ দ্বারা টিকিয়ে রাখা যায় না। যদিও রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাতীয় পরিচয়ের কাঠামো প্রদান করে, একটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইঞ্জিন প্রযুক্তিগত শক্তি এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির উপর নির্ভর করে। খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি নিশ্চিত করা থেকে শুরু করে ডিজিটাল অবকাঠামো এবং রোগ প্রতিরোধে উদ্ভাবন পর্যন্ত, বিজ্ঞান নাগরিক জীবনের প্রতিটি দিককে স্পর্শ করে। অতএব, বিজ্ঞানের দায়িত্ব সমাজের প্রতি দায়িত্বের সাথে সহজাতভাবে জড়িত। এই দায়িত্ব শিক্ষা দিয়ে শুরু হয়। যে সমাজ তৃণমূল থেকে বৈজ্ঞানিক মেজাজ লালন করে, সে তার নাগরিকদের সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করতে, বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রশ্ন করতে এবং নিরলসভাবে উদ্ভাবন করতে সক্ষম করে। বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা কেবল সূত্র বা তথ্য বোঝার বিষয়ে নয়; এটি অনুসন্ধানের সংস্কৃতি গড়ে তোলার বিষয়ে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্তর্নিহিত প্রশ্ন করার মনোভাব গণতন্ত্রের জন্যও অপরিহার্য। একটি সুপরিচিত, বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ভুল তথ্য, কুসংস্কার এবং জনপ্রিয় কারসাজির ঝুঁকিতে কম পড়ে। তদুপরি, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জনসাধারণের চাহিদা বা জাতীয় অগ্রাধিকার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করা উচিত নয়। তাদের ভূমিকা কেবল যুগান্তকারী গবেষণা প্রকাশ করা নয় বরং এই জ্ঞানকে অ্যাক্সেসযোগ্য প্রযুক্তি, টেকসই অনুশীলন এবং নীতিতে রূপান্তরিত করা নিশ্চিত করা যা সমাজের দুর্বলতম অংশকে উন্নীত করে। বিজ্ঞানের সাফল্য কেবল পেটেন্ট বা প্রকাশনা দ্বারা নয় বরং সাধারণ মানুষের জীবনে এটি যে বাস্তব পরিবর্তন আনে তার দ্বারা পরিমাপ করা উচিত। গ্রামীণ স্বাস্থ্য, সাশ্রয়ী মূল্যের শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানীয় জল, জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা - এগুলি হল প্রয়োগ বিজ্ঞানের আসল পরীক্ষা। উদাহরণস্বরূপ, ভারত বিজ্ঞানের রূপান্তরকারী শক্তিকে কার্যকরভাবে দেখেছে। সবুজ বিপ্লব থেকে শুরু করে মঙ্গল গ্রহের অরবিটার মিশন, ডিজিটাল পেমেন্ট অবকাঠামোর অগ্রগতি থেকে শুরু করে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের স্থানীয় উন্নয়ন পর্যন্ত, বিজ্ঞানীদের অবদান সরাসরি দেশের আর্থ-সামাজিক দৃশ্যপটকে রূপ দিয়েছে। তবুও, যাত্রা এখনও শেষ হয়নি। গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ আরও গভীর করা, বৈজ্ঞানিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে নগর-গ্রামীণ ব্যবধান দূর করা ও একটি শক্তিশালী বাস্তুতন্ত্র তৈরি করা জরুরি যা কেবল অভিজাত শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, তৃণমূল পর্যায়েও উদ্ভাবনকে সমর্থন করে। বিজ্ঞানের নৈতিক দায়িত্বও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মহান শক্তির সাথে সাথে এটিকে বিজ্ঞতার সাথে ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা আসে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জৈবপ্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং পারমাণবিক শক্তির মতো ক্ষেত্রে অগ্রগতি গভীর প্রভাব ফেলে। এই উন্নয়নগুলি কেবল অভিনবত্ব বা লাভের সাধনা দ্বারা নয় বরং মানব মর্যাদা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক এবং জনসাধারণকে একযোগে কাজ করতে হবে যাতে অগ্রগতি নৈতিক আপস বা সামাজিক বৈষম্যের বিনিময়ে না আসে। তাছাড়া, বিজ্ঞানকে রাজনীতিকরণ থেকে রক্ষা করতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে, বিশ্বব্যাপী এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক লাভের জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, অথবা অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন অস্বীকার, জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভুল তথ্য, অথবা ছদ্ম বৈজ্ঞানিক দাবি যাই হোক না কেন, বিজ্ঞানের বিকৃতি বিপজ্জনক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। একটি জাতি সত্য নিয়ে জুয়া খেলতে পারে না। বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের স্বাধীনতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে হবে এবং সরকারগুলিকে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে তথ্যকে সম্মান করা হবে, হেরফের করা হবে না। বিজ্ঞানকে জাতি গঠনে সত্যিকার অর্থে একীভূত করার জন্য, আন্তঃবিষয়ক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। আজ মানবজাতির মুখোমুখি সমস্যাগুলি জটিল এবং আন্তঃসংযুক্ত, মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সম্পদ হ্রাস বিচ্ছিন্নভাবে সমাধান করা যায় না। সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি, সামাজিক বোধগম্যতা, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও নৈতিক প্রতিফলনের সঙ্গম প্রয়োজন। বিজ্ঞানকে জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে জড়িত হতে ইচ্ছুক হতে হবে, যতটা সম্ভব মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে।

ইংরেজির আধিপত্যে টান, ভারতীয় ভাষার যাত্রাপথে বিপর্যয়

ভারতের ভাষাভিত্তিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ইংরেজির একচেটিয়া আধিপত্য নতুন করে এক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। প্রশাসনিক কার্যকলাপ, উচ্চশিক্ষা, প্রযুক্তি ও কর্পোরেট পরিসরে ইংরেজির প্রবল প্রাধান্য আজ ভারতীয় ভাষাগুলিকে কোণঠাসা করে তুলেছে। 'বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মেলাতে হবে'; এই অজুহাতে ভারতীয় ভাষার বিপরীতে ইংরেজির যে অনুকরণবাদী ও অসম প্রতিস্থাপন ঘটেছে, তা আজ কেবল ভাষাগত লজ্জা নয়, সাংস্কৃতিক সংকটেরও জন্ম দিচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে বহু ভাষার সহাবস্থান রক্ষার স্বপ্ন নিয়েই তৈরি হয়েছিল একটি সাংবিধানিক কাঠামো। সংবিধানের অষ্টম তফসিলে তালিকাভুক্ত ভাষার সংখ্যা ২২। প্রাদেশিক স্তরে প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত ব্যবহারের জন্য মাতৃভাষা ব্যবহারের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। কিন্তু বাস্তবে সেই নীতির স্থান হয়নি সর্বস্তরে। উল্টে 'সুশীল সমাজ', নাগরিক এলিট, এবং উচ্চবর্গীয় প্রশাসন একযোগে ইংরেজিকেই উন্নতির পথ দেখিয়ে চলেছে। বর্তমানে শহুরে মধ্যবিত্ত ভারতীয়র কাছে মাতৃভাষা কেবলমাত্র ঘরের দেওয়ালে টাঙানো 'স্মৃতিচিহ্ন'। সন্তানের 'ভবিষ্যৎ' গড়ে দেওয়ার নামে প্রথম থেকে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদানকে 'বৈধতাপ্রাপ্ত' করা হয়েছে। ইংরেজিকে অপরিহার্য ভাষা হিসেবে তুলে ধরার ফলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষাভাষীদের পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে, অন্যদিকে দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষ মৌলিক তথ্য ও সেবার নাগালে পৌঁছতে পারছেন না শুধুমাত্র ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার কারণে। শুধু শিক্ষাক্ষেত্র নয়, প্রযুক্তি বা তথ্যের ডিজিটাল পরিসরেও ভারতীয় ভাষার গুরুত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। সরকার 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'-র প্রচার চালালেও সরকারি ও বেসরকারি পরিষেবা, ওয়েবসাইট, আবেদনপত্র, অ্যাপ্লিকেশন, প্রয়োজনীয় নথিপত্র বা ই-মেল আদানপ্রদান সবেতেই ইংরেজির একচ্ছত্র দখল। ফলে একজন হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া বা তামিল ভাষাভাষীর কাছে এই পরিকাঠামো আজও দুর্বোধ্য ও পরোক্ষ। উল্লেখযোগ্যভাবে, জাতীয় শিক্ষা নীতির (এন.ই.পি. ২০২০) মাধ্যমে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলেও, তার বাস্তবায়নেএখনওস্পষ্টকাঠামোগতরূপরেখানেই।তারউপরবেসরকারি স্কুলগুলিতে 'ইংলিশ মিডিয়াম' নামক মোড়কে যেভাবে ইংরেজি ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, তা ভারতীয় ভাষার ভবিষ্যৎকে ঘোর সংকটের মুখে ফেলেছে। পড়ুয়াদের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে একধরনের সাংস্কৃতিক আত্মবিচ্ছিন্নতা। অনেকেই নিজের মাতৃভাষায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করে তথাকথিত আধুনিকতার দোহাই দিয়ে ইংরেজিকে গ্রহণ করছে। সাম্প্রতিক কালে যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, আইনি পরিকাঠামো, বিচারব্যবস্থা, এমনকি প্রশাসনিক আলোচনাতেও ইংরেজির প্রাধান্য লক্ষণীয়। অথচ একটি সত্য উপেক্ষিত থেকে যায়; ভারতের ৭০ শতাংশেরও বেশি জনগণ আজও মাতৃভাষা ভিত্তিক শিক্ষা এবং যোগাযোগে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এই বাস্তবকে নীতি নির্ধারকদের উপেক্ষা করে যাওয়া মানে ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই দুর্বল করে দেওয়া। এই ভাষাগত বৈষম্য শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, এর প্রভাব অর্থনীতিতেও প্রকট। একজন দক্ষ কৃষক বা স্থানীয় কারিগর যদি শুধু নিজের মাতৃভাষাতেই পারদর্শী হন, তাহলে সে ডিজিটাল পেমেন্ট, সরকারি ভর্তুকি, নতুন প্রকল্পের সুবিধা বা বিপণন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে বাধা পায় শুধুমাত্র ভাষার কারণে। অপরদিকে, শহুরে একটি ইংরেজি প্রভাবিত সমাজে তার প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান প্রায় শূন্যের কোঠায়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই সংকট স্পষ্ট। সাহিত্যে, নাটকে, চলচ্চিত্রে, এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ইংরেজির আধিপত্য অনেকটা স্থান দখল করে নিচ্ছে। বাংলা, মারাঠি, কন্নড়, মৈথিলি, অসমীয়া ভাষার মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি এখন চাপের মুখে। তরুণ প্রজন্মের একাংশ এই ভাষার সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, কারণ তারা শিখছে এক 'উন্নততর' ভাষায় যোগাযোগ করতে। এই সংকট উত্তরণে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি বহুমাত্রিক ভাষানীতি, যা ভারতীয় ভাষাগুলির জন্য স্পষ্ট অবকাঠামো এবং সম্মান প্রতিষ্ঠা করবে। স্কুল স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত মাতৃভাষার প্রাধান্য থাকা উচিত। পাশাপাশি, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রেও ভারতীয় ভাষাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় সফটওয়্যার, অ্যাপ, ওয়েবসাইটের সংখ্যা ও মানও বাড়াতে হবে। ভারত যদি সত্যিই 'ভাষার গণতন্ত্র' চায়, তবে প্রথমেই দরকার ইংরেজিকে একমাত্র 'উন্নতির সোপান' ভাবা থেকে সরে আসা। ইংরেজি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে থাকুক, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু দেশের ভিতরে ভারতীয় ভাষাগুলির অস্তিত্ব, প্রয়োগ এবং গর্বকে পুনরুজ্জীবিত না করলে, একদিন হয়তো আমাদেরই কোনও সন্তান নিজেদের ভাষায় নিজের পরিচয় দিতেও লজ্জা পাবে। ভারতের ভাষাগুলিকে প্রান্তিকতা থেকে টেনে তুলে মূল স্রোতে আনাই হওয়া উচিত আজকের জরুরি কর্তব্য। ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এক একটি সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং পরিচয়ের ভিত্তি। সেই ভিত্তিকে অবহেলা করে কোনও আধুনিকতা টেকে না। ইংরেজির নাক কেটে, নিজের ভাষার যাত্রা থামিয়ে, আমরা কেবল নিজেদের শেকড়ই কেটে ফেলছি; তা বুঝে নেওয়াই এখন সময়ের দাবি।

রথের চূড়া ভেঙে রক্তক্ষরণ! রাতে আচমকা মৃত্যু মহিলার

দুরন্ত বার্তা, ডানকুনি, ২৯ জুনঃ রথের চূড়া ভেঙে গুরুতর আহত মহিলার মৃত্যু। এলাকায় ছড়াল উত্তেজনা। মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী। গত শুক্রবার ডানকুনিতে রথের দিন রথের চূড়া ভেঙে গুরুতর আহত হন তিন মহিলা। তাঁদের মধ্যে মৃত্যু হল একজনের। মৃতের নাম কল্পনা ঠাকুর (৩৮)। বাড়ি ডানকুনির ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। রথের দিন ডানকুনি রথতলা থেকে কালীপুর পর্যন্ত রথযাত্রার আয়োজন করা হয়। টি এন মুখার্জি রোড ধরে কালীপুরের দিকে যাওয়ার সময় ডানকুনি পুরসভার কাছে ঘটে বিপত্তি। রাস্তার উপরে বিদ্যুৎ-এর তারে লেগে ভেঙে পড়ে রথের চূড়া। পিছনে থাকা বেশ কয়েকজন আহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় তিন মহিলাকে ভর্তি করা হয় স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে। চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় সকলকে। শনিবার রাতে মৃত্যু হয়েছে কল্পনা ঠাকুরের। রথের দিন প্রাথমিক চিকিৎসার পর

নার্সিংহোম থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর বাড়ি থেকেই চিকিৎসা চলছিল কল্পনা ঠাকুরের। শনিবার রাতে আচমকা শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানেই মৃত্যু হয় কল্পনা ঠাকুরের। কল্পনার মাথায় গুরতর চোট লেগে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয় বলে জানা যাচ্ছে। সেই কারণেই মৃত্যু বলে প্রাথমিক অনুমান চিকিৎসকদের। মৃতদেহ ময়নাতদন্ত পাঠিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে, মৃত্যুর খবর এলাকায় আসতেই চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। অভিযোগ, রথের চূড়া ভেঙে গুরুতর আহত হলেও কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি রথ কমিটি। এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী। যদিও এবিষয়ে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবাশিস নন্দী বলেন, ''রথযাত্রা পরিচালনার দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা কম, আগাম সতর্কতা নিলেও দুর্ঘটনা একটা ঘটেছে।''

জোর করে গর্ভপাত করানোর অভিযোগ, কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে এফআইআর নির্যাতিতার

দুরন্ত বার্তা, বেলডাঙা, ২৯ জুনঃ চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ বেলডাঙা ভারত সেবাশ্রম সংঘের কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ। ২০১৩ সালের ঘটনা। ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন এক মহিলা। জোর করে গর্ভপাত করানোর অভিযোগ এনেছেন তিনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর চলছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে মহারাজ বলছেন, তাঁর বিরুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু সত্যেরই জয় হবে। তিনি বলছেন, ''আশা করি সত্য সত্যের পথে যাবে। আইন আইনের পথেই যায়।'' ইতিমধ্যেই মহিলার পুলিশ প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। তিনি বলছেন, ''আমার উপর তো যে কোনও সময় অ্যাটাক হতে পারে। সে কারণেই পুলিশ প্রোটেকশন দিচ্ছে।'' কিন্তু, এতদিন পর কেন অভিযোগ? আগে কেন অভিযোগ হয়নি? হিন্দুদের পক্ষে বলার জন্যই কী ফাঁসানো হচ্ছে? প্রশ্ন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। তিনি বলছেন, ''পুলিশ সঠিকভাবে তদন্ত করুক। এতদিন যখন উনি মুখ খোলেননি তখন ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়নি। এখন মুখ খুলছেন, সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ চলে এল। আদৌও অভিযোগ কতটা সত্য, আগে কেন বিষয়টা সামনে আসেনি সবটা নিয়ে তদন্ত হোক। কিন্তু, এমন যেন না হয় কেউ হিন্দুদের পক্ষে কথা বলার জন্য তাঁকে বিপদে ফেলতে হবে!'' সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। কটাক্ষ বিজেপিকে। কার্তিক মহারাজকে কেন এখনও গ্রেফতার করা হয়নি? প্রশ্ন তুলছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। কটাক্ষের সুরে তিনি বলছেন, ''কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে ভদ্রমহিলা যে বয়ান দিয়েছেন, তারপরে লজ্জা করছে না সুকান্ত মজুমদারের কথা বলতে? কার্তিক মহারাজ এগুলো করতে সাহস পেয়েছে সুকান্ত মজুমদারের পার্টির মদতে। এই লোকেরা ধর্মকে কলুষিত করছে।''

চিরঞ্জিত এমন কাজ করতে পারেন ভাবেননি কেউ!

দুরন্ত বার্তা, বাগদা, ২৯ জুনঃ দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক। তা ভেঙে অন্য জায়গায় বিয়ে হচ্ছে প্রেমিকার। এরপরই নিয়ে নিল বড় সিদ্ধান্ত। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা যুবকের। মৃতদেহ নিয়ে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে ভাঙচুর ও বিক্ষোভ যুবকের প্রতিবেশীদের। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠালো পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানা এলাকার মনোহরপুরের বাসিন্দা বছর তিরিশের চিরঞ্জিত বৈরাগী। তাঁর সঙ্গে প্রেম প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল ভবানীপুরের পুলিশে চাকরিররত মেয়ে সরস্বতী দাসের। যুবকের পরিবার ও স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘ ষোলো বছর ধরে এই যুগলের প্রেম ছিল। চিরঞ্জিতের একাধিকবার বিয়ে ঠিক হলেও, সরস্বতী তাঁকে বিয়ে করতে দেননি। সম্প্রতি সরস্বতীর বিয়ে ঠিক হয় বনগাঁয়। গত বৃহস্পতিবার তাঁদের আশীর্বাদ হয়। চিরঞ্জিত বাইরের রাজ্যে কাজে গিয়েছিল। সেখান থেকে শনিবার রাতে বাড়িতে ফিরে আসে। এরপর আজ ভোরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। বিষয়টি

জানাজানি হতেই চিরঞ্জিতের প্রতিবেশীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সরস্বতীর বাড়িতে গিয়ে চড়াও হয়। ভাঙচুর করা হয় বাড়ির আসবাবপত্র। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগদা থানার পুলিশ। পুলিশের আশ্বাসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। চিরঞ্জিতের মা পূর্ণিমা বৈরাগী বলেন, ''দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে ওই মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের প্রেম ছিল। ছেলের একাধিকবার বিয়ে ঠিক হলেও বিয়ে করতে দেয়নি ওই মেয়ে। আমার একমাত্র সম্বল ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আমি চাই ওই মেয়ের শাস্তি হোক ফাঁসি হোক।'' অন্যদিকে সরস্বতীর বাবা নিকুঞ্জ দাস দাবি করেছেন, চাকরি পাওয়ার আগে মেয়ের সঙ্গে চিরঞ্জিতের সম্পর্ক ছিল। এখন আর নেই। একই সঙ্গে তিনি জানান, ''সকালে কয়েকজন লোক এসে আমার বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে। ওই যুবকের মৃতদেহ নিয়ে এসেছিল ওরা। পরবর্তীতে পুলিশ এসে উদ্ধার করেছে।''

লাশ কিনতে চলে গেলে তামান্নার বাড়িতে! কেন অ্যারেস্ট হবে না হুমায়ুন?

গর্জে উঠলেন মীনাক্ষী

দুরন্ত বার্তা, পলাশি, ২৯ জুনঃ টাকা দিয়ে সব লাশ কেনা যায় না! কেন অ্যারেস্ট হবে না হুমায়ুন কবীর? নদিয়ার সভা থেকে গর্জে উঠলেন বাম যুবনেত্রী তথা সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। শনিবারই কালীগঞ্জে বোমার আঘাতে মৃত নাবালিকা তামান্না খাতুনের বাড়িতে যান সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম-সহ বাম ব্রিগেডের একঝাঁক প্রথমসারির নেতা। সঙ্গে ছিলেন মীনাক্ষী। দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন পরিবারের সঙ্গে। তারপরই যোগ দেন পলাশির সভায়। সেখানেই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোপের পর তোপ দাগতে থাকেন। কয়েকদিন আগেই কালীগঞ্জে বাড়িতে গিয়েছিলেন ডেবরার তৃণমূল

বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তামান্নার মা সাবিনা বিবির সঙ্গে কথা বলার মাঝেই আর্থিক সাহায্যের কথা বলেন। এগিয়ে দেন সাদা খাম। আর তা দেখেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন সাবিনা বিবি। মুহূর্তেই তা প্রত্যাখ্যান। তারপর হুমায়ুন বেরিয়ে এলেও জল ততক্ষণ মাথার উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে। বিতর্কের মধ্যেই হুমায়ুনকে শোকজও করে তৃণমূল। সেই হুমায়ুনের বিরুদ্ধেই পলাশির সভা থেকে গর্জে উঠলেন মীনাক্ষী। চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে বলেন, ''আজ তামান্নার মা সবার মা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোটা রাজ্যের মা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ তামান্নার মা বলেছে পয়সা দিয়ে সব লাশ কেনা যায় না। তুমি বগটুইতে চলে গেলে লাশ কিনতে! তুমি আনিসের বাড়ি চলে গেলে লাশ কিনতে! ডেড বডি কিনতে তুমি চলে গেলে তামান্নার বাড়িতে। কেন অ্যারেস্ট হবে না হুমায়ুন কবীর? কেন রাস্তায় দাঁড় করিয়ে জুতোপেটা করা হবে না? কোন অধিকারী খামে করে একটা সন্তানহারা মাকে টাকা-পয়সা দিতে যাবে? এ কোন রাজনীতি এরা পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে নামাতে চাইছে? এ রাজনীতির প্রতি ঘৃণা থাকবে না? একরাশ ক্ষোভ থাকবে না?'' অন্যদিকে শুরুতে তামান্নর মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করলেও আজ অবধি তাঁর বাড়িতে যেতে দেখা যায়নি কালীগঞ্জের নবনির্বাচিত তৃণমূল বিধায়ক আলিফা আহমেদকে। তাঁকেও একহাত নিতে দেখা যায় মীনাক্ষীকে। আলিফার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, ''কোথায় গেল এখানকার বিধায়ক? তুমি বিধায়ক হও, যে রাজনীতিই করো না কেন, তার আগে তুমি একটা মেয়ে! কেন তোমার সৎ সাহস হচ্ছে না তামান্নার মায়ের সামনে দাঁড়াতে?'' এরপরই আক্রমণের ধার আরও বাড়িয়ে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, ''তোমার অন্তরআত্মা তোমাকে বাধা দিচ্ছে। চ্যালেঞ্জ করে বলেছি তুমি মোলান্দি গ্রামে পা দিতে পারবে না!''

বাঁকুড়ায় হাতির তাণ্ডবে ভয়ঙ্কর কাণ্ড!

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৯ জুনঃ মাঝরাতে আচমকা হানা। তোলপাড় চলল গোটা গ্রামে। দোকান থেকে বাড়ি, সর্বত্রই চলল ভাঙচুর। ঘটনা বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের কলগোড়া ও শ্রীচন্দ্রপুর গ্রামে। এলাকায় একটি দোকান এবং শ্রীচন্দ্রপুর গ্রামে একটি বাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বন দফতর জানিয়েছে ক্ষতিগ্রস্থদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তবে ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে বাঁকুড়ার বড়জোড়ার জঙ্গলে দু'টি ও দেউলির জঙ্গলে একটি হাতি রয়েছে। সেই হাতিগুলির মধ্যে দু'টি হাতি গতকাল রাত আড়াইটা নাগাদ প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আচমকাই খাবারের খোঁজে প্রথমে হানা দেয় কলগোড়া বাজারে। সেখানে আস্তিক মুখোপাধ্যায়ের দোকানে ভাঙচুর চালায়। দোকানে হানা দেওয়ার পরে হাতি দু'টি ঢুকে পড়ে স্থানীয় শ্রীচন্দ্রপুর গ্রামে। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ তাণ্ডব চালিয়ে হাতি দু'টি ফের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে পালিয়ে যায়। হাতির হানায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গদরি বাউরির বাড়ি। ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি বন দফতরের টালবাহানাতেই বারংবার লোকালয়ে হাতির হানার মত ঘটনা ঘটছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলা জানিয়েছে বন দফতর।

মধ্যরাতে বাড়িতে লাগল আগুন, পুড়ে মৃত্যু একই পরিবারের ৩ জনের

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৯ জুনঃ অগ্নিদগ্ধ হয়ে একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু। অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও একজন। ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার বৈশালি পার্ক এলাকায়। শনিবার মধ্যরাতে আবাসনের দোতলায় আগুন ধরে যায়। নীচের তলা থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখতে পান আবাসনের নিরাপত্তারক্ষী। সেই আগুন লাগার খবর অন্যান্য বাসিন্দাদের জানায়। আবাসিকরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এরপরই বাড়িতে বসবাসকারি চারজনকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অগ্নিদগ্ধ আরো এক মহিলাকে দুর্গাপুরের একটি চিকিসা কেন্দ্রে পাঠানো হয়। আগুন লাগার কারণ এখনো জানা যায়নি। জানা গিয়েছে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন গৃহকর্তা বাবলু সিং। বাবলুর শ্বশুরমশাই কেবল চন্দ, শাশুড়ি গায়েত্রী চন্দ। বাবলুর স্ত্রী শিল্পী (চট্টোপাধ্যায়) সিং অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় ভর্তি দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালে। মৃতদের আদি বাড়ি ঝাড়খন্ডের নিরসা। তাঁর একমাত্র ছেলে ভিন রাজ্যে পড়াশুনার জন্য হোস্টেলে থাকে বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক অনুমান শর্টসার্কিট কিংবা এসি থেকে আগুন লাগতে পারে।

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih, PS-Puncha, Dist-Purulia

NOTICE INVITING e-TENDER NO-01/2025-26/ KGP, Dated: 25/06/2025

Bid submission end date- **08.07.2025 6 PM.** Bid Submission Start Date- **30.06.2025 6 P.M.** Bid opening Date (Technical)-**11.07.2025 – 11 A.M.** For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.

Sd/- **Pradhan**
Kenda Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
Gangadharpur Gram Panchayat
Panchla, Howrah-711302

NOTICE INVITING TENDER NO: GGP/211/2025 to GGP/234/2025, Dated-28/06/2025

Schemewise separate online tender are hereby invited by undersigned from reputed, bonafied and resourceful contractor for 24 (twenty-four) nos. scheme. Bid submission starting from (online) **28.06.2025.** Last date within **4:00 P.M. on 07.07.2025.** Date of opening bid after **4:00 P.M. on 09.07.2025.** For details please visit office of the undersigned or visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Pradhan,**
Gangadharpur Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites e-tender online item/percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/123/008/25-26/PARK
Name of the work: **Regular maintenance of KMC Park at Samar Roy Chowdhury Park, Vidyasagar Park and Gupta Sishu Uddyan etc. in Ward No.-123.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,67,403.70.** Earnest money: **₹ 9,500.00.** Period of completion: **210 days.** Last date and time of submission of bid: **11.07.2025 - 12 Noon.** The tender will be opened on: **14.07.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **03.07.2025 (5 P.M.).**

(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/XVI/125/012/25-26
Name of the work: **Improvement of cement concrete road at Amritalal Mukherjee Road near Premises No.-295A and Nathpara near Premises No.-150/5 in Ward No.-125.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,87,501.59.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **09.07.2025 - 12 Noon.** The tender will be opened on: **11.07.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **01.07.2025 (5 P.M.).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/VI/046/007/2025-2026/D
Name of the work: **Restoration of northern side footpath of Humayan Place (disturbed by Water Supply Department/Central) from 17, J. L. Nehru Road to Betram Street in Ward No.-46.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,60,421.00.** Earnest money: **₹ 5,300.00.** Period of completion: **25 days.**

(2) NIT No. : KMC/VI/051/005/2025-2026/R
Name of the work: **Repairing of Ward Office in Ward No.-51 under Borough-VI.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,14,984.00.** Earnest money: **₹ 8,300.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/VI/053/028/2024-2025/R
Name of the work: **Repairing of KMC Labour Quarter at 53/5 Durga Charan Doctor Road in Ward No.-53.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,60,766.00.** Earnest money: **₹ 5,300.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/VI/061/014/2025-2026/R/UTTARAN
Name of the work: **Improvement of Uttaran passage by providing cement concrete and paver block at 26 and 26A Ripon Lane in Ward No.-061.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,19,991.00.** Earnest money: **₹ 4,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **10.07.2025 - 3 P.M. (For Sl. No. 1 to 4).** Tender opened on: **12.07.2025 - 3 P.M. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **28.06.2025 (6 P.M.) (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XI, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/103/006/2025-26/R/BUSTEE
Name of the work: **Maintenance of cement concrete road at Bustee near 20E, 7A Kabi Sukanta 2nd Lane, in Ward No.-103.** Estimated value (including GST & CESS): **₹ 2,48,400.22.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Time of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **10.07.2025 - 12 Noon.** Date and time of opening of bid: **12.07.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **02.07.2025 (from 5 P.M.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XV/139/017/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of the work: **Repairing of sanitary latrine with septic tank at different places under Uttaran Services in Ward No.-139, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,99,748.09.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **90 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **01.07.2025 - 12.00 Noon.** Documents download/sell start date (online): **01.07.2025 - 4 P.M.** Documents download/sell end date (online) : **10.07.2025 - 4 P.M.** Bid submission start date (online): **01.07.2025 - 4 P.M.** Bid submission closing date (online): **10.07.2025 - 4 P.M.** Bid opening date for technical proposals (online): **12.07.2025 - 4 P.M.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/139/018/2025-2026/D
Name of the work: **Restoration of concrete road near H/No. V-258 to V-261 Kankhully Road, U-88/B M. S. Dargha Road to U-53/A S. H. Road, V-50 to V55/A Heder Ara Lane, V-191/A to V-191 & U-18/A Karbala Road, etc. disturbed by Water Supply Department, KMC, in Ward No.-139, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,87,185.04.** Earnest money: **₹ 9,800.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **10.07.2025 - 11 A.M.** Date of opening of tender: **12.07.2025 - 11 A.M.** The bid forms and other details are available on and from **01.07.2025 (5 P.M.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer, Water Supply, (BPS), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/GJKBPS/25-26/06/1st Call
Name of the work: **Restoration work for scheduled pumping by Pump Unit No. 3 for maintaining manifold pressure at G. J. Khan Booster Pumping Station.** Estimated cost: **₹ 2,98,421.41.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/KBPS/25-26/01/1st Call
Name of the work: **Replacement of 700 mm dia. delivery pipe shortpiece fro HT Pump No. 1 at Kalighat B.P.S.** Estimated cost: **₹ 2,59,853.70.** Earnest money: **₹ 5,500.00.** Period of completion: **10 days.** Last date of submission of bid: **14.07.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **16.07.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **04.07.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Director General (Mechanical), Roads, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ASPH/PB/CM-03(1)/2025-26
Name of the work: **Repairing and renovation of Gate No. 1 at New Garrage Premises under Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated cost: **₹ 3,70,903.12.** Earnest money: **₹ 7,500.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **14.07.2025 - 1.30 P.M.** Bid opening date for technical proposal: **16.07.2025 - 1.30 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **02.07.2025 - 6 P.M.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/141 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road at 3 Baisnab Sett Street in Ward No.-021 under Borough-IV.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 2,27,286.75.** Earnest money: **₹ 4,600.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **09.07.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **30.06.2025 (12 Noon)** from the website: **https://wbtenders.gov.in** (537/25-26)

'সাপের কামড়ে সরাসরি হাসপাতালে চলো', বার্তা পৌঁছে দিতে আলিপুরদুয়ারে সাইকেল র‍্যালি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুনঃ ''সাপের কামড়ে ওঝা নয়, সরাসরি হাসপাতালে চলো''- এই বার্তা পৌঁছে দিতেই আলিপুরদুয়ার থেকে আসাম পর্যন্ত এক বিশেষ সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করল আলিপুরদুয়ার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে সাপের কামড়ে মৃত্যুহার অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবার পথে নামলেন আলিপুরদুয়ার জেলার বিজ্ঞানমনস্ক মানুষরা। এই সাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন ১২ জন স্বেচ্ছাসেবক। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার কাউন্সিলর গার্গি তালুকদার, বিশিষ্ট শিক্ষক সঞ্চয় ঘোষ, সমাজকর্মী মাধবী দে সরকার, সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান অজয় তেওয়ারি, সভাপতি জ্যোতির্ময় রায় এবং সম্পাদক কৌশিক দে সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্পবন্ধুরা। সাইকেল র‍্যালির অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় রয়েছেন নন্দ দুলাল সরকার, গৌতম, সন্তু, রোহিত, বকুল, প্রদীপ সহ আরও অনেক উৎসাহী তরুণ। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে সাপের কামড়ের পরও অনেক সময় রোগীকে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। ফলে বিষাক্ত সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় রোগীর মৃত্যু হয়। সঞ্চয় ঘোষ বলেন, ''ওঝার ঝাড়ফুঁকে নয়, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিই পারে সাপের বিষের প্রকৃত চিকিৎসা করতে।'' তিনি আরও জানান, ''অনেক সময় ভেন্টিলেশনের অভাবে রোগীদের মৃত্যু হচ্ছে। তাই আমাদের দাবি, প্রতিটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত অ্যান্টি-ভেনম ইনজেকশন মজুত রাখা হোক। একই সঙ্গে প্রতিটি মহকুমা হাসপাতালে ডায়ালিসিস এবং ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক।'' সাইকেল র‍্যালির পথ চলার সময় স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়। প্রজেক্টরের মাধ্যমে সাপের কামড়ে প্রাথমিক করণীয় বিষয়ক সচেতনতামূলক ভিডিও দেখানো হয়। বিশেষত গ্রামের মানুষদের বোঝানো হয়, সাপে কাটলে গায়ে তেল মালিশ, কাটা জায়গা চেঁচে রক্ত বার করা কিংবা ওঝার ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে সময় নষ্ট না করে দ্রুত সরকারি হাসপাতালে যাওয়াই একমাত্র সঠিক উপায়। সংস্থার পক্ষ থেকে আরও দাবি জানানো হয়েছে, অ্যান্টি-ভেনম ইনজেকশনের পর্যাপ্ততা, সাপে কাটা রোগীর জন্য জরুরি রেফারেল ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা এবং হাসপাতালগুলিতে সাপে কামড়ের বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক। অজয় তেওয়ারি বলেন, ''এটা শুধু একটা সাইকেল র‍্যালি নয়, এটা মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য একটা আন্দোলন।'' স্নেক বাইট অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনিং আলিপুরদুয়ার-এর এই উদ্যোগ শুধু আলিপুরদুয়ার নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে এসেছে। সাপে কাটার মতো জরুরি পরিস্থিতিতে 'হসপিটাল নট উইচক্রাফ্‌ট' এই স্লোগানকে সামনে রেখে আলিপুর টু আসাম সাইকেল র‍্যালি ২০২৫ জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন উদ্যোগ আগামী দিনে সাপের কামড়ে মৃত্যুহার কমাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। হু-র সাপের কামড়ে মৃত্যু হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০-এর লক্ষ্যপূরণে পশ্চিমবঙ্গের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এক ইতিবাচক পদক্ষেপ।

RDB REAL ESTATE CONSTRUCTION LIMITED
CIN: L7000WB2018PLC227169
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-11, Kolkata, West Bengal, India, 700001, **Ph No** 033-4450-0500 ,Fax: 033-22420588;
Email id: secretarial@rdbrealty.com; **Website:** www.rdbrealty.in

গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইক্যুইটি শেয়ার ডিলিস্টিং) রেগুলেশনস, ২০২১ এর রেগুলেশন ৬ (১) (গ) অনুসারে, সংশোধিত হিসাবে, কোম্পানিটি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই) (স্ক্রিপ্ট কোডঃ ০২৮৩৯৭) থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার স্বেচ্ছায় ডিলিস্ট করার জন্য আবেদন করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তালিকাভুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্যঃ-
কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের লেনদেন শূন্য থাকায় কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে প্রদেয় তালিকাভুক্তি ফি-এর পুনরাবৃত্তিমূলক ব্যয় সাশ্রয় করার জন্য। যেহেতু কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি ''বিএসই লিমিটেড'' (বিএসই)-তে তালিকাভুক্ত থাকবে, যা একটি স্বীকৃত স্টক এক্সচেঞ্জ এবং জাতীয় জুড়ে ট্রেডিং টার্মিনাল রয়েছে, তাই সিএসই থেকে ইক্যুইটি শেয়ার ডিলিস্ট করা বিনিয়োগকারীদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে না।
কোম্পানীর ইক্যুইটি শেয়ারগুলি বিএসই লিমিটেডে তালিকাভুক্ত থাকবে।

আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- প্রদীপ কুমার পুগালিয়া
(পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর)
(ডিআইএনঃ ০০৫০১৩৫১)

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০শে জুন, ২০২৫

BEFOUND MOVEMENT LIMITED
(Formerly known as Regency Trust Limited)
Reg. Off.: Unit 5B, Level 5, RDB Boulevard, Plot K1, Sector V, Block EP & GP, Bidhan Nagar CK Market, North 24 Parganas, Salt lake, Kolkata - 700091
Tel no.: +91 8108892327| **Website:** www.regencytrust.co.in | **CIN:** L27109WB1988PLC045119

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF EXTRA- ORDINARY GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

The Company had intimated about Notice of Extra- Ordinary General Meeting and Remote E-Voting Information dated May 27, 2025. The remote e-Voting period commenced on Friday, June 27, 2025 (10:00 AM.) and ends on Sunday, June 29, 2025 (05:00. PM) seeking approval of Members for Issue of Convertible Warrants on Preferential Basis as detailed in the EGM Notice dated May 27, 2025.
This Corrigendum is being issued to modify some clause mentioned in the EGM Notice, in accordance with the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015. Accordingly, vide this Corrigendum, we wish to inform our members that the EGM Notice, shall be read with the said Corrigendum.
Other contents of the EGM Notice remain unchanged. This Corrigendum shall form an integral part of EGM Notice and shall also be available on the website of the Company at www.regencytrust.co.in, website of the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com respectively.

By Order of the Board of Directors
For Befound Movement Limited
(Formerly known as Regency Trust Limited)
SD/-
Rajesh Kapoor
Managing Director and CFO
DIN: 02757121

Date : June 28, 2025
Place : Mumbai

রূপচর্চা ও ফ্যাসন

পা ঢাকা জুতো পরলেই পায়ে দুর্গন্ধ? মূল চাবিকাঠি, রয়েছে আরও টিপস

জুতো তৈরির উপকরণেও বদল এসেছে। পদস্বাস্থ্যের কথা ভেবে বিস্তর গবেষণা করে সেসব পরিবর্তন এনেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাই। সে তো ভালোই। কিন্তু সব জুতোই যে সবার জন্য, তা তো নয়। বিশেষত পা ঢাকা জুতো পরে অনেকেরই বিচিত্র সমস্যা হয়। পা ভালো থাকে, চলাফেরাতেও সুবিধাই হয়। কিন্তু বিপত্তি হল এই যে জুতো খোলার পর দুর্গন্ধে টেকা দায়! ধারেকাছে না জুতো রাখা যায়, না নিজের পা নিয়ে কারও সামনে বসা যায়। এই সমস্যায় পড়ে কেউ কেউ তো ঢাকা জুতো পরা ছেড়েই দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়। সামান্য কয়েকটি সহজ উপায় মাথায় রাখলেই আপনার সমস্যা দুর হবে। রইল সেসব টিপস -

কখনওই মোজা ছাড়া জুতো পরবেন না। স্নিকার, লোফার কিংবা বুট - যেমনই জুতো হোক, মোজা পরতেই হবে। যখন জুতো খুলবেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে মোজাও খুলে ফেলুন। তাতে বিশ্রী গন্ধ মোজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। মোজাটি সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে যে কোনও সুগন্ধী তরলে ভিজিয়ে তবে মেলুন। দুর্গন্ধ বেমালুম উধাও হয়ে যাবে।

জুতোর সঙ্গে মোজা মাস্ট!

দ্বিতীয়ত, জুতো-মোজা পরার আগে পায়ে কিছুক্ষণ ধরে ট্যালকম পাউডার ঘষে নিন। তারপর অবশ্যই পরুন সুতির মোজা। যাদের জুতো পরার সমস্যা আছে, অন্য কোনও মোজায় তাদের পায়ের চামড়ার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতির মোজা গলিয়ে তারপর জুতো পরে ফেলুন। জুতো খোলার পর তেমন দুর্গন্ধ আর বেরবে না। যদি ভেবে থাকেন সুগন্ধী কিছু একটা মাখলেই বোধহয় দুর্গন্ধ কমবে, সেই ভুল মোটেই করবেন না। ক্রিম জাতীয় কিছু মাখলে কিন্তু বিপত্তি আরও বাড়বে। অবশ্যই সাধারণ গুঁড়ো ট্যালকম পাউডার পায়ে লাগাবেন।

অনেক সময় ত্বকের ধরনের উপর নির্ভর করে জুতো ব্যবহারের এই সমস্যা। তৈলাক্ত ত্বক হলে অনেকক্ষণ ধরে চাপা জুতো পরে থাকলে ঘাম নিঃসরণের ফলে পায়ে অতিরিক্ত সংক্রমণ হতে পারে। সেটাও দুর্গন্ধের একটা কারণ। আপনার ত্বক যদি তেমন তৈলাক্ত হয়, তাহলে খুব বেশিক্ষণের জন্য জুতো না পরাই ভালো। মনে রাখবেন, ত্বকের যে কোনও সংক্রমণের মূল উৎস অপরিচ্ছন্নতা। তাই রোজ নিয়ম করে দু'বেলা পা সাবান অথবা বডিওয়াশ দিয়ে ভালো করে ধোবেন। পা পরিস্কার থাকলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে।

আরও একটা বিষয় মাথায় রাখবেন। জুতো পরার ইচ্ছে হলেই যে কোনও সস্তার জুতো কিনে ফেলবেন না। দেখেশুনে ভালো মানের এবং পায়ে ঠিকমতো ফিট হয়, এমন জুতোই কিনবেন। ব্যস, এই কয়েকটি বিষয় মেনে চললে খুব সহজেই স্বচ্ছন্দ্যে পরতে পারবেন। আন্ডার আই প্যাচ ব্যবহার করছেন? আন্ডার আই ক্রিমের বদলে এই মুহূর্তে আই প্যাচ ভীষণ প্রচলিত। আম জনতা থেকে তারকা প্রত্যেকেই ব্যস্ত আই প্যাচ ব্যবহার করতেন। ডার্ক সার্কেল থেকে চোখের চারপাশের চাম।া ভালো রাখতে কীভাবে এই আই প্যাচ সাহায্য করে, কীভাবেই করবেন এর সঠিক ব্যবহার কী কী সুফল পাবেন জেনে নিন। এই প্যাচ হল একপ্রকার সিলিকন জেলের প্যাচ। তাতে থাকে হাইল্যুরনিক অ্যাসিড, নিয়াসিনামাইড ও রেটিনলের মতো নানা উপাদান। যা চোখের চারপাশের চামড়াকে ভালো রাখে। কমিয়ে দেয় চোখের ফোলাভাব। বাজারচলতি যে কোনও আই প্যাচ কিনে নেবেন না। তা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সচেতন হন।এক্ষেত্রে রেটিনল যুক্ত আই প্যাচ ব্যবহার করতে পারেন। হাইল্যুরনিক আই প্যাচও এক্ষেত্রে কার্যকরী।

রাতে ঘুমানোর আগে কিংবা মেকআপ করার আগে আই প্যাচ ব্যবহার করলে আপনার চোখের নিচের চাম।ায় আসবে পরিবর্তন। কমে যাবে ফলা ভাব। চোখে কোনও সমস্যা না থাকলে নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন আই প্যাচ। রাতে ঘুমানোর যাওয়ার আগে আন্ডার আই ক্রিম ব্যবহারের চল ছিল। সময়ের সঙ্গে সেবিষয়েও এসেছে পরিবর্তন। এখন আন্ডার আই ক্রিমের বদলে আই প্যাচ চোখের নিচে দিয়ে ঘুমোতে পছন্দ করেন অনেকেই। মোট কথা বলা যায় আই প্যাচ এখন ট্রেন্ডিং।

তবে কোনও সংক্রমণের সমস্যা থাকলে বা চোখে কোনওরকম সমস্যা থাকলে সেক্ষেত্রে আই প্যাচ এ।ড়িয়ে চলাই ভালো। এমনকি সঠিক নিয়ম না মেনে ব্যবহার করলেও কিন্তু বিপদ হতে পারে। তাই সঠিক নিয়ম মেনেই চোখে এই প্যাচ ব্যবহার করবেন।

আটার জাদুতে বাজিমাত, রূপচর্চায় ব্যবহার করার কয়েকটি নিয়ম

মুখ ভর্তি ছোট ছোট লোম? আয়নার সামনে দাঁড়ালেই মনখারাপ। বারবার পার্লারে গিয়ে লোম পরিস্কার করে মুখ উজ্জ্বল রাখার ঝক্কি অনেককেই। তবে জানেন কি রান্নাঘরে থাকা আটা দিয়ে এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু যেভাবে সেভাবে ব্যবহার করলে হবে না। নির্দিষ্ট পদ্ধতি মানলেই মিলবে সুফল।

আটা ও হলুদের ফেসপ্যাক

উপকরণঃ

২ চামচ আটা।

১চামচ দুধ অথবা দই।

এক চিমটি হলুদ গুঁড়ো।

পরিমাণমতো জল।

ব্যবহারের পদ্ধতিঃ একটি বাটিতে সব কিছু মিশিয়ে নিন। এবার ভালো করে তা গোটা মুখে মেখে নিন। শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই প্যাক ব্যবহার করতে হবে।

আটা ও মধুর ফেসপ্যাক

উপকরণঃ ২ চামচ আটা।

১ চামচ মধু

পরিমাণমতো জল।

ব্যবহারের পদ্ধতি ঃ একটি বাটিতে সব কিছু মিশিয়ে নিন। এবার ভালো করে তা গোটা মুখে মেখে নিন। শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এই প্যাক ব্যবহারের ফলে মুখ শুস্ক হয়ে যেতে পারে। অবশ্যই ফেসক্রিম ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

আটা ও বেসনের ফেসপ্যাক

উপকরণঃ

১ চামচ আটা।

১ চামচ বেসন।

১ চামচ দই অথবা দুধ।

ব্যবহারের পদ্ধতিঃ

একটি বাটিতে সব কিছু মিশিয়ে নিন।

হরিপাল বাওনা শ্মশানের পাশে এক আদিবাসী অনুষ্ঠান

প্রকাশ মন্ডল, হুগলি, ২৯ জুন ঃ আগামীকাল ৩০ শে জুন ১৭১ তম হুল দিবসহুল । সেই উপলক্ষে আজ ২৯ শে জুন, হরিপাল বাওনা শ্মশানের পাশে এক আদিবাসী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডঃ করবি মান্না। তিনি আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে নৃত্য করেন এবং অনুষ্ঠান শেষে শাল গাছ রোপন করলেন। তিনি বললেন আগামীকাল ৩০ শে জুন হুল দিবস এই উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলাম এবং আগামীকাল পবিত্র হুল দিবস মন্ত্রী বেচারাম মান্নার ,নেতৃত্বে হরিপাল ডাকবাংলোর মোড় থেকে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু করে বাসুদেবপুর মোড় সিধু কান মূর্তির পাদদেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ,আমরা সারাদিন নানা অনুষ্ঠান চালিয়ে যাব।

৬০০ কোটি ডলার দান করলেন যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের ওয়ারেন বাফেট

২৯ জুন ঃ দাতব্যকাজে ব্যয়ের জন্য এবার নিজের বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের ৬০০ কোটি (৬ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার মূল্যের শেয়ার দান করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের ওয়ারেন বাফেট। প্রায় দুই দশক আগে নিজের সম্পদ দান করা শুরু করার পর এটিই তাঁর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বার্ষিক অনুদান। গেটস ফাউন্ডেশনসহ মোট পাঁচটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান এই অনুদান পেয়েছে। অনুদান পাওয়া বাকি চারটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান বাফেটের পরিবারের সদস্যদের দিয়ে পরিচালিত। গত শুক্রবার এই দানের ফলে বাফেটের মোট দানের পরিমাণ ছয় হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেল। বাফেট শুক্রবার গেটস ফাউন্ডেশনকে ৯৪ লাখ ৩০ হাজার শেয়ার, সুসান থমসন বাফেট ফাউন্ডেশনকে ৯ লাখ ৪৩ হাজার ৩৮৪ শেয়ার দিয়েছেন এবং তাঁর তিন সন্তান হাওয়ার্ড, সুজি ও পিটারের নেতৃত্বে থাকা তিনটি দাতব্য সংস্থা হাওয়ার্ড জি বাফেট ফাউন্ডেশন, শেরউড ফাউন্ডেশন ও নোভো ফাউন্ডেশনকে দিয়েছেন ৬ লাখ ৬০ হাজার ৩৬৬টি করে শেয়ার। শুক্রবারের অনুদানের আগপর্যন্ত ওয়ারেন বাফেটের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৫ হাজার ২০০ কোটি মার্কিন ডলার। ফোর্বস ম্যাগাজিনের তালিকায় সে সময় তিনি বিশ্বের পঞ্চম শীর্ষ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। ৬০০ কোটি ডলার দানের পর তিনি

এখন তালিকায় ৬ নম্বরে রয়েছেন। প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী, ওয়ারেন বাফেট এখনো বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ শেয়ারের মালিক।

সর্বশেষ অনুদান দেওয়ার আগপর্যন্ত ওয়ারেন বাফেটের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৫ হাজার ২০০ কোটি মার্কিন ডলার। ফোর্বস ম্যাগাজিনের তালিকায় সে সময় তিনি বিশ্বের পঞ্চম শীর্ষ ধনী ছিলেন। ৬০০ কোটি ডলার দানের পর এখন তালিকায় ৬ নম্বরে রয়েছেন।

এর আগে গত বছরের জুনে বাফেট ৫৩০ কোটি ডলার ও গত নভেম্বরে তাঁর পারিবারিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও ১১৪ কোটি ডলার অনুদান দিয়েছিলেন বাফেট। এক বিবৃতিতে বাফেট বলেছিলেন, বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের কোনো শেয়ার বিক্রির পরিকল্পনা তাঁর নেই বরং তিনি তাঁর সম্পদের বেশির ভাগটাই দান করে দিতে চান। বাফেটের বয়স এখন ৯৪ বছর। তিনি ২০০৬ সাল থেকে তাঁর সম্পদ দান করা শুরু করেন। মানবহিতৈষী কাজে নিজের অর্জিত সম্পদ ব্যয় করার ইচ্ছা থেকে গত বছর বাফেট তাঁর উইল পরিবর্তন করেন এবং সেখানে উল্লেখ করেন, মৃত্যুর পর তাঁর বাকি সম্পদের ৯৯ দশমিক ৫ শতাংশ একটি দাতব্য ট্রাস্টে দেওয়া হবে, যেটির তত্ত্বাবধান করবেন তাঁর সন্তানেরা। বাফেটের তিন সন্তানের মধ্যে সুসি বাফেটের বয়স ৭১, হাওয়ার্ড বাফেটের ৭০ ও পিটার বাফেটের বয়স ৬৭ বছর। গত বছরের জুনে বাফেট বলেছেন, তাঁর মৃত্যু হলে গেটস ফাউন্ডেশনের জন্য তাঁর অনুদান বন্ধ হয়ে যাবে।

দম দম মেট্রো স্টেশনে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণের আয়োজন

কলকাতা, ২৯ জুনঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে 'কলকাতার জীবনরেখা'-এ গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করেন যাতে আগুনের মতো যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো যায়। টানেলের ভিতরে বা ভায়াডাক্টে যেকোনো অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য, কলকাতার মেট্রো রেলওয়েতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।২৫.০৬.২০২৫ তারিখে দম দম মেট্রো স্টেশনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মাঠ কর্মীদের জন্য একটি অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এই প্রশিক্ষণে, মেট্রো কর্মীদের বিভিন্ন অগ্নি এবং ধোঁয়ার পরিস্থিতির সিমুলেশনের মাধ্যমে আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।ট্রাফিক বিভাগের কর্মীরা এবং আরপিএফ কর্মীরা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ মাঠ কর্মীদের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে আরও তীক্ষ্ণ করবে যাতে তারা যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে পারে, উদ্ধারের সময় কমিয়ে আনতে পারে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে।

Name Change

I, Rajendra Sahoo S/o Late Prabhat Sahoo Residing at Vill+P.o - Gopalchak, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin- 721423 West Bengal India that my deceased father who previously known as Prabhat Ch Sahoo shall henceforth be known as Prabhat Sahoo.I declare that my deceased father Prabhat Ch Sahoo and Prabhat Sahoo is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 26-06-2025.

Name Change

I, SK.RAKIBULLA, S/O – RAOSAN ALI , residing at –Mirpur Paschimpara, Dankuni, Vill- Bamunari, P.O :- Bamunari, P.S- Dankuni Sub District – Serampore Uttarpara, Dist –Hooghly, PIN – 712250, West Bengal. My father's actual spelling of name is SK.RAOSAN ALI which has been recorded in my Aadhar Card and others places but inadvertently my father spelling of name recorded as SK.ROUSAN ALI has been recorded in the certificate of Madhyamik Pariksha (Secondary Examination 2020). That my father SK RAOSAN ALI and SK.ROUSAN ALI is the same and one identical person vide Affidavit LD.1ST Class Judicial Magistrate, at Serampore, date- 10/06/2025.

উত্তর-পূর্ব রেলে ৯৯৪টি রাউন্ডে ৬৪টি গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে

গোরখপুর, ২৯ জুন ঃ যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশন থেকে মেট্রো এবং দেশের অন্যান্য প্রধান শহরগুলিতে ৯৯৪টি রাউন্ডে ৬৪টি গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে। এছা।াও, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনের মাধ্যমে দেশের প্রধান শহরগুলির জন্য ৬৯০টি রাউন্ডে ৫০টি গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে, অর্থাৎ, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের স্টেশনগুলির মাধ্যমে ১,৬৮৪ রাউন্ডে মোট ১১৪টি গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে। এই বিশেষ ট্রেনগুলির মাধ্যমে যাত্রীরা তাদের যাত্রা সহজ করতে পারবেন। ক্রমবর্ধমান যাত্রী সংখ্যার কথা মাথায় রেখে, রেকর্ড সংখ্যক বিশেষ ট্রেন চালানো হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরখপুর জংশন থেকে ১০টি, ছাপরা জংশন থেকে ১০টি, বানারস, লখনউ জংশন থেকে ০৬টি। মোট ৬৪টি বিশেষ ট্রেন পরিচালিত হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে ০২টি, গোমতী নগর থেকে ০২টি, আইশবাগ থেকে ০২টি, বারহনি থেকে ০২টি, মাউ থেকে ১২টি, গাজীপুর শহর থেকে ০৪টি, বারাণসী শহর থেকে ০২টি, বালিয়া থেকে ০২টি এবং লালকুয়ানের মতো উত্তরাখণ্ড স্টেশন এবং কাঠগোদাম থেকে ০২টি। যাত্রীদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে রেলওয়ে প্রশাসন বিভিন্ন স্টেশনের জন্য বিশেষ ট্রেন চালানোর প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারত গৌরব ট্রেনে দক্ষিণ ভারতে একটি দিব্য যাত্রা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন ঃ বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড় থেকে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য একটি বিশেষ ভারত গৌরব ট্রেন ঘোষণা করা হযেছে। ভারত গৌরব বিশেষ পর্যটন ট্রেনে ১২ দিনের রেল ভ্রমণ, বহু প্রতীক্ষিত দক্ষিণ ভারত যাত্রা, ২৭শে জুলাই ২০২৫ তারিখে ভাগলপুর থেকে শুরু হবে। দক্ষিণ ভারত যাত্রা ভক্তদের জন্য একটি আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ এবং সাশ্রয়ী তীর্থযাত্রার সুযোগ প্রদান করে।এই যাত্রা ভক্তদের আশীর্বাদ লাভের, তাদের আধ্যাত্মিক সংযোগকে আরও গভীর করার এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মন্দির এবং পবিত্র স্থানগুলিতে ঐশ্বরিক উপস্থিতি অনুভব করার সুযোগ প্রদান করবে।এই সাবধানে সাজানো তীর্থযাত্রা ভ্রমণকারীদের তিরুপতি-রামেশ্বরম-মাদুরাই-কন্যাকুমারী এবং মল্লিকার্জুনে নিয়ে যাবে। এই ট্যুরে ভাগলপুর, জাসিডিহ, মধুপুর, বরাকর, ধানবাদ, বোকারো স্টিল সিটি, মুরি, রাঁচি, রাউরকেলা, ঝাড়সুগুড়া, চম্পা, বিলাসপুর, রাযপুর এবং দুর্গ সহ একাধিক বোর্ডিং এবং ডিবোর্ডিং পয়েন্ট রয়েছে।এই ট্যুরটি১১ রাত এবং ১২ দিনে শেষ হবেভাগলপুর থেকে ট্রেনটি ২৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ছেড়ে যাবে এবং ৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ফিরে আসবে। দুটি ক্লাসের থাকার ব্যবস্থা থাকবে। স্লিপার ক্লাস (ইকোনমি) এ ৭২০ জন যাত্রী থাকার ব্যবস্থা থাকবে এবং ৩এসি (স্ট্যান্ডার্ড) ক্লাসে ৭০টি আসন বুক করা হবে।এই সাশ্রয়ী মূল্যের প্যাকেজে, যাত্রীদের নিশ্চিত ট্রেন টিকিট, সমস্ত খাবার (চা, প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্নভোজ, রাতের খাবার), দ্বিগুণতিন ভাগাভাগি ভিত্তিতে আরামদায়ক এবং পরিস্কার থাকার ব্যবস্থা (ইকোনমিতে নন-এসি স্ট্যান্ডার্ড এবং আরামদায়ক ক্লাসের জন্য এসি), বাসে স্থানান্তর এবং দর্শনীয় স্থান (ইকোনমি এবং স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসের জন্য নন-এসি আরামদায়ক ক্লাসের জন্য এসি), অনবোর্ড এসকর্ট, গৃহস্থালি, নিরাপত্তা এবং প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের মৌলিক ওষুধ সহ।যাত্রা আরাম, নিরাপত্তা এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা প্রদান করে - সবকিছুই সাশ্রয়ী মূল্যে, এটি একই যাত্রায় একাধিক ধর্মীয় স্থান পরিদর্শনের জীবনে একবারের সুযোগ করে তোলে।

সুতো বা চুল পেঁচিয়ে আঁচিল ঝরালে কী হয় জানেন

আঁচিল বা ত্বকের কোনো বাড়তি অংশের জন্য অস্বস্তিতে পড়েন অনেকেই। এমন সমস্যা দেখা দিলে সুতো বা চুল পেঁচিয়ে বেঁধে তা ঝরিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন কেউ কেউ। এমনকি অন্যকেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করার পরামর্শ দেন। আদতে কি এ পদ্ধতি কার্যকর এবং নিরাপদ সেটা কি কেউ জানেন?

ত্বকে এমন অনেক সমস্যাই হতে পারে, যেখানে ত্বকের চেয়ে একটু উঁচু বাড়তি অংশ দেখা দেয়। কারও হয় আঁচিল, কারও আবার দেখা দেয় স্কিন ট্যাগ। এসব সমস্যার মধ্যে কোনো কোনোটির গোড়ার দিকটা একটু সরু হয়ে থাকে। এমন ক্ষেত্রেই সাধারণত একটি সুতা বা চুল বেঁধে তা ঝরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হয়। এ পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম এক চর্মরোগ অধ্যাপক-এর কাছে। বিষয়টির বৈজ্ঞানিক দিক সহজভাবে ব্যাখ্যা করলেন এই চিকিৎসক।

সুতা পেঁচিয়ে রাখলে যা হয়- ত্বকের উঁচু অংশ বা কোনো বাড়তি ঝুলন্ত অংশের গোড়ায় যখন বেশ চাপ দিয়ে একটি সুতা বেঁধে রাখা হয়, তখন সেই অংশে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয়। এভাবে একসময় ত্বকের ওই অংশের কোষগুলো অক্সিজেনের অভাবে মারা যেতে যায়। গোড়ার দিকের এই কোষগুলো শুকিয়ে গেলে তখন ওই বাড়তি অংশের পুরোটাই ত্বক থেকে খসে পড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

তবে নেই নিশ্চয়তা- এ পদ্ধতিতে ত্বকের বাড়তি অংশ যে ঝরে পড়বেই, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। স্কিন ট্যাগ ত্বকেরই সাধারণ কোষ দিয়ে তৈরি হয় বলে কেবল সেটিই ঝরে যেতে পারে এ পদ্ধতিতে। আঁচিল হলো ভাইরাসের সংক্রমণে সৃষ্টি হওয়া একটি ক্ষত। সুতা বেঁধে চাপ দিয়ে এই ক্ষত দূর করা সম্ভব নয়।

ঝুঁকিও আছে-সহজ ও ঘরোয়াপদ্ধতি হিসেবে এ সুতা বাঁধার প্রক্রিয়াটি বেশ জনপ্রিয়। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে কিন্তু এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গেলে রক্তপাত হতে পারে। তা ছাড়া ত্বকে অবাঞ্ছিত ক্ষত সৃষ্টির ঝুঁকিও থাকে। সুতার মাধ্যমে জীবাণুর সংক্রমণও হতে পারে।

তাই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন- একজন ব্যক্তির ত্বকে থাকা বাড়তি অংশটি আঁচিল নাকি স্কিন ট্যাগ, তা নিশ্চিত করতে পারবেন একজন চিকিৎসক। সমস্যাটি আদতে কী, তা না জেনে কিছু করতে যাওয়াটা মারাত্মক ভুল। কারণ, এটি যদি আঁচিল হয়ে থাকে, তাহলে সঠিক চিকিৎসা না হওয়া পর্যন্ত ত্বকের অন্য জায়গাতেও ছড়ানোর ঝুঁকি থাকে। এমনকি অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে এই ভাইরাস। অথচ লেজার বা ক্রায়োসার্জারির মতো উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় এসব সমস্যার সমাধান করা যায় খুব সহজে। আঁচিলের চিকিৎসায় কখনো কখনো কিছু ওষুধ লাগাতে দেওয়া হয় ত্বকে। মুখে খাওয়ার ওষুধও দেওয়া হয় কাউকে কাউকে। আর স্কিন ট্যাগের চিকিৎসা না করালেও কোনো ক্ষতি নেই। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, এমন কিছু হলে সরাসরি ডাক্তরের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন

নিয়ম অনুযায়ী, এটাই ওঁর শেষবারের জন্য প্রেসিডেন্টের কুরসিতে বসা

বাবার পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হতে চান এরিক ট্রাম্প!

২৯ জুন ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের জন্য মার্কিন মসনদে বসেছেন গক জানুয়ারিতে। নিয়ম অনুযায়ী, এটাই ওঁর শেষবারের জন্য প্রেসিডেন্টের কুরসিতে বসা। কেননা দু'বারের বেশি ওই পদে থাকা যায় না। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্নটা এখন থেকেই উঠে পড়েছে, ট্রাম্পের পর কে? যদি রিপাবলিকানরাই ফের ক্ষমতায় আসেন তাহলে জেডি ভ্যান্স কিংবা মার্কো রুবিওদের নাম উঠে আসতেই পারে। কিন্তু সেই আসনে নিজেকে দেখতে চাইছেন ট্রাম্পপুত্র এরিক। তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন ৪১ বছরের ব্যবসায়ী। এতকাল বাবার বাণিজ্য-সাম্রাজ্য দেখভাল করে এসেছেন। কিন্তু এবার নিজেকে হোয়াইট হাউসে দেখতে চাইছেন এরিক।

এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এরিক বলেন, যদি আমি রাজনীতিতে আসার সিদ্ধান্তই নিই, তাহলে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার পথ আমার জন্য কঠিন হবে না। সেই সঙ্গেই বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে

নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। বেশ কয়েকজন নির্বাচিত মার্কিন সেনেটর সম্পর্কে খোঁচা দিয়েই তিনি জানাচ্ছে, তাঁদের চেয়ে তিনি রাজনৈতিক ভূমিকা অনেক ভালোভাবে পালন করতে পারবেন। যদিও এরপরই তিনি কার্যতই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু প্রশ্নটা হল, তুমি কি তোমার ভালোবাসার মানুষদের এই ব্যবস্থার বর্বরতার শিকার করতে চাইবে? ট্রাম্পের বাকি দুই সন্তানের রাজনৈতিক পরিচয় থাকলেও নিজেকে এতদিন আড়ালেই রেখেছেন এরিক। ডোনাল্ড জুনিয়র কিংবা ইভাঙ্কা ট্রাম্পের মতো করে নয়, নিজেকে আলোকবৃত্তে না রেখেই চুপিসারে বাবার ব্যবসা দেখে এসেছেন। কিন্তু তাঁর এদিনের মন্তব্য থেকে পরিস্কার, তিনি নিঃশব্দে সবদিকেই খেয়াল রেখেছেন। এবং এবার চাইছেন রাজনৈতিক মঞ্চে নেমে পড়তে। ২০২৪ সালে শেষবার ব্যালটে ট্রাম্পের নাম দেখা গিয়েছে কিনা একথা জানালে এরিক অবশ্য বলছেন, সেটা সময় বলবে। তবে আমার চেয়েও যোগ্য মানুষেরা আছেন। অর্থাৎ স্রেফ অকারণ স্বপ্ন দেখতে চাইছেন না ট্রাম্পপুত্র। বাস্তবটাকে বিচার করে তবেই তিনি এগোতে চাইবেন মার্কিন মসনদের দিকে, এদিন তাঁর মন্তব্য থেকেই এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে।

উত্তরকাশীতে মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে নিখোঁজ ৯ শ্রমিক

উত্তরকাশী, ২৯ জুন ঃ উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে নিখোঁজ অন্তত ৯ জন শ্রমিক। আশঙ্কা, হড়পা বানের জলে ভেসে গিয়ে থাকতে পারেন তাঁরা। জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে উত্তরকাশীর বারকোটে যমুনোত্রী মন্দিরের কাছে আচমকা মেঘ ভাঙা বৃষ্টি নামায় বিপর্যয় দেখা দেয়। ওই এলাকাতেই একটি রাস্তার কাজ চলছিল। কাছে তাঁবু খাটিয়ে থাকছিলেন শ্রমিকেরা। এ দিনের বিপর্যয়ের পরে তাঁদের কোনও হদিস মেলেনি। তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে সীমিত সময়ে চলেছে ট্রেন

গুয়াহাটি, ২৯ জুন ঃ লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনের জাটিঙ্গা লামপুর-নিউ হাফলং সেকশনে কিলোমিটার ১০৮৬-৮-এর ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দিয়ে ট্রেন পরিষেবা পুনরুদ্ধারের ঘোষণা করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। আজ (২৯ জুন) দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬,০০টার মধ্যে সীমিত সময়ে ট্রেন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল (৩০ জুন) সোমবার থেকে পূর্ণোদ্যমে ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু হবে। আজ রবিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে এ খবর দিয়েছেন। প্রেস বিবৃতিতে তিনি জানান, লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের সফল পুনরুদ্ধারের পর ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দিয়ে ট্রেন চলাচল এখন সুচারুরূপে চলছে। সকাল ১০,২১টায় নিউ হারাঙ্গাজাও থেকে রওয়ানা হয় প্রথম খালি পণ্যবাহী একটি ট্রেন। এর পর ট্রেন নম্বর ১৩১৭৫ শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (২৮ জুন যাত্রা শুরু করেছিল) কোনও বাধা ছাড়াই পুনরুদ্ধারকৃত অংশ অতিক্রম করেছে। ওই ট্রেন প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন। তার পরই ট্রেন নম্বর ১৩১৭৪ সাব্রুম-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসও ওই রুটে নির্বিঘ্নে চলাচল শুরু করে।

Name Change

I, Rajendra Sahoo S/o Late Prabhat Sahoo Residing at Vill+P.o - Gopalchak, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin- 721423 West Bengal India that my deceased father who previously known as Prabhat Ch Sahoo shall henceforth be known as Prabhat Sahoo.I declare that my deceased father Prabhat Ch Sahoo and Prabhat Sahoo is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 26-06-2025.

Name Change

I, Shaikh Khadija Khatoon (Old Name) W/O–Md Wasim Akram resident of Vill-Salar Sekh Para, Po- Salar , PS- Salar , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742401 do hereby decrale that I have changed my name from Shaikh Khadija Khatoon to Khadija Khatun and henceforth I shall be known as Khadija Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 23/06/2025 . My name Khadija Khatun & Shaikh Khadija Khatoon both are same and one identical person.

Name Change

I, Madhuri Dikhit Haldar (Old Name) W/O– Sasthi Haldar resident of Vill-Katra Bazar , Po-Old Malda , Malda , Dist-Malda, West Bengal, Pin- 732128 do hereby decrale that I have changed my name from Madhuri Dikhit Haldar to Madhuri Dikhit and henceforth I shall be known as Madhuri Dikhit (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/06/2025 . My name Madhuri Dikhit & Madhuri Dikhit Haldar both are same and one identical person.

Name Change

I, Kamaluddin Shaikh (Old Name) S/O–Abdul Karim Sk resident of Vill- Dayanagar, Po-Sujapur , PS- Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742134 do hereby decrale that I have changed my name from Kamaluddin Shaikh to Kamaluddin Sk and henceforth I shall be known as (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate Affidavit Berhampore court on 19/05/2025 . My name Kamaluddin Sk & Kamaluddin Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Minarul Shaikh (Old Name) S/O–Abdul Suvan resident of Vill-Barafkhana Khanpur, Po-Roshanbagh, PS- Murshidabad , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742164 do hereby decrale that I have changed my name from Minarul Shaikh to Minarul Sk and henceforth I shall be known as Minarul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/06/2025 . My name Minarul Sk & Minarul Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Jahema Bibi & Jahema (Old Name) W/O– Abdul Karim Sk resident of Vill-Dayanagar, Po-Sujapur , PS- Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742134 do hereby decrale that I have changed my name from Jahema Bibi & Jahema to Jahema Beoya and henceforth I shall be known as Jahema Beoya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Affidavit Berhampore court on 23/06/2025 . My name Jahema Beoya (new name) & (old name) Jahema Bibi & Jahema both are same and one identical person.

Name Change

I, Rebati Singha (Old Name) W/O–Bipad Singha resident of Vill- Bagdahar , Po-Jiaganj , PS- Jiaganj , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742123 do hereby decrale that I have changed my name from Rebati Singha to Rebati Rani Das and hencefort I shall be known as Rebati Rani Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/06/2025 . My name Rebati Rani Das & Rebati Singha both are same and one identical person.

Name Change

I, Hafizul Seikh (Old Name) S/O–Bakkar Sekh resident of Vill-Parbatpur, Po-Durgapur , PS- Berhampore , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742187 do hereby decrale that I have changed my name from Hafizul Seikh to Hafijul Sekh and henceforth I shall be known as Hafijul Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/06/2025 . My name Hafijul Sekh & Hafizul Seikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Rexona Khatun (Old Name) W/O–Nasirul Islam resident of Talgram ,Bharatpur, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742301 do hereby decrale that I have changed my name from Rexona Khatun to Rexona Bibi and henceforth I shall be known as Rexona Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/06/2025 . My name Rexona Bibi & Rexona Khatun both are same and one identical person.

Name Change

I, Farida Yeasmin (Old Name) W/O–Motleb Ali resident of Ilam, Rasulpur Harishchandrapur, Dist-Malda, West Bengal, Pin- 732123 do hereby decrale that I have changed my name from Farida Yeasmin to Forida Yasmin and henceforth I shall be known as Forida Yasmin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/06/2025 . My name Forida Yasmin & Farida Yeasmin both are same and one identical person.

Name Change

I, Saroyar Hossain (Old Name) S/O–Anarul Hoque resident of Vill & Po-Mirjapur , PS-Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742190 do hereby decrale that I have changed my name from Saroyar Hossain to Sarwar Hossain and henceforth I shall be known as Sarwar Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/06/2025 . My name Sarwar Hossain & Saroyar Hossain both are same and one identical person.

Name Change

I, Shamsul Huda (Old Name) S/O–Nurulhuda Mia resident of Vill- Salar Sekh Para, Po- Salar , PS- Salar , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742401 do hereby decrale that I have changed my name from Shamsul Huda to Samsulhuda Mia and henceforth I shall be known as Samsulhuda Mia (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 23/06/2025 . My name Samsulhuda Mia & Shamsul Huda both are same and one identical person.

Name Change

I, Afruja Bibi (Old Name) W/O–Kamaluddin Sk resident of Vill- Dayanagar, Po-Sujapur , PS- Beldanga , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742134 do hereby decrale that I have changed my name from Afruja Bibi to Afroja Bibi and henceforth I shall be known as Afroja Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate Affidavit Berhampore court on 19/05/2025 . My name Afroja Bibi & Afruja Bibi both are same and one identical person.

জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে শ্রীরামপুরের লোকসংস্কৃতি সম্মেলন

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী,২৯ জুন ঃ জলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জেলা লোকশিল্পী সম্মেলন। পূর্বস্থলী ১ ব্লকের শ্রীরামপুরের নজরুল মঞ্চে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, যা জেলার সংস্কৃতি চর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল।এই বিশেষ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রী রাম সংকর মন্ডল, জেলা পরিষদের তথ্য সংস্কৃতি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার, পূর্বস্থলী ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকগণ, বিশিষ্ট শিল্পী ও সংস্কৃতিপ্রেমী নাগরিকবৃন্দ।জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত প্রায় ৩০০-রও বেশি লোকশিল্পী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাউল, ভাটিয়ালি, ঝুমুর, কীর্তন, ও চিত্রনাট্য, কবিগান, রায় বেশের মতো একাধিক লোকনৃত্য ও সংগীত ধারার শিল্পীরা মঞ্চে তাঁদের প্রতিভা ও ঐতিহ্যের মনোজ্ঞ প্রদর্শনী করেন। একদিনের এই সম্মেলনে তৈরি হয় শিল্পীদের মধ্যে মেলবন্ধন, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সৃজনশীল ভাবনার আদান প্রদানের এক অনন্য ক্ষেত্র।সম্মেলনের বিশেষ পর্বে রায় বেশের নৃত্যশিল্পীদের একটি দল তাঁদের মনকাড়া পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। এই দিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত গুণী লোকশিল্পীদের সম্মাননা জানানো হয়। তাঁদের হাতে সম্মাননাপত্র, উত্তরীয় ও স্মারক উপহার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। জেলার লোকসংস্কৃতি ও গ্রামীণ শিল্পের ধারাকে জীবিত ও সজীব রাখার লক্ষ্যে তাঁদের দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা ও অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এই সম্মান প্রদান করা হয়।এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আবারও একবার প্রমাণিত হল, লোকশিল্প ও সংস্কৃতি কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি আমাদের মাটির গভীর শিকড়ে প্রোথিত এক বিস্ময়কর ঐতিহ্য, যা যুগে যুগে মানুষের প্রাণের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক বলেন আগামী দিনেও লোকশিল্পীদের সুরক্ষা, প্রাপ্য সম্মান ও চর্চার সুযোগ আরও বিস্তৃত করার জন্য সরকারি স্তরে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সামনে রেখে এই সম্মেলন যে জেলার শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকল, তা নিঃ সন্দেহে বলা যায়।

হুগলিতে আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায় রথযাত্রা উৎসব

দুরন্ত বার্তা, হল, ২ ঃ শুধু ওড়িশা নয়। উড়িষ্যার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রান্তের বাঙালিরা জগপ্রভু জগন্নাথের রথের দড়ি টেনেছিলেন। আট থেকে আশিতে মেতে উঠেছিলেন উৎসবে। যুগ যুগ ধরে বাঙালির প্রাণের উৎসব রথযাত্রা। প্রতিবছর হাজার হাজার বাঙালি প্রভু জগন্নাথের রথ দেখতে ভিড় করেন পুরীতে। প্রতিবছরের মতো এবারও হুগলির রায় বাজারে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তথা নেতাজি গবেষক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় এর রথ আয়োজন করা হয়। সব মানুষ এই রথ দেখতে ভিড় করেন। এবারে এই রথের রশিতে টান দিয়ে সূচনা করলেন সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত , হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায়, সিরিয়াল অভিনেত্রী ও বাচিক শিল্পী মধুমিতা ধুত, তরুন আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী ,জাস্টিস সেনগুপ্ত, আইনজীবী সংযুক্তা গাঙ্গুলী।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জন্য সংরক্ষিত করিডর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে নতুন উদ্যোগে বাঘ সংরক্ষণে জোরবন্যপ্রাণ সংরক্ষণের পথে এক বড়সড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড। দুই রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে স্থির হয়েছে, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের নিরাপদ বিচরণ ও প্রাকৃতিক বাসস্থানের সংরক্ষণের লক্ষ্যে তিনটি করিডর সংরক্ষিত করা হবে। এই করিডরগুলি শুধু দুটি রাজ্যের বাঘেদের বাসস্থান সংযোগ করবেই না, পাশাপাশি বৃহত্তর দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় বাঘ প্রজাতির জন্য একটি সুসংহত পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করবে।এই করিডর সংরক্ষণের প্রস্তাব আসে পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের অধীনস্ত ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি-র এক সমীক্ষার পর। সমীক্ষায় দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং ঝাড়খণ্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যবর্তী অরণ্য অঞ্চলগুলিতে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গতিবিধির একটি সম্ভাব্য পথ রয়েছে। তবে এই পথের মধ্যে মানুষজনের চাষবাস, বসতি, রাস্তা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত বাধা থাকায় বাঘের অবাধ বিচরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এবার সেই সমস্যারই সমাধান করতে উদ্যোগ নিচ্ছে দুই রাজ্য।এই তিনটি করিডরের মধ্যে একটি থাকবে ঝাড়খণ্ডের পালামু টাইগার রিজার্ভ ও পশ্চিমবঙ্গের পিংলা রেঞ্জের মধ্যে। দ্বিতীয়টি ঝাড়খণ্ডের মেদিনীনগর অঞ্চল থেকে বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি সংলগ্ন অরণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। তৃতীয় করিডর তৈরি হবে পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি ও ঝাড়খণ্ডের রাঁচি বনাঞ্চলের মধ্যে। করিডরগুলি নির্বাচনের সময় দেখা হয়েছে, সেগুলি যেন পুরনো হাতি চলাচলের পথের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। কারণ, হাতি ও বাঘ উভয়েরই স্বাভাবিক বিচরণে সাহায্য করবে এই করিডর নেটওয়ার্ক।এই প্রকল্প

বাস্তবায়নের জন্য দুই রাজ্যের বন দফতর ও পরিবেশবাদী সংস্থাগুলির সঙ্গে একাধিক পর্যায়ে বৈঠক করা হয়েছে। করিডরের মধ্যে যতটা সম্ভব সংরক্ষিত বনাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে যাতে কম সংখ্যক পরিবারকে স্থানান্তর করতে হয়। তবুও, কিছু কিছু এলাকায় বসবাসকারী পরিবারকে পুনর্বাসন দিতে হবে। এই পুনর্বাসনের জন্য পৃথক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে। পরিবারগুলিকে নতুন ঘর, কৃষিজমি ও পুনরুজ্জীবনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হবে বলে জানানো হয়েছে।বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সময়োচিত। কারণ, সুন্দরবন বাদে পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের অস্তিত্ব এখন ক্রমেই ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। পাহাড় ও অরণ্য ঘেরা ঝাড়খণ্ড ও পুরুলিয়া-বাঁকুড়া অঞ্চলে একসময় বাঘের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট। কিন্তু বনভূমির ধারাবাহিক সংকোচন, অবৈধ বৃক্ষচ্ছেদন, খনি প্রকল্প ও রাস্তার সম্প্রসারণের ফলে বাঘের স্বাভাবিক বাসস্থান টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ফলে প্রজাতির মধ্যে প্রজনন ও জিনগত বৈচিত্র্য রক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়ে।করিডর সংরক্ষণের মাধ্যমে বাঘদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সহজে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। ফলে নতুন প্রজনন সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে এবং সমগ্র অঞ্চলজুড়ে বাঘের সংখ্যা পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে। সেই সঙ্গে বনাঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রও আরও সুসংহত হবে।তবে শুধু করিডর চিহ্নিত করলেই দায় শেষ হয় না। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই করিডরগুলির মধ্যে নজরদারি বাড়ানো, অবৈধ প্রবেশ রোধ, বন চোরাচালান আটকানো, গ্রামীণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, বন রক্ষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং করিডরের অভ্যন্তরে রাস্তা নির্মাণ বন্ধের মতো একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি বাঘের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হবে ক্যামেরা ট্র্যাপ ও স্যাটেলাইট মনিটরিং প্রযুক্তি।প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে জন-অংশগ্রহণ। সরকার চাইছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা এই প্রকল্পের অংশীদার হোক। তাদের বনজ সম্পদের উপর অধিকার, স্বনির্ভরতা ও জীবিকানির্বাহে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সে দিকে খেয়াল রেখেই পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি বিকল্প জীবিকার সুযোগ, বনভিত্তিক পর্যটনের সুযোগ তৈরি করেও স্থানীয় বাসিন্দদের প্রকল্পে সক্রিয় করা হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি একটি দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ। ভারত সরকার যেখানে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশে বাঘের সংখ্যা আরও ১০ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে, সেখানে এই ধরনের আন্ত ঃরাজ্য করিডর তৈরির পরিকল্পনা কার্যকর হলে বাঘ সংরক্ষণের গতিবিধি অনেকটাই বাড়বে। পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশবিদ ও বন্যপ্রাণ সংগঠনগুলিও এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। তাঁদের মতে, ' বাইরে বাংলায় বাঘ সংরক্ষণের কথা এতদিন তেমন ভাবা হয়নি। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, শুধুমাত্র এক অঞ্চল নয়, সমগ্র উপযুক্ত বাস্তুতন্ত্র জুড়ে বাঘের জন্য নিরাপদ স্থান তৈরি করতে হবে।''বাঘ শুধু একটি প্রাণী নয়, সে এক বাস্তুতন্ত্রের শীর্ষে থাকা পরিমাপক। যেখানে বাঘ টিকে থাকতে পারে, বোঝা যায় সেই বন স্বাস্থ্যবান ও প্রাণবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তাই এই করিডর প্রকল্প শুধু বাঘ নয়, গোটা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার পথেও এক সাহসী পদক্ষেপ।আগামী এক বছর ধরে ধাপে ধাপে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে বলে জানা গেছে। শুরু হচ্ছে সীমান্ত অঞ্চলে ভূমি জরিপ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মতামত গ্রহণের প্রক্রিয়া। প্রকৃতি এখন অপেক্ষা করছে, মানুষের এই নতুন প্রয়াস তাকে কতটা রক্ষা করতে পারে।

সিএলডব্লু মাইলফলক অর্জন

২০২৫-২৬ অর্থবছরের ২০০তম লোকোমোটিভ তৈরি করেছে

চিত্তরঞ্জন, ২৯ জুন ঃ সিএলডব্লু ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৭৫ কার্যদিবসে ২০০টি লোকোমোটিভ তৈরি করেছে, যা যেকোনো অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে উৎপাদিত দ্রুততম ২০০ লোকোমোটিভ। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ২০০তম বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভটি ২৮.০৬.২০২৫ তারিখে সিএলডব্লু কর্মশালা প্রাঙ্গণ থেকে চালু করা হয়েছিল। এই অসাধারণ সাফল্য রেকর্ড ৭৫ কার্যদিবসে অর্জন করা হয়েছে, যা যেকোনো অর্থবছরের মধ্যে দ্রুততম উৎপাদন হার। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য, সিএলডব্লু কে ৭৭৭টি লোকোমোটিভ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে, ৩০.০৭.২০২৪ তারিখে সেই অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে ১০২ কার্যদিবসে ২০০টি লোকোমোটিভ উৎপাদন শুরু হয়েছিল। গত বছরের একই সংখ্যক লোকোমোটিভ উৎপাদনের তুলনায় ২৭ দিন আগে রেকর্ড ২০০টি লোকোমোটিভ উৎপাদন করা হয়েছে। ডানকুনিতে সিএলডব্লিউ-এর সহায়ক ইউনিট এই মাইলফলক অর্জনে ব্যাপক অবদান রেখেছে। এটি ৪৮টি লোকোমোটিভ উৎপাদন করেছে, যা যেকোনো আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের মধ্যে সেরা উৎপাদন। জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বিজয় কুমার এই অসাধারণ অর্জনের জন্য পুরো 'টিম সিএলডব্লিউ'-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পূর্বস্থলীতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত লোকশিল্পীদের সম্মেলন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৯ জুনঃ পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী-১ ব্লকের নজরুল মঞ্চে রবিবার মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হলো জেলা ভিত্তিক লোকশিল্পীদের সম্মেলন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যারে নির্দেশে এই সম্মেলনের আয়োজন করে লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ব্যবস্থাপনায় ছিল জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং সহযোগিতায় পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি ও শ্রীরামপুর পূর্বস্থলী সংস্কৃতি ও ইতিহাস পরিমণ্ডল। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার, ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মন্ডল প্রমুখ। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকশিল্পীরা এই সম্মেলনে অংশ নেন। সম্মেলনে তাঁদের জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও সুবিধা নিয়ে আলোচনা হয়৷ পাশাপাশি লোকসংস্কৃতি বিষয়ক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়৷

রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থী ভিড় করেছিলেন হুগলির মাহেশে

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৯ জুন ঃ মাহেশে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক সুদীপ্ত রায়,

শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী শাহ, জেলাশাসক মুক্তা আর্য, শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শম্ভুদীপ সরকার এবং পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি। দফায় দফায় বৃষ্টি ও ভ্যাপসা গরম উপেক্ষা করেই ভিড় আছড়ে পড়ল বাংলার ঐতিহ্যবাহী মাহেশের রথে। সমস্ত আশঙ্কা উড়িয়ে শুক্রবার রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থী ভিড় করেছিলেন মাহেশে। পুলিশ জানিয়েছে, রথযাত্রা উপলক্ষে মাহেশে প্রচুর লোকসমাগম হলেও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে রথযাত্রা। এ দিন সকাল থেকেই মাহেশে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে। গঙ্গাস্নান সেরে ভক্তরা দলে দলে মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে আসতে শুরু করেন। খোল, করতালের আওয়াজ এবং হরি বল ও জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গন। নির্ঘণ্ট মেনে বিকেল ৪টে নাগাদ জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে মন্দির থেকে বের করে এনে রথে তোলা হয়। খোল-করতাল সহযোগে নাম সংকীর্তন করতে করতে ভক্তরা রথের চারপাশে পরিক্রমা করেন। বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ শুরু হয় রথ টানা। তার আগে পর্যন্ত মাহেশের আকাশ ছিল মেঘলা। রথের রশিতে টান পড়তেই কাকতালীয় ভাবে মুহূর্তের মধ্যে মেঘ কেটে যায়। তা দেখে খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠেন পুণ্যার্থীরা। মাহেশের ৬২৯ বছরের পুরোনো জগন্নাথ মন্দির থেকে লাখো মানুষের ভিড় ঠেলে জিটি রোড ধরে মাসির বাড়ির দিকে ক্রমশ এগোতে থাকে রথ। জগন্নাথের দর্শন লাভের জন্য অনেক আগে থেকেই রাস্তার দু'পাশে অপেক্ষা করছিলেন কাতারে কাতারে মানুষ। ভিড়ের চাপে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য পুলিশ দড়ি দিয়ে ঘিরে ব্যারিকেড করে দিয়েছিল। মূল মন্দির থেকে মাসির বা৷ড়ি পর্যন্ত প্রচুর সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। নজরদারির জন্য ওড়ানো হয় ড্রোন। মন্দিরে ঢোকার প্রবেশ পথে বসানো হয়েছিল মেটাল ডিটেক্টর। ব্যাগপত্র পরীক্ষা করেই তবেই মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বসানো হয়েছিল সিসিটিভি। ওয়াচ টাওয়ার থেকেও নজরদারি চালিয়েছে পুলিশ। শেষমেষ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ মাসির বাড়িতে রথ পৌঁছায়। রথ উপলক্ষে মাহেশে বিশাল মেলা বসেছে। জিলিপি, আলুর চপ, পাঁপর, স্টেশনারি দ্রব্য ইত্যাদি রকমারি জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে মেলায়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা লোকশিল্পীরাও পসরা সাজিয়ে বসেছেন। তাঁদেরই একজন নদিয়ার। তিনি মেলায় কাঠের পুতুল বিক্রি করতে এসেছেন। তিনি জানালেন, বৃষ্টি না হওয়ায় এ বার মেলায় বেচাকেনা ভালোই হয়েছে। জগন্নাথ জিউ ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক পিয়াল অধিকারী বলেন, 'রীতি অনুযায়ী এ বার রথে মাহেশে রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হয়েছে।' মন্দিরের প্রধান সেবায়েত সৌমেন অধিকারী বলেন, 'নানান জেলা থেকেই প্রচুর ভক্ত এসেছিলেন। বেলা যত গ৷ড়িয়েছে, ততই মানুষের ভিড় উপচে পড়েছে।' মাহেশের মতো না হলেও গুপ্তিপাড়ার রথও বহু প্রাচীন। গুপ্তিপাড়ার রথ এ বার ২৮৬ বছরে পা দিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ অসীম মাজি, গুপ্তিপাড়ার প্রাক্তন উপপ্রধান বিশ্বজিৎ নাগ প্রমখ। ১৭৪০ সালে গুপ্তিপাড়ার রথের প্রচলন করেন মধুসূদানন্দ। পুরী থেকে বার্তা বয়ে আনে নীলকণ্ঠ পাখি, প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে চলে মাহেশের রথের আচার-অনুষ্ঠান এই রথকে বলা হয় বৃন্দাবন জিউয়ের রথ। রথের দিন এখানে ভাণ্ডারা লুঠ হয়। তাতে অংশ নেন গ্রামবাসীরা। চণ্ডীতলার মুখোপাধ্যায় বাড়ির রথ ১৭৫ বছরে পড়ল। এর অন্যতম উদ্যোক্তা সুবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই রথকে ঘিরে মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগ রয়েছে। রথের সময় থেকেই গ্রামে দুর্গাপুজোর তোড়জোর শুরু হয়ে যায়।'

চুঁচুড়া রামকৃষ্ণ সারদা মন্দিরের রথযাত্রার দিন বর্ষপূর্তি উৎসব চলছে

মলয় সুর, ২৯ জুন ঃ প্রতিবছর রথযাত্রার পুণ্য তিথির দিন চুঁচুড়া কামদেবপুরের শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা মন্দিরে মহাসমারোহে বর্ষপূর্তি উৎসব পালিত হল। শুক্রবার ভোর পাঁচটায় শ্রী শ্রী ঠাকুরের মন্দিরের মঙ্গলারতীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সেখানেই হয় বেদ পাঠ ও স্তব গান । এরপর সন্ন্যাসী ও ভক্তরা খোল - করতাল সহ শ্রী শ্রী ঠাকুরের মন্দির ও প্রাঙ্গণ ঘুরে ঊষা কীর্তন করেন। তারপর শ্রী শ্রী ঠাকুরের মন্দিরে হয় বিশেষ পুজা আর হোম। এখানে এই আশ্রম গড়ে ওঠার মূল কর্ণধার অরিন্দম ধর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মাবলম্বীভাবে এগিয়ে চলেছেন। ৫ বিঘা জমির উপরে আশ্রমটি গড়ে উঠেছে। এদিন বেলুড় মঠের ধাঁচে মূল মন্দিরের বাইরে সারাদিন বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বামী একব্রতানন্দজি মহারাজ ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্পর্কে সুন্দরভাবে অমৃত কথা নিবেদন করেন। এরপর তিনি ভজন গান করেন। দুপুরে অসাধারণ ভক্তিগীতি করেন সঙ্গীত শিল্পী অভিনন্দা ধর। তপন বনিক ভক্তি রসে সিদ্ধি হয়ে 'বল হরি বল' ও ' হরিনাম দিয়ে যখন জগৎ মাতা' গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন তারই মাঝে সিরিয়াল অভিনেত্রী তথা বাচিক শিল্পী মধুমিতা ধুতের কন্ঠে স্বামীজীর ওপর স্বরচিত আবৃত্তি শোনান। যা অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এদিন বিভিন্ন রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মঠ থেকে প্রচুর সন্ন্যাসী ও মহারাজরা, সামিল হয়েছিলেন। সন্ধ্যায় তৎকালীন সাড়া জাগানো নাটক 'নটী বিনোদিনী ' পরিবেশিত হয়। এই উপলক্ষে অসংখ্য ভক্তবৃন্দদের উপাদেয় ভোগ খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকে। এখানে আসলে গাছগাছালি পরিবেষ্টিত সু ন্দর মনোরম পরিবেশে মন জুড়িয়ে যায়।

রথযাত্রার দিন নামখানা ব্লকের দ্বারীকনগর নামখানা ইউনিয়ন সার্বজনীন দুর্গোৎসবের ৭৫ তম খুঁটি পূজার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হলো। উপস্থিত ছিলেন পুজো কমিটির সেক্রেটারি বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা, উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি, পুজো কমিটির সভাপতি পশুপতি গিরি, সহ-সভাপতি তুষারশুভ্র বেরা, ডাঃ স্বপন কুমার দাস প্রমুখ।

কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে উদ্যমী সম্মেলন মেলা ২০২৫ এর উদবোধন

কলকাতা, ২৯ জুন ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও শ্রী অর্জুন রাম মেঘাওয়াল আজ কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে উদ্যমী সম্মেলন মেলা ২০২৫ এর উদবোধন করেছেন। ভারত সরকারের আরো বেশি সংখ্যক উদ্যোগী তৈরি করা, 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস' সহজতর করা, এবং অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ বাস্তুতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই সম্মেলন আয়োজিত হয়েছে। লঘু উদ্যোগ ভারতী আয়োজিত এই সম্মেলনে পূর্বাঞ্চলের নীতি প্রণয়নকারী, আইন বিশেষজ্ঞ, শিল্পের শরিক এবং উদ্যোগীরা শিল্পক্ষেত্র পুনরুজ্জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় নীতি ও পরিকাঠামোর প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনার জন্যে এখানে একত্রিত হয়েছেন। অনুষ্ঠানে ভাষণে,শ্রী বৈষ্ণব বলেন, রেল ব্যবস্থার উন্নতি যে কোন অর্থনীতির উন্নয়নের প্রাথমিক চাহিদা। বর্তমান সরকার সর্বাধিক বাজেট বরাদ্দের লক্ষ্যে রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেটের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের আমলে রেলের বাজেট বরাদ্দ ২.৫ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। পূর্বতন সরকারের আমলে রেলের বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৪-২৫ হাজার কোটি টাকা। গত ১১ বছরে প্রায় ৩৫ হাজার কিমি রেল লাইন পাতা হয়েছে। এক ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষেই পাতা হয়েছে ৫৩০০কিমি রেলওয়ে লাইন। ১৪০০ লোকোমোটিভ ও ৩৫০০০ ওয়াগন প্রতি বছর ভারতের রেল ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে রেলের উন্নতি প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রী বলেন, নিউ জলপাইগুড়ি- কলকাতা রেল করিডরকে বিশ্বমানের করে গড়ে তোলা হবে। গতিশক্তি কার্গো টার্মিনাল, নতুন রেল লাইন প্রভৃতির মাষ্টার প্ল্যানও বানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ' চিকেন নেক' অংশ,যেখানে এখন মাত্র দুটি লাইন আছে, খুব শীঘ্রই সেখানে চার লাইনের নেটওয়ার্ক তৈরি করা হবে।সেবক-শিলিগুড়ি-নিউ মাল জংশনও মূল করিডোরের সঙ্গে যুক্ত হবে। তিনি আরো বলেন, আগে পশ্চিমবঙ্গের জন্যে রেলের বাজেট থাকতো ৩০০০ কোটি টাকার, বর্তমান সরকারের আমলে তা বেড়ে হয়েছে ১৪০০০ কোটি টাকা। রেলে এই বিপুল বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গকে বৃদ্ধির সড়কে স্থাপন করবে। শ্রী বৈষ্ণব সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক ও প্রযুক্তিগত অবদানের মাধ্যমে শিল্প ও জ্ঞানের শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হবার ভারতের ঐতিহাসিক ভূমিকার ওপরেও জোর দেন। তিনি ভারতের প্রাচীন সংখ্যা পদ্ধতিকে ইউরোপীয় নবজাগরণের ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করেন। মন্ত্রী বলেন ঔপনিবেশিক লুঠ এবং স্বাধীনোত্তরকালের পারমিট রাজ দেশের শিল্পক্ষেত্রের বদ্ধ অবস্থার জন্যে দায়ী। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক মানসিকতা ত্যাগ করার ওপরে জোর দিয়ে তিনি জানান, সরকার ব্যবসার জন্যে সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে বিধিনিয়ম সরল করার ওপর জোর দিচ্ছেন। জাপানে রেলব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপের ঘটনার উদাহরণ দিয়ে রেলমন্ত্রী অর্থনীতির উন্নয়নে রেলের ভূমিকার কথা বলেন। তিনি গত ১১ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল পরিকাঠামো প্রসারণের কথা জানিয়ে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের আগামী রেল প্রকল্পগুলি কর্মসংস্থানের পাশাপাশি এমএসএমই ক্ষেত্রটিকেও সহায়তা করবে। আইন ও বিচার দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘাওয়াল তাঁর ভাষণে ইন্ডাষ্ট্রি ৪.০-এর কথা বলেন। তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আবিষ্কার স্টিম ইঞ্জিন বা বিদ্যুৎ আবিষ্কার এবং কম্পিউটার উদ্ভাবনের সঙ্গে তুলনীয়। এ আই কে চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ দুইই হিসেবে বর্ণনা করে তিনি জানান দ্রুত প্রসরমান ডিজিটাল অর্থনীতির সুবিধার্থে সরকার ১৯৬১ র আই টি আইনকে সরলতর করার চেষ্টা করছেন। শ্রী মেঘাওয়াল আরো জানান যে, শিলিগুড়িতে কলকাতা হাই কোর্টের স্থায়ী সার্কিট বেঞ্চ স্থাপনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের শ্রী শুভ্রাংশু শেখর আচার্য, পদ্মশ্রী শ্রী সজ্জন ভজংকা এবং শ্রী প্রকাশ চন্দ্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।১৯৯৪ সালে স্থাপিত লঘু উদ্যোগ ভারতী অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের সহায়তার লক্ষ্যে স্থাপিত জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান। এই উদ্যমী সম্মেলন মেলা চলবে দুদিন ধরে।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি বিভাগ চালুর দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ,২৯ জুন ঃ রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ফের ছাত্র আন্দোলনের গর্জন। এ বার দাবির কেন্দ্রে ভাষা। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের পৃথক বিভাগ চালুর দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রী। দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি জানানো হলেও, কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও সুস্পষ্ট আশ্বাস না মেলায় রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েছে পড়ুয়ারা। বুধবার সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে জমায়েত শুরু করেন আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা। হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড, গলায় প্রতিবাদী স্লোগান। ' আমাদের পরিচয়, শিক্ষা হোক আমাদের অধিকার'', ' চাই, আশ্বাস নয়''- এমন সব স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা ক্যাম্পাস। সাঁওতালি ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, উত্তর দিনাজপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় বহু সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। এই জেলার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামোয় সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অবদানও সুস্পষ্ট। অথচ রাজ্যের একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও পর্যন্ত সাঁওতালি ভাষা পড়ানোর কোনও সুযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত-সহ একাধিক ভাষা নিয়ে পড়াশোনা চালু থাকলেও, নিজস্ব জনজাতির ভাষাকে গুরুত্ব না দেওয়াটা নিছক অবহেলা বলে মনে করছেন তাঁরা।আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে তাঁরা বিভিন্ন সময়ে উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এই দাবি পেশ করেছেন। এমনকি স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু প্রতিবারই শুধু 'কাজ চলছে'' অথবা ' নেওয়া হবে''- এই আশ্বাস দিয়েই বিষয়টিকে চাপা দেওয়া হয়েছে। বাস্তব কোনও পদক্ষেপ আজ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।আন্দোলনকারী এক ছাত্রীর কথায়, ' এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কিন্তু এখানে আমাদের মাতৃভাষাকে কোথাও সম্মান দেওয়া হয় না। বই নেই, শিক্ষক নেই, বিভাগ নেই। আমরা চাই আমাদের ভাষাও অন্যান্য ভাষার মতো মর্যাদা পাক। সরকার যদি আদিবাসীদের উন্নয়নের কথা বলে, তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন হওয়া উচিত।''শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন এলাকার বেশ কিছু সামাজিক ও ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনের সদস্যরাও। তাঁরা বলেন, সাঁওতালি ভাষা ২০০৩ সালে অষ্টম তফসিলভুক্ত ভাষা হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি পেয়েছে। এমনকি রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় শিক্ষাদান শুরু হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষাতেও তার প্রবেশ দরকার। অন্যথায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম মাতৃভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে কয়েক ঘণ্টা ধরে অবস্থান বিক্ষোভ চলার পর, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক আলোচনা করেছে। তবে বিভাগ চালু করতে হলে একাধিক প্রশাসনিক অনুমোদন, শিক্ষক নিয়োগ ও বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারের সহায়তা প্রয়োজন। তিনি আশ্বাস দেন, ছাত্রছাত্রীদের দাবিকে গুরুত্ব দিয়েই পরবর্তী গভর্নিং বডির বৈঠকে বিষয়টি উত্থাপন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব রাজ্য সরকারকে পাঠানো হবে।কিন্তু আন্দোলনকারীরা এই আশ্বাসে সন্তুষ্ট নন। তাঁদের বক্তব্য, 'এর আগেও এমন আশ্বাস পেয়েছি, কিন্তু ফল কিছু হয়নি। এবার স্পষ্ট দিনক্ষণ চায়। শুধু আলোচনার নামে সময় ক্ষেপণ চলবে না।''আন্দোলনের এই দৃঢ়তায় প্রশাসনিক মহলে কিছুটা চাপ অনুভব করা যাচ্ছে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। কারণ রাজ্যে আদিবাসী ভোটব্যাঙ্কের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। সেক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার মতো একটি সংবেদনশীল ক্ষেত্রে আদিবাসী ছাত্রদের এমন বঞ্চনার অভিযোগ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।সাঁওতালি ভাষা নিয়ে আন্দোলন অবশ্য নতুন নয়। ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, বিহার বা পশ্চিমবঙ্গ-এই চার রাজ্যে বহু বছর ধরেই এই ভাষার স্বীকৃতি, রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার দাবিতে নানা আন্দোলন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত যে কয়েকটি কলেজে সাঁওতালি পড়ানো হয়, সেখানে প্রায়ই শিক্ষক সংকট বা পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখা যায়। সেই প্রেক্ষিতে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সাঁওতালি বিভাগ চালু হলে, তা এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে বলে মনে করছেন ভাষা গবেষকরা।এদিকে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের সিদ্ধান্ত, আগামী সাত দিনের মধ্যে যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লিখিত প্রতিশ্রুতি না দেয়, তবে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বয়কট, ধর্না, এমনকি শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভের কথাও ভাবা হচ্ছে।রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আন্দোলন যেন কেবল একটি ভাষার জন্য নয়, বরং এক গোটা জনগোষ্ঠীর স্বাভিমানের প্রতিফলন। মাতৃভাষা শুধু ভাষা নয়, আত্মপরিচয়ের অংশ-এমন দাবি নিয়ে পথ চলেছে এ প্রজন্মের ছাত্ররা। এবার দেখার পালা, প্রশাসন তাদের সেই পরিচয়কে সম্মান দিয়ে কতটা দ্রুত বাস্তব পদক্ষেপ করে।

হায়দরাবাদ এফসির এই ফুটবলারের প্রতি আগ্রহী দুই ক্লাব

হায়দরাবাদ, ২৯ জুনঃ বছর কয়েক ধরে একেবারেই ছন্দে নেই হায়দরাবাদ এফসি। গত মরসুমের শুরুতে ভারতীয় কোচ থাংবোই সিংটোর তত্ত্বাবধানে সাফল্য পেতে তৎপর ছিল নিজামের শহরের এই ফুটবল ক্লাব। সেজন্য তাঁর নির্দেশ মতোই দেশি ও বিদেশি ফুটবলারদের সই করিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। সেইসাথে অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়েছিল দেশের তরুণ তারকা অ্যালেক্স সাজিকে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দল গঠনের ফলে প্রাক মরসুম প্রস্তুতির খুব একটা সময় পায়নি হায়দরাবাদ। যার প্রভাব পড়েছিল দলের পারফরম্যান্সে। তবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবং কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে জয় নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল দলের ফুটবলারদের। তবে থাকেনি সেই ধারাবাহিকতা। পরবর্তীতে একের পর এক শক্তিশালী দলের কাছে আটকে যেতে হয় একবারের আইএসএল চ্যাম্পিয়নদের। তবে সিজন জুরে দলের খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স না থাকলেও একক দক্ষতায় সকলকে চমকে দিয়েছিলেন এডমিলসন কোরিয়ার পাশাপাশি স্টেফান সাপিচের মতো ফুটবলাররা। তবে সময়ের সাথে সাথেই বদলেছে পরিস্থিতি। দলের হতাশাজনক পারফরম্যান্স থাকায় আইএসএলের মাঝপথেই থাংবোই সিংটোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ম্যানেজমেন্ট। পরবর্তীতে শামিল চেম্বাকাথের তত্ত্বাবধানে লড়াই করতে শুরু করে দল। শেষ মরসুমটা খুব একটা ভালো না হলেও এখন থেকেই নয়া সিজনের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে আইএসএল জয়ী এই ফুটবল ক্লাব। মূলত দেশীয় প্রতিভাদের পাশাপাশি একাধিক হাইপ্রোফাইল বিদেশিদের দিকে নজর রয়েছে নিজামের শহরের এই ফুটবল দলের। যার মধ্যে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল এ লিগের একাধিক তারকার নাম। তবে এসবের মাঝেই তাঁদের দলের এক মিজো ফুটবলারের দিকে নজর পড়েছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের দুই ফুটবল ক্লাবের। যাদের মধ্যে শোনা যাচ্ছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল এবং পাঞ্জাব এফসির নাম। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, গত মরসুম শেষ হওয়ার পর থেকেই হায়দরাবাদ এফসির তরুণ ফরোয়ার্ড রামহলুঞ্চহুঙ্গার দিকে নজর পড়ে এই দুই ফুটবল দলের। হিসাব অনুযায়ী দেখলে চলতি বছরের মে মাসেই আইএসএলের এই ফুটবল দলের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়েছে এই ফুটবলারের। তারপর থেকেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা এগোতে শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। যদিও সেটা এখনও চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছয়নি। গত সিজনে দলের হয়ে ২৩টি ম্যাচ খেলেছিলেন এই ফুটবলার। যার মধ্যে ২টি গোলের পাশাপাশি ৩টি অ্যাসিস্ট ছিল এই তারকার। নয়া সিজনে তাঁকে দলে টেনে রিজার্ভ বেঞ্চ শক্তিশালী করাই এখন অন্যতম লক্ষ্য প্রতিপক্ষ দল গুলির।

ইস্টবেঙ্গলের নতুন গোলরক্ষক কোচ হলেন সন্দীপ নন্দী

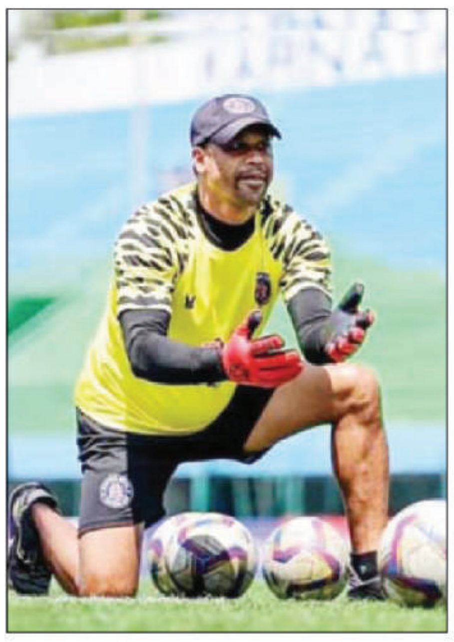

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুনঃ গত কয়েক বছরে ইস্টবেঙ্গেলর সিনিয়র ফুটবল দল মানেই ধারাবহিক ব্যর্থতা আর সমর্থকদের হাতাশা। তবে লাল-হলুদ জনতাকে ধন্যবাদ দিতেই হবে, কারণ তাঁরা সবসময় ক্লাবের পাশেই থেকেছেন। তবে এবার ব্যর্থতার তকমা মুছে ফেলতে মরিয়া পদ্মা পাড়ের ক্লাব। ইনভেস্টর থেকে ক্লাব কর্তা, সবাই মিলে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন সাফল্য আনতে। ফের আশায় বুক বাঁধতে শুরু করে দিয়েছেন ক্লাব সমর্থকরা। আসন্ন মরশুমের অনেক আগে থেকেই দল গোছানো শুরু করে দিয়েছে মশাল ব্রিগেড। ইতিমধ্যে বিদেশি-সহ বেশ কিছু ফুটবলারের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে ক্লাবকে পরামর্শ দিয়েছেন দলের চাণক্য অস্কার ব্রুজোঁ। তাঁকে নতুন ফুটবলার খুঁজতে সাহায্য করেছেন ইস্টবেঙ্গলের হেড অব ফুটবল থাংবোই সিংতো। এবার ক্লাব সূত্রে জানা গেল, বাংলা ও জাতীয় দলের প্রাক্তন গোলরক্ষক সন্দীপ নন্দীকে নিয়োগ করা হয়েছে গোলরক্ষক কোচ হিসাবে। ময়দানের পোড় খাওয়া প্রাক্তন গোলরক্ষক সন্দীপকে নিয়োগের আগে রীতিমতো পরীক্ষা নিয়েছেন ব্রুজোঁ ও সিংতো। বর্ধমানের সন্দীপ ছেলেবেলায় চেয়েছিলেন স্ট্রাইকার হতে। শিশির ঘোষ ছিলেন তাঁর আদর্শ। অমল দত্তর কোচিংয়ে একটি ম্যাচে তাঁকে স্ট্রাইকার হিসাবেও দেখা গিয়েছিল। তবে গোলরক্ষক হিসাবেই তিনি ময়দানের দুই প্রধান-সহ জাতীয় দলের দুর্গ রক্ষা করেছেন সুনামের সঙ্গে। বড় দলে খেলার আগেই জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন সন্দীপ। তাঁর কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়েছিল সোনালি শিবির-মোহনবাগান ম্যাচ। এরপরই তিনি সুযোগ পেয়ে যান জাতীয় দলে। মেন ইন ব্লুজের হয়ে খেলেছেন ৫৪টি ম্যাচ। তাঁর ক্যাবিনেটে রয়েছে জাতীয় লিগ, আই লিগ-সহ অসংখ্য ট্রফি। তবে সন্দীপের কেরিয়ারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হল ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে আশিয়ান কাপ জয়। এই প্রাক্তন গোলরক্ষক ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও চুটিয়ে খেলেছেন মোহনবাগান, চার্চিল ব্রাদার্স, মাহিন্দ্রা ইউনাইটেডে। কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে এসে সুভাষ ভৌমিকের কোচিংয়ে চার্চিলের হয়ে জিতেছিলেন আই লিগ। তবে কোচ হিসাবেও তাঁর কেরিয়ার যথেষ্ট উজ্জ্বল। নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড, মহামেডান স্পোর্টিং, ডায়মন্ড হারবার এফসি, রাজস্থান ইউনাইটেডে তাঁকে দেখা গিয়েছে কোচ হিসাবে।

এখনই নয় মোহভঙ্গ, ক্যাপ্টেন শুভমনকে 'চেনার' সময় বলে দিলেন রবি শাস্ত্রী!

মুম্বই, ২৯ জুনঃ গৌতম গম্ভীর যখন ভারতের হেড কোচ হলেন, সেই সময় খুব তাড়াতাড়ি তাঁকে সার্টিফিকেট দিতে শুরু করেছিল ক্রিকেট মহল। কেউ কেউ তো বলেছিলেন, গম্ভীর সফল হতে পারবেন না, তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হোক। একদল যখন এমন মন্তব্য পেশ করছিল, উল্টো দিকে গৌতিকে সময় দেওয়ার কথাও শোনা যাচ্ছিল অনেকের মুখে। প্রতিটা পদে বা দায়িত্বে ফুটে উঠতে, ছাপ ফেলতে যে কোনও ব্যক্তির সময় লাগে। এ বার ভারতের নতুন টেস্ট ক্যাপ্টেন শুভমন গিলকে নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। হেডিংলে টেস্ট হারার পর অনেকে বলাবলি শুরু করছেন, এই টেস্ট সিরিজের পরই হয়তো বদলে যাবে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট ক্যাপ্টেন। এই পরিস্থিতিতে দেশের প্রাক্তন হেড কোচ রবি শাস্ত্রী মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন, শুভমনকে চেনার জন্য, অধিনায়ক হিসেবে পারফর্ম করার জন্য কতটা সময় লাগবে। সম্প্রতি এক পডকাস্টে রবি শাস্ত্রী জানিয়েছেন, যদি গিল ক্যাপ্টেন হিসেবে পর্যাপ্ত সুযোগ না পান, তা হলে তিনি অত্যন্ত হতাশ হবেন। তাঁর কথায়, ''যদি গিল সাফল্য না পায়, তা হলে আমি হতাশ হব। ওর মধ্যে ব্যাটিংয়ের অসম্ভব দক্ষতা রয়েছে, অসাধারণ টেকনিক এবং সেই সঙ্গে ওর ক্লাস নিয়ে কথা বলতেই হয়। ও যদি সব ধরণের পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে, তা হলে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না। আগের থেকে এখন ও অনেক পরিণত হয়েছে। যেভাবে ও মিডিয়াকে সামলায়, প্রেস কনফারেন্সে এসে কথা বলে, টসের সময় যে সকল কথা ও বলে, তাতে ওকে দেখে মনে হচ্ছে আগের থেকে অনেকটাই পরিণত হয়েছে ও।'' এই সকল কথা বলার পরই রবি শাস্ত্রী ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, যেন এখনই দল ভালো পারফর্ম করতে না পারলে গিলের ওপর কোপ দেওয়া না হয়। তিনি বলেন, ''আমার মনে হয় এখন তিন বছর ওকে ক্যাপ্টেনের দায়িত্বে রাখতে হবে। ওকে এই পদ থেকে ছেঁটে ফেললে হবে না। বা ওকে বদল করে দিলেও চলবে না। এই সিরিজের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে তো কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। ওকে তিন বছর দেখলে আমার মনে হয় ও ঠিক সফল হবে।''

যশ দয়ালের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ গাজিয়াবাদের মহিলার

গাজিয়াবাদ, ২৯ জুনঃ ২০২৩ আইপিএলে কেকেআরের রিঙ্কু সিং গুজরাত টাইটান্সের বোলার যশ দয়ালকে পরপর পাঁচটি ছক্কা মেরে তাঁর কেরিয়ারই প্রায় শেষ করে দিয়েছিলেন। এরপর অবশ্য ২৭ বছরের উত্তরপ্রদেশের এই পেসার অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন। গুজরাত থেকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার পর যশ নিজেকে একজন ম্যাচ উইনার হিসাবে প্রমাণ করেছেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় 'এ' দলের জার্সি গায়ে উঠেছে যশের। শেষ মরশুমে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন আরসিবি। সেই দলেরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন দয়াল। এর আগে বেঙ্গালুরুর ক্যাবিনেটে আইপিএল ট্রফি ছিল না। দলের প্রথম আইপিএল জয়ের আনন্দে সমর্থক ও ক্রিকেটাররা এখনও বুঁদ হয়ে রয়েছেন। কিন্তু যশ দয়াল জড়িয়ে পড়েছেন বিতর্কে। এক মহিলা আরসিবির এই ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেছেন যশ দয়াল তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক নিপীড়ন করেছেন। ওই মহিলা উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের বাসিন্দা। তিনি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর অনলাইন অভিযোগ পোর্টালের মাধ্যমে অভিযোগটি দায়ের করেছেন। ওই মহিলার অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ''পাঁচ বছর ধরে এক ক্রিকেটারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। তিনি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিকভাবে আমাকে ব্যবহার করেছেন। এমনকি আমাকে নিজের পরিবারে স্ত্রী হিসাবে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিলে, যার ফলে আমি তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করি।'' ওই মহিলার আরও অভিযোগ, সম্পর্ক ছেদের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে দয়াল তাঁকে শারীরিকভাবে আঘাত করেন ও মানসিকভাবে হেনস্তা করেন। সম্পর্ক চলাকালীন তাঁর কাছ থেকে দয়াল টাকা নিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেছেন গাজিয়াবাদের ওই মহিলা। পাশাপাশি অভিযোগপত্রে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, দয়ালের সঙ্গে আরও বেশ কিছু মহিলার এই ধরনের সম্পর্ক আছে। ওই মহিলা জানিয়েছেন, তাঁর কাছে প্রমাণ হিসাবে চ্যাট, স্ক্রিনশট, ভিডিও কল এবং ছবি আছে, এবং এ সব কিছুই তিনি অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করেছেন।

৪১ শতাংশ ব্রাজিলিয়ান নেইমারকে বিশ্বকাপে দেখতে চান না

রিও দি জেনেইরো, ২৯ জুনঃ ২০২৬ বিশ্বকাপের এখন আর এক বছরও বাকি নেই। এর মধ্যে ধীরে ধীরে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নিজেদের পরিকল্পনা গোছাতে শুরু করেছে দলগুলো। নানা নাটকীয়তার পর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোয় আয়োজিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপের জন্য ব্রাজিল কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে অভিজ্ঞ কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে। ইতালিয়ান এই কোচ আসার পর প্রাসঙ্গিকভাবে বারবার আলোচনায় এসেছে নেইমারের নাম। চোটজর্জর নেইমারকে নিয়ে আনচেলত্তির পরিকল্পনা কী হবে, সেদিকেই ছিল সবার চোখ। নিজের প্রথম দলে ফিটনেসের কারণে না রাখলেও সম্প্রতি নেইমারকে ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন আনচেলত্তি। তবে আনচেলত্তি চাইলেও ব্রাজিলের ৪১ শতাংশ মানুষ চান না নেইমার বিশ্বকাপে খেলুক। ব্রাজিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনমত সমীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান 'ডাটাফোলা'র এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে এই তথ্য। ৪১ শতাংশের না চাওয়ার বিপরীতে ৪৮ শতাংশ অবশ্য নেইমারকে বিশ্বকাপ দলে চান। সমীক্ষা অনুযায়ী, ৭ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না এবং ৩ শতাংশ বলেছেন, এ বিষয়ে কী মত দেওয়া উচিত, তাঁরা তা বুঝতে পারছেন না। তবে এই চিত্র ব্যাপকভাবে বদলে গেছে ষাটোর্ধ্বদের মধ্যে করা সমীক্ষা। এই অংশের মধ্যে ৫৩ শতাংশ নেইমারকে দলে ডাকার বিপক্ষে, আর পক্ষে ৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ তরুণেরা নেইমারকে ব্রাজিলের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জয়ের চেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় মনে করলেও বয়স্করা তেমনটা ভাবছেন না। ধারণা করা হচ্ছে, চোটসমস্যা, মাঠে বাইরের আচরণ এবং সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বয়স্কদের ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। ডাটাফোলার এই সমীক্ষায় অংশ নেন ১৬ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী ২০০৪ জন ব্রাজিলিয়ান নাগরিক। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করা হয় দেশের সব অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ১৩৬টি শহর থেকে। সমীক্ষাটি পরিচালিত হয় ১০ ও ১১ জুন। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ব্রাজিল পরের ম্যাচ খেলবে আগামী সেপ্টেম্বরে। যেখানে চিলির বিপক্ষে ঘরের মাঠে এবং বলিভিয়ার বিপক্ষে খেলবে প্রতিপক্ষের মাঠে। এ ম্যাচ দুটি দিয়ে নেইমার দলে ফিরতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

ওড়িশা এফসিতে খেলা রামফাংজাউভারকে দলে টানল ডায়মন্ড হারবার

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার, ২৯ জুনঃ গতবারের প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগ থেকেই দুরন্ত পারফরম্যান্স ছিল ডায়মন্ড হারবার এফসির। একের পর এক প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে অতি সহজেই এসেছে জয়। যারফলে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেতাব জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে ছিল এই ফুটবল ক্লাব। পরবর্তীতে যার প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল তৃতীয় ডিভিশন আইলিগে। অনবদ্য পারফরম্যান্স রেখে দ্বিতীয় ডিভিশন আইলিগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল কিবু ভিকুনার ছেলেরা। যা নিঃসন্দেহে বড়সড় পাওনা ছিল সকলের কাছে। পরবর্তীতে সেই ধারা বজায় রেখেই সাফল্য ধরা দিয়েছিল কলকাতার এই ফুটবল ক্লাবের। সেই ধারা বজায় ছিল দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগে। তাই এবার অনেক আগে থেকেই দল গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। বিগত কয়েক সপ্তাহে উঠে আসতে শুরু করেছিল একাধিক তথ্য। শোনা যাচ্ছে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএল খেলা একাধিক ফুটবলারদের এবার দলে টানতে চলেছে ডায়মন্ড হারবার। যারফলে এবার আগের থেকে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে চলেছে কলকাতার এই ফুটবল দল। নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিয়ে এবার প্রথম স্তরের আইলিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়াই এখন অন্যতম লক্ষ্য ফুটবলারদের। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বিগত কয়েকদিনে একাধিক দাপুটে ফুটবলারদের দলে টেনেছে এই ক্লাব। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে পল রামফাংজাউভার নাম। একটা সময় সার্জিও লোবেরার ওড়িশা এফসির হয়ে খেলেছিলেন মিজোরামের এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। পরবর্তীতে উভয়ের সম্মতিতে ছিন্ন হয়েছিল সেই চুক্তি। তারপর যোগদান করেছিলেন মিজোরামের ফুটবল ক্লাব চানমারি এফসিতে। শেষ মরসুমে সীমিত শক্তি নিয়েই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেছিল এই ফুটবল দল। সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রামফাংজাউভার। দলের জয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন তিনি। মাঝমাঠ সামাল দেওয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ সময় গোল করে দলকে ৩ পয়েন্ট এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয়তা নজর কেড়েছিল সকলের। নয়া সিজনের কথা মাথায় রেখে এবার তাঁকেই দলে টেনে নিল কিবু ভিকুনার ফুটবল ক্লাব। গতবারের মতো এবারও সাফল্যের ধারা বজায় রাখাই অন্যতম লক্ষ্য কলকাতা ময়দানের এই দাপুটে দলের।

আইএসএল নিয়ে ধোঁয়াশা! খেলোয়াড় চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে নয়া সিদ্ধান্ত কেরালার

তিরুঅনন্তপুরম, ২৯ জুনঃ হতশ্রী পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে গত সিজন গেছে কেরালা ব্লাস্টার্সের। প্রথমদিকে সুইডিশ কোচ মিকেল স্ট্যাহরের হাতে দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হলেও কাজের কাজ তেমন কিছুই হয়নি। বিশেষ করে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে পরাজিত হয়েই অভিযান শুরু করেছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। দ্বিতীয় ম্যাচে জয় আসলেও বজায় থাকেনি সেই ধারাবাহিকতা। যার প্রভাব পড়েছিল পরবর্তী লিগের পয়েন্ট টেবিলে। অন্যান্য দল গুলির তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল কেরালা ব্লাস্টার্স। এমন পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে থেক্কাথারা পুরুষোথামণ এবং টমাস টচর্জ দলের দায়িত্ব পালন করায় জয়ের সরণিতে ফিরতে সক্ষম হয়েছিল এই ফুটবল ক্লাব। কিন্তু সুপার কাপ শুরু হওয়ার আগেই ডেভিড কাতলার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল দলের দায়িত্ব। এই নয়া কোচের তত্ত্বাবধানে সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে জয় আসলেও দ্বিতীয় ম্যাচে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট থেকে। যারফলে খালি হাতেই শেষ হয়েছিল মরসুম। কিন্তু সেই ধাক্কা কাটিয়ে আসন্ন মরসুমে নিজেদের ছন্দ ফেরাতে বদ্ধপরিকর ম্যানেজমেন্ট। সেইমতো ঘর গোছাতে মরিয়া কেরালা। সেক্ষেত্রে একাধিক ফুটবলারদের দিকে নজর ছিল দলের। দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি এক্ষেত্রে বেশকিছু বিদেশি ফুটবলারদের দিকে নজর ছিল সকলের। তবে শোনা যাচ্ছিল আগের সিজনের চার বিদেশি ফুটবলারদের দলে রেখেই হয়তো পরিকল্পনা সাজাতে পারেন ডেভিড কাতলা। যাদের মধ্যে থাকতে পারেন নোয়া সাদাউ থেকে শুরু করে ডুসান ল্যাগেটর, জেসুস জেমিনেজের মতো তারকা। এছাড়াও সব ঠিকঠাক থাকলে অন্যান্য সিজন

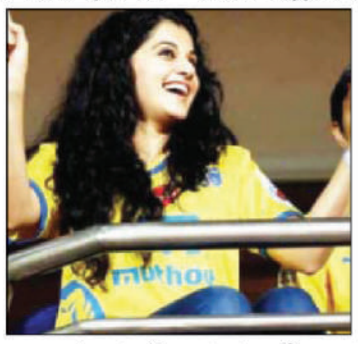

গুলির মতো দলে দেখা যেতে পারে উরুগুয়ান তারকা আদ্রিয়ান লুনাকে। যদিও সেই বিষয়টি এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। সেইসাথে আরও বেশকিছু ফুটবলারদের দিকে নজর ছিল তাঁদের। কথাবার্তা ও নাকি এগিয়ে গিয়েছিল অনেকটা দূর। তবে গতবারের তুলনায় এবার অনেকটাই বদলেছে পরিস্থিতি। এবারের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ আয়োজন ঘিরে এখনও পর্যন্ত রয়ে গিয়েছে ধোঁয়াশা। যারফলে দল গঠনের ক্ষেত্রে এবার কিছুটা ধীরে এগোতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। শোনা যাচ্ছে, আইএসএল পরিকল্পনার স্পষ্ট রূপরেখা জেনেই হয়তো এগোতে চলেছে দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন আগেই ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিল দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। এবার দল গঠনের ক্ষেত্রে ও সবদিক মাথায় রেখেই এগোতে চলেছে কেরালা।

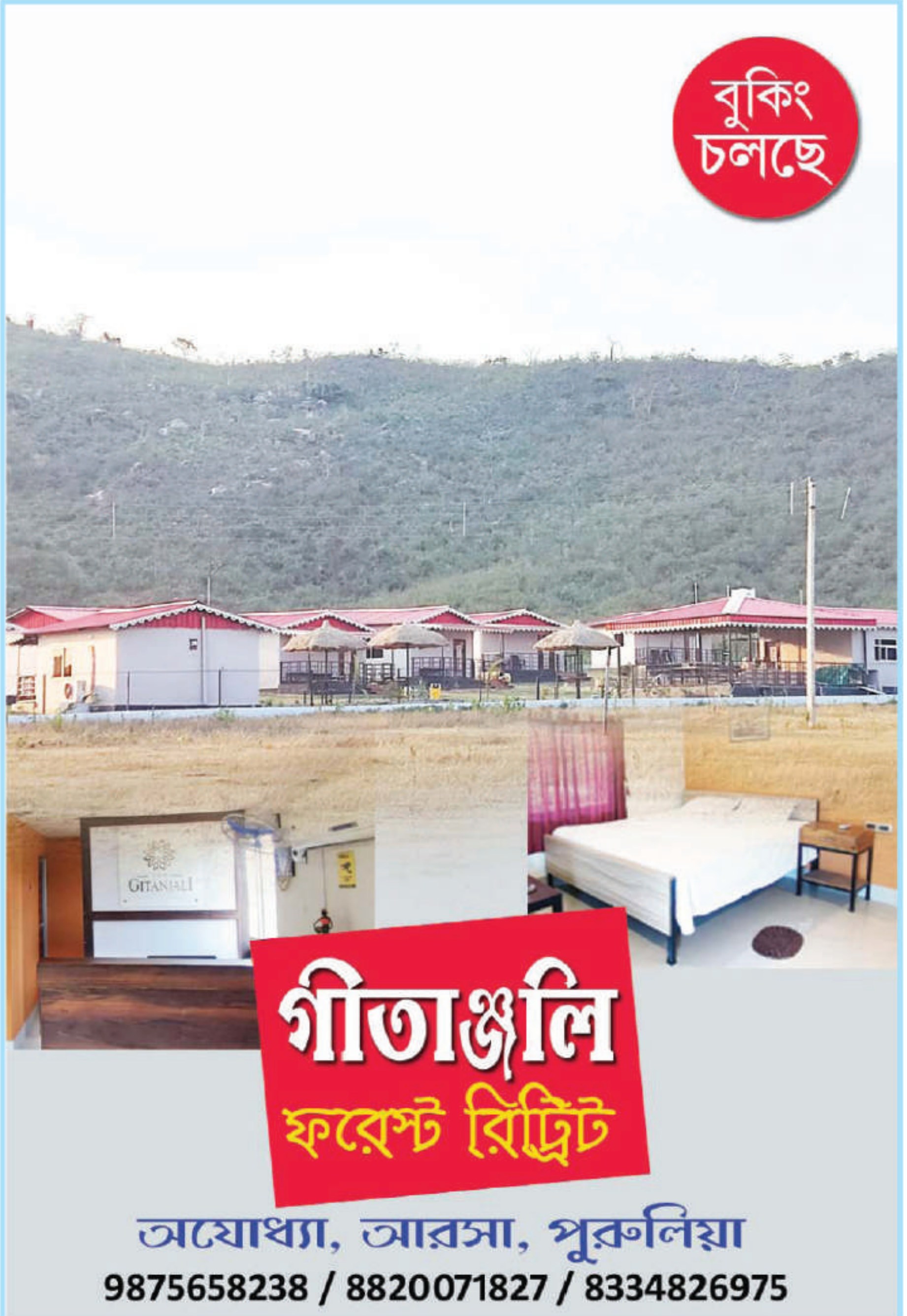

দেড় ঘণ্টার ম্যাচ শেষ হতে পাঁচ ঘণ্টা, দি'মারিয়াদের বিদায় করে চেলসির উচ্ছ্বাস

শার্লট, ২৯ জুনঃ একটা ফুটবল ম্যাচ শেষ হতে লাগে ৯০ মিনিট। মাঝের বিরতি এবং প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা বাড়তি মিনিট মিলিয়ে মোট দুই ঘণ্টার মতো সময় লাগে। তবে গতকাল রাতে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে চেলসি-বেনফিকার শেষ ষোলোর ম্যাচ শেষ হতে লেগেছে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। দীর্ঘ সময় নেওয়া এই ম্যাচে বেনফিকাকে ৪-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে চেলসি। ম্যাচে চেলসির হয়ে গোল করেছেন রিস জেমস, ক্রিস্তোফার এনকুকু, পেদ্রো নেতো ও কিয়ারনান ডেওসবারি-হল। বেনফিকার হয়ে একমাত্র গোলটি বিদায়ী ম্যাচ খেলতে নামা আনহেল দি মারিয়ার। যুক্তরাষ্ট্রের শার্লটে ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে হওয়া ম্যাচটিতে দীর্ঘ সময় লাগার কারণ ঝড় ও বজ্রপাত। ম্যাচের ৮৬ মিনিটে ঝড় ও বজ্রপাতের শঙ্কায় খেলা বন্ধ করেন দেন রেফারি স্লাভকো ভিনিচ। ওই সময় ৬৪ মিনিটে রিস জেমসের দেওয়া গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়েছিল চেলসি। ম্যাচের ফল প্রায় নিশ্চিত, খেলাও বাকি মাত্র ৪ মিনিট- এমনটা ভেবে গ্যালারিতে থাকা ২৫,৯২৯ দর্শকের অনেকে মাঠ ছেড়ে যান। স্টেডিয়াম এলাকায় বজ্রপাত না হলেও আশপাশের অঞ্চলে আবহাওয়া প্রতিকূল ছিল বলে রেফারি খেলা শুরু করতে দেরি করেন। শেষ পর্যন্ত দুই দলের খেলোয়াড়েরা যখন আবার মাঠে ফেরেন, ততক্ষণে পেরিয়ে গেছে প্রায় ২ ঘণ্টা। দীর্ঘ বিরতির পর খেলা শুরু হলে এবার দেখা দেয় নতুন নাটকীয়তা। ৯২তম মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় বেনফিকার

জিয়ানলুকা প্রেসতিয়ান্নিকে। এরপর যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে বেনফিকা পেনাল্টি পেয়ে গেলে তা কাজে লাগিয়ে গোল করে ফেলেন দি মারিয়া। ম্যাচের নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হয় ১-১ সমতায়। এরই মধ্যে কিক-অফ বাঁশির পর থেকে পেরিয়ে গেছে চার ঘণ্টার মতো। নকআউট পর্বের ম্যাচ হওয়ায় ফলের জন্য ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত আধা ঘণ্টায়। এই অংশের প্রথম ১৫ মিনিটে দুই দলই ছিল গোলহীন। তবে বিরতির পরের ১৫ মিনিটে আট মিনিটের মধ্যে টানা তিন গোল করে চেলসি। ১০৮ মিনিটে এনকুকু, ১১৪ মিনিতে নেতো আর ১১৭ মিনিটে ডেওসবারি-হল। বড় ব্যবধানে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেও ম্যাচে দীর্ঘ সময় বিরতি নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন চেলসি কোচ এনজো মারেসকা। এবারের ক্লাব বিশ্বকাপে বেনফিকা-চেলসি ম্যাচ নিয়ে সপ্তমবার আবহাওয়ার কারণে ম্যাচ স্থগিত হয়েছে। বিষয়টি তুলে ধরে মারেসকা ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে বলেন আয়োজক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র উপযোগী কি না, এমন প্রশ্নও তুলেছেন, ''এই নিয়ে ৭, ৮ কি ৯ বার ম্যাচ স্থগিত হলো। সত্যি বলতে, এটা একটা তামাশা। ফুটবল নয়। (এত লম্বা সময়) ভেতরে থাকা যায় না। এটা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা, যেটার কারণ আমি ঠিকঠাক বুঝতে পারছি না। নিরাপত্তার কারণে ম্যাচ স্থগিত হতে পারে। কিন্তু আপনাকে যখন সাত-আটবার স্থগিত করতে হয়, তখন বলতে হবে এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য এটি সঠিক জায়গা নয়।'' আগামী বছর ৪৮ দলের বিশ্বকাপে অন্যতম আয়োজক যুক্তরাষ্ট্র। ক্লাব বিশ্বকাপে যেভাবে আবহাওয়ার কারণে ম্যাচ স্থগিত করতে হচ্ছে, তাতে বিশ্বকাপ নিয়ে শঙ্কাও জানিয়ে রাখলেন চেলসি কোচ, ''ম্যাচ স্থগিত করা স্বাভাবিক বিষয় নয়। একটা বিশ্বকাপে কতবার ম্যাচ স্থগিত হয়েছে? সম্ভবত একবারও নয়। ইউরোপে কতবার? একবারও নয়। আমরা এখানে দুই সপ্তাহের মধ্যে ছয়-সাতবার দেখলাম। ব্যক্তি হিসেবে বলব, এখানে কিছু সমস্যা আছে।'' ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে চেলসির প্রতিপক্ষ ব্রাজিলের পালমেইরাস, যারা গতকাল রাতেই স্বদেশি ক্লাব বোতাফোগোকে হারিয়েছে ১-০ ব্যবধানে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com